



নিৰ্বাচিত গ্রন্থাবলী—প্রথম বণ্ড

নাট্য-দ্রষ্টা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

বঙ্গমতী সাহিত্য-অনিদ্রা হইতে

শ্রীমতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, 'বঙ্গমতী-বৈজ্ঞানিক-রোটারী-মেসিনে'

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

। মূল্য ১।০ দুই টাকা।

শঙ্করাচার্য্য

(ধর্মমূলক নাটক)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

(১৩১৬ সাল, ২রা মাস, শনিবার, মিনার্ভী থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

ঊৎসর্গ

আনন্দময় সহচর আনন্দধামবাসী—

কালীপদ ঘোষ ।

ভাই,

আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার ত্রীদক্ষিণেথরে মূর্তিমান বেদান্ত দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ—তুমি মরদেহে আমার “শঙ্করাচার্য্য” দেখলে না। আমার এ পুস্তক তোমায় ঊৎসর্গ করলেন, তুমি গ্রহণ কর ।

গিরিশ

মহাদেব ।

ব্রহ্মা ।

চাঁপাইনবাব ।

শঙ্করাচার্য ।

গোবিন্দনাথ ।

...

...

শঙ্করাচার্যের গুরু ।

শঙ্করাচার্যের শিষ্যগণ -

সনন্দন (পরে পদ্মপাদ), শাস্ত্রিতান, শশপতি, মণ্ডনমিথ্রা (পরে সুব্রহ্মণ্য)
হারা (পরে হরদামক), অমলকামি, চিত্তমুক, ভোষ্টকাচার্য ।

রামদাস ও স্বাভাস	...	শঙ্করাচার্যের প্রতিষাদী ।
অমলা	...	ঐ শ্রীমদভিনব ভূত্য ।
কুমারদাস	...	মর্দকাদের অবরুদ্ধক ।
প্রভাকর	...	শিষ্য ।
ক্রক	...	কাপালিক-গুরু ।
উপাচার্য	...	কাপালিক ।
অভিনব গুপ্ত	...	ভাটিক পণ্ডিত ।

শিষ্টমি ।

ইত্যাদি যোগেশ, জীন, রাবি, বিজ্ঞানগণ, চণ্ডালবেশী ভৈরবগণ, বৃক বোধকাপালিক ও
 তত্ত্বজ্ঞান, চণ্ডালগণ, মধ্যম রাজার কোপাতি ও ভৈরবগণ, কুমারদাস ভট্ট
 বিনোদ, বিহঙ্গ, শিষ্টমি কাপালিক, মণ্ডনমিথ্রার সুব্রহ্মণ্য, অমরক
 ব্রাহ্ম ও মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ও বেতালী, প্রভাবর (হারাব পিতা) ও
 ভাঃপ্রতিবেশী, কাপালিকগণ, ভূতপ্রভাব, ভৈরব,
 অভিনব গুপ্তের শিষ্য, ভাঃ মর কামি,
 ভৈরবগণ, কাশীর মারদাসীরা
 মারদাসীরা
 ইত্যাদি ।

স্ত্রী

মুম্বায়া ।

বিশালী	...	শঙ্করাচার্যের মাতা ।
বনী ও মতা	...	ঐ প্রতিষেধনী ।
উত্তরভাষী	...	মণ্ডনমিথ্রার স্ত্রী (শশপতীর স্ত্রী)
মরক ও অমলা	...	অমরক রাজার স্ত্রী
কাপালিকা	...	ক্রকের উপাসিকা ।

অভিনবনী ।

মহাদেব, বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞানদ্বিতীয়, ব্রহ্মাচার্যগণ, চণ্ডালিনীবেশী ভৈরবগণ,
 বৃকম হীলোক, কুমারী, মর্দকীগণ, যমজ-শিষ্টমাতা, শিষ্টমিথ্রার
 প্রতিষেধনী, অমরক রাজার অস্ত্রাঙ্গ স্ত্রীগণ, কাপালিকগণ,
 প্রভাকরগণ, কামদাসের স্ত্রীগণ, শিষ্টগণ,
 কামদাসের স্ত্রীগণ ইত্যাদি ।

মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অজ্ঞাত দেবগণ।
 হে সর্গজ, কিবা ওব অজ্ঞাত ভুবনে,

তথাপি চরণাঙ্কুরে করি নিবেদন,
 হেরিবে রোক্তমান সুখার্হ সাগরে
 মাতার মমতা হয় বেগতি বদ্ধিত,
 তেমতি একান্ত আন্তরিকতারে
 আসিরাছে মনস্তাপ করিতে আপন,
 জগৎ-জনক, তব যেহ-স্বাক্ষি হেতু।

নিষ্ঠুরতা-বারণ-কারণ-নারায়ণ
 ব্রাহ্মণের বিদ্বাদর্প করিতে দমন—
 ছইলেন বৃদ্ধ অবতার ;
 মুক্তিবলে পরাজিয়ে বোম্বজমঙলে
 শূন্তবাদ প্রচারিলা রমেশ সমসারে।
 হীনমতি নরে, দেব-মারা বৃষ্টিতে না পারে,
 বেদবিধি শাণ-রজ্জ রহিত ধরায়।

নিরীক্ষর স্বেচ্ছাচার শূন্তবাদ মতে,
 পাপভাব বৃদ্ধি দিন দিন,—
 যজ্ঞভাগ বিনা মত দেবতা মলিন।
 কর দেব, উপায় ইহার,
 বেদবিধি করহ উদ্ধার,
 সংসারে কল্যাণ পুনঃ ইউক স্থাপন।

মহা। চিন্তা দূর কর দেবগণ,
 ধর্মার রোদিন নিত্য স্পর্শে কর্ণে নোর,
 তাহে আমি মনে মনে করিয়াছি স্থির,
 ধরি তবে নরেন্দ্র আকার,
 অতি গুহু তব আমি করিব প্রচার
 মানন কল্যাণ হেতু ;
 যেই গুহু তব মম আশ্রয় স্বরূপ—
 প্রিয় গৌরী-গণপতি-কার্ত্তিকের হ'তে—
 নিশ্চয় অর্হেত জ্ঞান দানির সংসারে।
 মাঝে কার্ত্তিকের ভবে,
 বৌদ্ধগণে দম্বিয়া প্রভাবে
 কর্ণকাণ্ড করিবে উদ্ধার।

ধরি নরেন্দ্র আকার, শিষ্যরূপে তব
 শর্যসোনি, কর্ণকাণ্ড করহ উদ্ধার—
 'কিঞ্জন' নামেতে পঠিত হইত বসন্তকালে।

নরকার ধরাতলে ধর ভ্রমে জনে,
 নিম্ন আচরণে, আদর্শ প্রদানে,
 বৈদিক নিয়ম কর পুনঃ সংস্থাপন।
 ব্রহ্মহুত্র বেদার্থের করিতে প্রচার
 লইলাম ভার।

শিষ্যমই হবে মম ধরায় বিহাব।
 বৃত্তিগণে বৌদ্ধমত করিব খণ্ডন,
 দম্বিব হুকৃতগণে আছে যে যথার।
 মাও ইন্দ্র, ধর নর-কাহ—

রাজোদর হয়ে রহ মম প্রতীকার,
 যুধিবে সুধবা নামে তোরা হবে ভবে।
 যাও সবে মাধার প্রভাব ধর নর-কার।

দেবগণ। জয় জয় উদ্যাপতি, জয় মহেশ্বর,
 বেদহুত্র প্রচারিতে প্রতিশ্রুত হই।

[দেবগণের

গ। এস মহামারা, লীলার আশ্রয় কর দান

(পট পরিবর্তন)

সন্ধিনীগণ সহ মহামারার আবির্ভাব।

(গীত) *

স্বপন-গঠিত সময় বহিরে স্বপন-গঠিত জানে
 অষ্ট বরষ শোক হরষ কাগাও মানব-জাণ

স্বপনবোরে আপন পাসরে
 মনন-মরণে বৃদ্ধি নরে,
 যোহ তমসা যামিনী যোহ
 জড়িত স্বপন-ভেগে ;

সহিয়ে যাতনা, যাতনা কামনা, অবদাদ নাহি

মানব-বেদনা ভরণে, স্বপন ঘোর হবনে

জ্ঞান-কিরণ দানে—

নর শরীরে হের দর্যপরে,

কাগাইতে যোহ-নিদ্রিত নরে,

বিমল বেদগানে ॥

* সঙ্গীতকারী দ্বন্দ্বপটে প্রচারিত
 লীলা, কথা—মাকুলোকে শরীর 'মাকুলো' শব্দ
 'স্বপন' শব্দটি 'বিজ্ঞান' শব্দের দ্বন্দ্বপাঠ। 'ওকল' শব্দ
 'কিঞ্জন' নামেতে পঠিত হইত বসন্তকালে।

প্রথম অঙ্ক

— ১০২ —

প্রথম দৃশ্য

শঙ্করাচার্যের বাড়ি । *

(শব্দ)

শঙ্কর। স্যোম সন্ন্যাসী ! তপস নবীন ধবা,
যেহ উচ্চ মনোহর পূর্ণ সমুদয় ।
কিহা যেন কর্ণে যোর অংশে,
কহে কহে জন অপরীতী ভয়ে—
“অন্যে আশাসে কিহা হেতু :
প্রদীপ্যে ব্রহ্মাণ্ড তোমার ।”
এ কি মোর যথিক-বিকার !
কেহা আচার্য :
কেন মোর উদ্বেজন ? এম প্রদীপ ।
মা মা, কহু মোর যথিক বিকার,
কিহ মন পশ্চি পশি পদ
অন্তর্যাত্মা কহে, — কিহ আচার্য নিদীপন,
যেহ নিত্য নিমজ্ঞ-বদন কুমার ।
কানো নর নারী কেহু পুরাণ,
কিহ বিদ্যামনে পুরা জ্ঞান অদ্বৈত ।

(শিশির প্রবেশ)

শিশির । বাবা, তুমি কেন এমন চুপ করে রয়ে
থাক ? তোমার শাস্ত্রের সমাধি হয়েছে ।
যদি তোমার স্যোমবর্ষ একজন বা দু'তো,
আমি তোমার বিব্রোহে অভিযুক্ত করব ।
তুমি বিশ্বকর্ষা মনোহারা হও । তুমি পুত্র
নাম কহে মহাদেবের নিকট পুত্র কামনা করে-
ছিলেন তার কৃপায় তুমি সেইরূপ পুত্রই জন-
প্রিয় করছ । তাই মহাব্রহ্ম তুমি লীলায় ছিলে,
তিন বর্ষ অতিক্রম কর নি, আমার হাত ধরে তুমি
অব্রোধে কবেছিলে, এই কবচ ভেঙে আমার
নামের উচ্ছল হাব, পিতৃদেবতার নাম চি-
ন্তরপীঠ হবে, তুমি এসে বটে গাধান-পালন
করো । বাবা, আমি ভেঁ তাঁর সে প্রাজ্ঞা
গণন করতে পারছি নে ।

* ত্রৈলোক্য শ্রবণের অন্তর্গত ‘কল্যাণ’ প্রদেশ শঙ্করাচার্যের
বাড়ি । এখানে এই প্রদেশ নাম ‘শঙ্করাচার্য’ ।

শব্দ । কেন মা—কেন এ কথা বলছে ? স্যোম
অসীম বয়স আমি এক বৎসর বয়সেই বর্ণা
উচ্চারণ করতে শিখেছি, দ্বিতীয় বর্ষে তোমার
শ্রীমদে প্রবণ শ্রবণ করে প্রবণ সমস্ত অলঙ্কার
হয়েছি, তৃতীয় বর্ষে পুণ্যের অনুভবহীন নাম
ব’লে অনির্কটমীর্ষ আনন্দলাভ করেছি । তোমার
বাগ্মন-পালন, তোমার শিক্ষার গুরুজনের সেবা
অভ্যাস করেছি, তবুর কৃপালাভে সমর্থ হয়েছি,
যেই অনির্কটমীর্ষ করণার তুমি আমার দেহবিকা
প্রদান করেছেন । তুমি আমায় বদনী, সকলই
তোমার শিক্ষাপ্রভাব । মা গো, বহু তপস্শ্রম
তোমার ছায় জননী গর্ভে অঙ্গগ্রহণ করেছি ।

শিশির । বাবা, তুমি সে বিব্রোহ অজ্ঞানতায় কো,
তোমার বাহুজ্ঞানশূন্য দেখি । যেমন বিজ্ঞান-
রাগ, বিদ্যারাগ সে রূপ নাহি, এতে আমার
এই আশঙ্কা মান হু ।

শব্দ । মা গো, কিবা কল সামান্য বিষয়-
অনুযোগ ?

শিশির । তাহা পোনে বিষয়ের অনুযোগ কিবা ?

বিষয়কল্পিত চিত্ত বিস্মতি-স্বাধে

সামান্য সত্তার মাতা !

জনম : ত্রিকাল মন যৌবনাদিগণ

কলিহাসিলেন তার সর্বশ্রেণে গগনা—

শীর্ণতা যথিক আদি ।

সে আচার্য কখনই সত্তার জীবন,

কি কাশ্যে কাশ্যে বিষয়-অ-সোচনা ?

চতুর্থা আশ্রম দাব শাস্ত্র এ প্রচার :

শব্দ এ মুক্তিলাভ সর্বশ্রেণে আশ্রম ।

তাহি বা শেখ, যেহাৎ অচ্যুত দাব মন্যে,

দেহ যথি কল্পমতি, জননি, কৃপার—

মানব জন্ম হত সর্বশ্রেণে আশ্রম ।

শিশির । বসন্ত, থাকো জ্ঞান —

অতঃকাল পিছবে মন প্রাণ —

বাহুগণি, অজ্ঞেব বদন তুমি হুশিয়ার ধন,

পাতিহীন মনোহীন আদি —

তব চন্দ্রমুখ হুশি পান্ডিত্যকল প্রাণ,

দাশ্য কল্যাণ ।

কেন তুমি দেখে তব সত্তার সর্বশ্রেণে ?

শব্দ । জনক মনোহর, বাবা, পদীকৃত তুমি

উচ্চশিক্ষা দানিতে সমানে ।

শঙ্করাচার্য

সাঁধ দাঁড়ানি পিতার।

বাহে কুমার কঁহার,

হুই তাঁর বংশধারকণে মকর।

ঘটি-পড়া গড়ে কেহ যদি,

উচ্চগতি হয় সে বংশের,

সেই পড়া-প্রার্থী পুত্র তব,

তাহে তুমি বিরদান করো না জননি।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। হ্যাঁ মা, তুই যেন চিমড়ে মড়া মাগী, বাবা-
ঠাকুর নর থেকে ফিরেত্তেই। খেয়েছিস, কটি
ছেলেটাকেও সেই ধারা শিশুছিস, এখানে
চাঁকন বিড় বিড় কচ্ছিস, এখনো খেতে
দিম নি।

বিশিষ্টা। বাবা জগন্নাথ, শঙ্কর কি বলে শোনে,—

জগ। কি বলে শোনে,—কটি ছেলে 'ঠ' একটা
বাগনা নেবে নি? আমরা ওমিনে খাওয়ার দেরী
হ'লে হাতাতাল দিয়ে হাঁড়ী ভেঙ্গে তবে ছাড়তুম।

বিশিষ্টা। বাবা শোন—বলে 'সন্ন্যাস নেবো।'

জগ। হাউড়ে মাগী, ছেলে ভুলতে জানে নি।
সন্ন্যাস বায়না নিয়েছে, বল না কেনে সন্ন্যাস
কিনে দেবো। (শঙ্করের প্রতি) আর যে আর,
হাউ মাবো, ভাল ভাল সন্ন্যাস কিনে এনে
দেবো। নে রে, খাবি আর, চণু মাগী, দিবি
আর। ওঠ ওঠ—খাবি চল।

শঙ্কর। জগ দাদা, এখনো সন্ন্যাসবন্দনা শেষ হয় নাই।

জগ। নে—তখন খেয়েদেয়ে সারবি। আমরা বুড়ো
মিছে, নাকার বেলা হ'লো, খিদেয় পেট চুই-
চুই কছে, আর তুই বাস্ নি। তা ছেলের দোষ
কি বল, ঐ মাগী দব শিখোয়।

শঙ্কর। না জগ দাদা, বলে, ব্রাহ্মণের না সন্ন্যাস
সেরে খেতে নাই। মা'র এখনো পান হয় নাই,
মা পান ক'রে এসে অন্ন দেবেন।

জগ। এখন 'হ'কোণ শখ চানুকে খাবি না কি?
তা বা মর গা! এই ছেলেটাকে শিকের টাঙ্গিরে
ভুকো। জাত বাবে যে, মহিলে দেখতুম—কেমন
উপোদী রাখি, আনি তিনবার এড়া ভাত
তেঁতুল লকার চাইনি দিয়ে খাওয়াতুম।
সে—কি ল্যাংগাড়া সারবি আর, নে মাগী
পেয়ে আর! এই ঘরে হ'লি জল খাওয়ার দে
কেনাই।

বিশিষ্টা। না বাবা, নদীতে অবগাহন করবো।

জগ। বাস্ খাবি, যোনে পড়ে যাবি, তা আমায়
কি! আর, ছেলেটার বেগে ভাল চাপা দিবে
খাবি আর।

বিশিষ্টা। আমি ঠিক ক'রে রেখে দিয়েছি, তুমি
বাবা বাইও। আমার বাবা শিবের মাথায় জল
জেলে আসতে দেয়ী হ'লে।

জগ। বুঝেছি—বুঝেছি, আজ বুঝি কি পাল-
পার্কণের দিন, দাঁত ছিরকুটে থাকবি কিছু খাবি
নি! ছেলোটাকেও তাই বুঝি শিখুছিস?

[বিশিষ্টার প্রস্থান।]

নে রে নে, কি ল্যাংগাড়া দাও করবি ফর,
তোরে খাইয়ে তবে নাওবা খাওয়া করবো।
শীগড়ির শীগড়ির বেরে নে, গেয়ে দেছে হ'লেছে
হাটে বাবা। তুই সন্ন্যাস চাচ্ছিস তো, শের
জলে গুব ভাল সন্ন্যাস কিনে আনবো।

শঙ্কর। এসেছি কি কাজে—কিবা কাকে বাধ মিন,
ভীষণ তরল রঙ্গে খেয়ে মহামায়া,
জীবকুল ভাসমান যত অন্ধকারে,
যোরে ফেরে অন্ন-মৃত্যু-সুবিপাক-মাঝে।
এম-বলে রাহে ভুলে কল্যাণ না চায়,
পার বাধে তেঁকে পান গুনঃ রেখে,
শিখও না শিখে হার!

মহানন্দ অতিক্রম করিবারে নারে,
জেনে শুনে আছি বন্ধ আপন পাননি।
অন্ধকারে কত দিন ক'ব—কত দিন দব—
ভ্রমে ভ্রম গাভতর ক্রমে
বাই—বাই, বেথা আর তিল নাই বণ,
হাছালাশ ধনি হারি কলই কনিব,
ছেদিস—ছোঁব মায়াব বন্ধন দূর,
জীবকুল ব্যাকুল সংসারে।

(শঙ্করের প্রস্থান)

জগ। ওই—ও—ও খেঁচো পান! আমার
পালে-বুড়ে চুড়ুতে ইচ্ছা হচ্ছে সেই বাসনা
বুড়োকে বলেছিলুম, তা শুনে যে কটি
ছেলেকে ল্যাংগাড়া শিখিও নি, নাকি ঠিক
থাকবে নি।

* (সন্ন্যাস প্রবেশ)

সন্ন্যাস। জগন্নাথ, বিশিষ্টা দি সন্ন্যাসিনী
জগ। আবে, সে মত কেমনে এখানে

শিল্প-সংলাপ

মাসী, তুইও ছোটো! বলতেছ কি জানো, "আমি আবার ডাকতেছি" আমি মাগী মিলেব মাথা খুঁড়ে বসুম, তা শুনে নি। যু—এক পাখাপড়া শিখিও নি, এখন মাঠে গায়ে নিয়ে বসি, লানুক কুঁড়ত, হলের জেলে পাখাপড়া শিখিও নি,—তা মাগীও বড় বড় কাঁচের পুরণে বলে আর নিশ্চয়ও পুঁতি নিয়ে মনে। এখন জেলেব যে মাথা বিগড়লে, সামান্য বের ক?

মাসী। বি হযেছে রে—কি হযেছে?

জগ। ওগো মাসী, বরি লখতে কো জানতে। গোটা ছটো তোর কপালে না তুকে বসে "আমার মধ্যস্থতায়—ডাকতেছ, আমি খাই"। এই ছোটোবসে খেতে খেতে মাসী, আমার মাথাখুঁড় খুঁড়ো ইচ্ছে করে।

মাসী। ও রে বাচ্চা! খায়েছে নি বে গায়েপনি। তবে শুনিও—ঠাকুরগো তখন বিদেশে, বিশিষ্টা কিছুকে মানা করতুম দে, ওন বক্ষ্যাবল্য শিরেব মন্দিরে গান নি। ও রে বাচ্চা! শোন না গেলোই নর। একদিন কালোখুঁড়ী ঘেরে বসেছে কি জানিস—ঠাকুরগো কথা, তুই জেলেব মতন, তাই বলি,—রে, 'ও দিদি, আমার খুঁড় হযেছে।' মনে, আমার মাঝার হ'লো, স্মৃষ্ণ—"বল তো রে লোক তো, তোর মাগী বিদেশে, ছেলে ছেলে কখনো"। তা কালোখুঁড়ী বলে কি জানিস—রে, 'ও দিদি, মানিয়ে আমার পেটে হাওয়া দে'বিয়েছে।' কালোখুঁড়ী হুঁড়োটা ফিরে এলো—'তোমার কাঁচা কেটে দিয়ে'।

জগ। ক্যান মাসী, জানো?

মাসী। তুই ছোটো আবার ছোটো,—মাসী করে নাই, তাই বো, না হলে কি আর মুহু দেখানো দেবে।

জগ। তবে পেটে হাওয়া বেঁধে না কি মাসী?

মাসী। তবে গাউসকাও হয়েছিল। মাগী বুঝবে পারে নি এই শিরেব ঘনিষে গান থেকে কোন উপদেশটা আঁর করেছে। তা আমি এর মিলেববে খোঁজাশুন যে ঠাকুরগো, লগিন ইনিম তা এখন জেলেবক দেখাত, তা আমার কথার কান দিয়ে?

জগ। না মাগী না, সোনার চাঁদ ছেলে, উপদেশটা পুঁতি দেবে ক্যান?

মাসী। তুইও ঠি হাউডো বাসনের তাত খেয়ে হাউডো হারহিনু কি না।

জগ। ক্যান গো, আমি কি করব? আমার খেত-গায়েবির কাছে যদি একটু বাদিক বাদিক পাব, তা হলে আমার কান্ডটা দিবে দিও।

মাসী। তুই আর কি করবি? তোর তো সব মনে আছে। ছলে যে সিন হলো,—ছলো ছলো মিলে, হলো হলো মাগী ম! ছলে দেখতে এলো না? বাত পুরায়ে কেউ চেয়ে নে, কোথেকে তারা এলো? আর এক মাগী এসেছিল—তা দেখছিলি? তাব লোক পাটা অর্ধেক ছুঁড়ো।

জগ। ওয়া ইং—সই মাগীকে লোক মাসেন দিকে দেখুম।

মাসী। ওটো! সে অনেকগে মাগী যত দিন বেশে গার, ছেলেব মনে সামান্য বাখাবো, বেরতে দেবে না। তুইও বাচ্চা! মাগে খাটে বেশী রাত করিস নি।

জগ। ও গো—তুই পুঁতি রে মাগী আসছে।

মাসী। এক পাঙ্কো দাঁড়া—এক পাশে দাঁড়া, মাগীটা বেরিয়ে থাক, কি লসকণ হয়—কে জানে, ঠাকুরগো যববার দিনও শুনেছি, শুশানে মাগীরা এসেছিল। (অত্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া) তোদের বাড়ীর ভেতর দিকে চলো যে রে!

জগ। দাঁড়াও, আমি দেখে নিচ্ছি। [ম] হই! অনেকগে মাগী রে হই! সব বিগে যে চলেছিল? তোরা কে পিস বল তো? জানিস দেড়ার, জগ! এখনো মনে নাই, তোদের ভিরকুটি চপে নি। ছেলেটার মাথা বিগড়তে এসেছিল? (অইসবো বহির্ভা ইহা মহামাসার প্রবেশ)

মহামাসী। টা! বাগ, টা!

জগ। ভাল চা! তো এখান থেকে যা, নইলে কাপ্ত দিয়ে তোর নাক কেটে দেবো।

(মহামাসী ও মঞ্জিনীগণের গীত)

বেলাভা নেম মাথা পেঙ্কে গাল বাজালে হর খুঁড়ী।

মান-অপমান ক্যান তো তার,

তার কাছে নয় কেউ দেবী।

এত তো ভুলে থাকে, নেচে আসে যে তার ডাকে,
'বোম্ব তোরা' বলে কেন, নাও না বেচে যা খুঁড়ী
খা ফেলে দেছে, মর যে বেচে, ভাল মন্দ নাই ত'স

শঙ্কর। হই, আমাকেও লাচান গো। বোম্ তোলা—
বোম্ ভোলা— [শঙ্করের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক

নদীতে স্নান করিতে গাইয়ার গণ।

(রমা, গঙ্গা ও পদ্মার বিশিষ্টার প্রবেশ।)

রমা। এসো না গো— এসো না, এমন গায়ে পায়ে
গেলে তোমার নদীর ধারে পৌছোয়া না।
বিশিষ্টা। তোমরা বাদ দিও, আমার শরীর
কেমন কেঁচে। [পানিমধ্যে উপবেশন।]

রমা। দেব দিদি, তোমার হিঙ্গ ভাবনা কেনে
বাড়িলে। তাই দহরের ছেলে কোথায় যাবে?
এই আমাদের ধর্মের ছেলে একটা সাধনা নেই
না? এই যে ভৃত্যের দোষ দিন মেলা দেখতে
যেতে চাচ্ছিল,—নামি হাত ধরে টেনে এনে
ঘুম পাড়ানুম—হুনে গেল। সন্ন্যাসী হুও
মুখের কথা কি না, হুনের ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে
বেসিয়ে বাসে, তান ভেবে হাঁচচেন না। এসো
—এসো, বোম্ শব্দে গেলে নাহবে না কি?

বিশিষ্টা। না দিদি, তোমারা এখোও, আমি আর
চলেতে পারছি নি। [গমন।]

গঙ্গা। ও ভাই, দেখ দেখ—সত্যি সত্যি তিরসি
গেলো নাকি? বউ—বউ; ও মা, কি করবো
গো, কি হবে।

বিশিষ্টা। বাবা, নরিসের দিবি দিয়ে কেন হুঁরে
মিতে চাচ্ছ? আমি যে জনমজবিনী, আমার
অঙ্গের নড়ি বেশ কেড়ে নিচ্ছ? আমি কি
ক'রে প্রাণ ধবো? আমি যে বাছাকে এক
কণ না দেখলে মিত্রবন অকড়ার দেখি। এ
কি! এ কি! বাবা, আমার ছেলে কোথা
গেল—ছেলে কোথা গেল—

রমা। হ্যাগা—এ কি সস্ত সস্ত বিকার হলো
নাকি? নাকি কি ব'কুচে গো।

(অতবেগে শঙ্করের প্রবেশ।)

শঙ্কর। মা, মা—গুঠা মা।

বিশিষ্টা। বাবা, বাবা—আমার পুত্র দাও—আমার
পুত্র দাও।

শঙ্কর। এই যে না—আমি তোমার কাছে এসেছি।

বিশিষ্টা। কে যে, শঙ্কর! বাবা বল আমায়
কেনে যাবি নি।

শঙ্কর। মা, আমি না অশ্রুতি দিলে আমি কোথায়
যাবো?

রমা। দেখ দেখি হাটের আড়াল! বাবা শঙ্কর, আমার
মাঝে এতদূর আর বান্ধা করতে পারবে কি না।
এখন অগলি হয়েছিল, সেই এতদূর নাহিতে আমি
এতদূর আসতে পারি না বাবা।

শঙ্কর। আপনারা আত্মপাদ বন্দন, আপনাদের
আত্মবাদে না স্রোতস্বতী বান্ধা উপর দৃষ্ট
হবে, আমাদের বাবার দিকটি দিতে যাবে—
অনায়াসেই বা আমার অবগতনমান করতে
পারবে।

গঙ্গা। দেখছিলাম কো দেখছিলাম—এই তোমার নাকি
সন্ন্যাস নিবে পরিণে যাবে। কাঁচ ছেলে—
আজ্ঞে কি বল, মার হুদর অশ্রুতে গুথ
হু, তাই মনে করছে, নদীটা বাবার দোর
গোড়াই নিয়ে আসবে।

রমা। হ্যা বাবা, তাই করো। তোমাদের গাইয়ার
দোরের কাচ দিয়ে নদী নিয়ে বেও, তা হলে
আমাদেরও কাচ হবে, নাহিতে পারবো।

(জগন্নাথের প্রবেশ।)

জগ। এখন যদি হ্যাঁতালি, তোর কান বাবা
বাথে। অপদাতে না ম'লে তোর চরিত্র মি,
সয়? বুদে দাঁড়া আর, আমি মাকে ধীরে ধীরে
নিদে বাই। [শঙ্কর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

শঙ্কর। এস দেখি সলিলকণিণী, শঙ্ক-প্রদায়িনি,
জীব প্রাণ সন্ধ্যাপহারিণি,

এস ভূপ-নন্দিনি, মাগর-গাহলি,
চুখিনী ব্রাহ্মণী কীর্ণা কানী অ'ব'দ—

তব পুত-বারি চির কাল্যাদিনী।

বরদে বন্দিনি, ভক্ত-মিত্রাবিনি,

এস গো যা পদাতে আশ্রয়,—

বখা হরধুনী পাতিত-পার্বনী,

তান অগ্ৰগামী ভগীরথ-শঙ্করানি,

দায় শ্যামে ভব-বংশ উদ্ধার চাবনী।

তোমারি গো, হে পুত-সঙ্গিনী,

এস পাছে করতালি শব্দি,

বিদ্যার ভরসে চন্দ্রাবলি।

সুহৃৎ নিখা

হুংকারে হুংকারে মিত্রা, কানী অ'ব'দ

হুদে হুদে বসি-শব্দী শঙ্করানি

গিরিশ-প্রবর্তনী

তা হ'তে খুবই দয়ালু হইয়া তব ।

এসো দয়ামরি পাঁছে পাছে,

হৃদিনীর সঙ্গাপ বারিতে,

ভেদি শাল ভাল তমাল কানন,

রক্ষা করি দেবতা ভবন—

পিতৃগন-স্থাপিত দাসের ;

এই নৃত্য করি তরঙ্গ তরঙ্গ পতঙ্গা !

এম যাঁতা,—

শঙ্খশনি বিনা দাস দেয় কয়তালি !

ওই বে—ওই বে—বরদে বরদে—

কুশাময়ী উল্লাস নাচিয়া আসে !

সার্থকীবন মম,

নাচকার্যে—

কল্যাণ সমাপ্ত আনন্দিনী বারি !

(কয়তালি দিয়া)

নয়ো নমঃ শেখর-নন্দিনি জননি,

ভবন-চন্দ্রিনি, মাপরগামিনি !

পুত্ৰলিঙ্গো, মাতাপহারিনি,

আমলা-নেদিনী শত-বিকারিনি ।

তরুণন-স্বয়ং-পদ-স্বপদে,

নমস্কৃত হইল, অজ্ঞে বরদে !

[কয়তালি দিয়া অগ্রে অগ্রে শঙ্করের গমন করা

পদ-প্রতিস্থিতি আবাহিতা হইল ।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সমুখ

মহামান উপবৃত্ত

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা । মা, তুমি কে ? তুমি একাকিনী হেবা
ব'লে রয়েছ কেন মা ?

মহা । যা, আমি আশ্রয়ীনা, পতি-পবিত্রতা,
আমার আর এখান সেখান কি ।

বিশিষ্টা । তোমার সঙ্গদার মত বেশ দেখছি ।

মহা । আমার সঙ্গ্য কিহা কি ? আমার বা বা'লে
ভাকো তটি। এখন যে অবস্থায় পড়ি—

সেই অবস্থায় থাকি । আমি দস্যুরে এক রকম
বহরুপী সবেই বেড়াই

এই নগর প্রাচীর নাম পুণ্ড্র বা চুণী, একদে
‘আলোমাই’ নামে পরিচিত ।

বিশিষ্টা । যা, তুমি এই বুঝী, তোমার হো পথে
গথে বেড়ান ভাল নয় মা, লোকে যে তোমার
সিন্দা করবে ।

মহা । আমার আর কি আছে মা, আমার সিন্দা
স্বত্তি দুই সমান । আমি আছি বল আছি, না
আছি বল না আছি । আমার সকল অবস্থাই
সইতে হয় ।

বিশিষ্টা । যদি তোমার আশ্রয় না থাকে, যদি ইচ্ছা
করে, আমার গৃহে আশ্রয়ত পারো ।

মহা । ‘জপা ক’রে স্থান লাভ-পাকবো । কিন্তু
মা, আমি বড় চক্কর, কখন কি ভাবে থাকি,
আমিই জানি না । পতি রমণী একগাত্র
আশ্রয়, সে আশ্রয় দার নাই, আর দশা কি, তা
তো তুমি জানো মা !

বিশিষ্টা । আচ্ছা মা, তোমার বত দিন ইচ্ছা হয়,
এইখানে থাকো ।

মহা । মা, তুমি আমার স্থান দেবে ? আমি আশ্রয়-
হীনা হয়ে বেড়াই । আমার ছাত নাই, কুল
নাই, মান নাই, অপমান নাই, আমার সব সমান
হয়েছে, আমার স্থান দিলে লোকে যে তোমার
সিন্দা করবে মা ।

বিশিষ্টা । সিন্দা হয় হবে, অনাথাকে আশ্রয় দিতে
আমি সিন্দা-ভর করি না । এমন কি, আমার
গুণের অন্ন নিয়ে অনাথাকে দিতে আমার
পতির আজ্ঞা ।

মহা । আমি যদি কোথাও চ'লে যাই, তার পর
এলে আমার আশ্রয় দেবে ?

বিশিষ্টা । ই্যা মা, তুমি যখন কোথাও না আগ্রহ
পাবে, এসো ।

মহা । তবে মা, আমি এখন গাই, আমার আশ্রুবা ।
(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ । ই্যা, ই্যা—তুই মা, তোর আর আশ্রুতে
হবে নি ।

বিশিষ্টা । বাবা জগন্নাথ, ও অনাথিনী, ওকে কেন
রুদ্র কথা বলচ ?

জগ । ই্যা ঠ্যা—ও সেই বটে ! বেটা বহরুপী,
কা'ল এসেছিল—অমনি গেকরা প'রে আটটা
ইউড়ী নিয়ে । আজ আমার চ'ক'রে শাণা
প'রে গেরস্তের নট হয়েছে ।

মহা । বাবা, তুমি তো আমার চেণো না, আমার

শঙ্করাচার্য

চিন্তা কি আমি গৃহস্থের বউ, সামান্য থাক-
তুমি যে আমার চেনে, তাই কাছে তো আমি
থাকি না।

জগ। শোনো শোনো—দেটির চরণে কথা
শোনো, বেটী হুটি খোবে, আর বলে চিন্তা
সামনে দাড়ায় না। কান কেঁটা কি করো—
আমায় ধেই ধেই নাচাও।

বিশিষ্টা। মা, তুমি কিছু মনে করো না, ও ভেলা-
গোলা মানুষ, কারে কি বলতে কি বলে।
তুমি এসো বাছা, তেনোর বদন ইচ্ছা হয়,
সামান্য কাছে এসে থাকো।

মহা। মা, যদি বাধা থাকি, তোমার কাছেই
থাকবো।

[মহামায়া প্রস্থান।]

জগ। মা, খবে দাদা ভোঁ বে সে পর। তুমি,
নদীটে নাকি টেনে কিছুড় লিয়ে এসো গো।

[শঙ্করের প্রবেশ।]

শঙ্কর। না জগা দাদা, মা ইচ্ছা করে এসেছেন।

জগ। উহা তোরে চিন্তে পারলুম, তা আমার
চেনাচিনিতে কাজ নেই, তাদের খেয়ে মাতুল,
বত দিন পাকি, তাকে ছোট ভাইয়ের মতনই
দেখবো।

শঙ্কর। হ্যাঁ দাদা—তাই দেখো।

জগ। জগদি গোমারে লাই।

[শঙ্করের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্তাঙ্ক

শঙ্করাচার্যের বাড়ির সম্মুখস্থ নদী।

[শঙ্কর।]

শঙ্কর। সন্ধ্যা-বাসনা,

আজি ঐরাণ্য অভাবে এ শরীর আজি
দীর্ঘ হুণ্ড স্বপ্নের।

ধরি খোর কুড়ীর আকার, স্বরূপ তোমার,
ভট্টনী সঙ্গলমধ্যে কর অবস্থান।

বস্ত্রপি আমারে হের এ সংসারে—

করি আক্রমণ, দক্ষিণে বরিশ নিমগন,
পাপ-পঙ্কে আশ্রিত করহ বিভা সখা।

কিন্তু যদি পারি কহে, স্যামি আশ্রম,

আজি এই পুণ্যলি বহিও পথন।

দুগ-সংসারে—

অন্ত দেখে কতু যদি আমার এ সংসারে,

দেখা হবে তব সনে। (নদীতে অবতরণ)

[রমা ও শঙ্কর প্রবেশ।]

রমা। লোকের যে বলে—কলিতে হেতাব মুখে
আর পাপের মধ্যে দৈবদর্শি হও, দেখছি তো
ভাই, তা তো সত্যি। ছোটো কান বলে যে
নদীটা আমার বাড়ীর দোর-গোড়ায় টেনে
লিয়ে যাবে, তা তো ঠিক।

শঙ্কর। আমোদের কর্তা বলে—অমন হয়। অমন
অনেক নদীর মূখ ফেরে। নদীর মূখ নাকি
চল পড়েছে, আলকের সোর বৃষ্টিতে এই দিকে
অন্য ফেরেছে।

রমা। ঠিক ওদের শেষ দিবে চল ভাবলো
ওদের নদীনারাণ ঠাকুরের হৃদয়ের পাল
দিয়ে বেগে এসে, ফোঁটা এলে মন্দিরটে ভুবে
যেতো। এমন ভাই ঠিক দৈবদর্শি মনে হয়।

জগ। [সহসা নদীপার্শ্বে শঙ্করকে দেখিয়া] ও শঙ্কর
—ও শঙ্কর। জলে নামিসু নে—কুমীর দেখা
দিয়েছে, ও রে উঠে আয়—উঠে আয়—

শঙ্কর। [জগা হঠাতে] ওগো আমার, যদি কুমীরে
ধরেছে, আমার মাকে ডাকো—

রমা। ও রে সর্বনাশ হলো যে—সর্বনাশ হলো,
শঙ্করকে কুমীরে ধরেছে।

[বিশিষ্টার দেশে প্রবেশ।]

বিশিষ্টা। বাবা মহাদেব—রক্ষা করো—রক্ষা করো—
শঙ্কর। মা, আমার কালে ধরেছে, আমার কেউ রক্ষা
করতে পারবে না, তবে যদি আমার সম্মানগ্রহণে
অতুমতি দাও, তা হলে আমার রক্ষা হয়।

বিশিষ্টা। ও গো, আমার সর্বনাশ নাও, কেউ রক্ষা
করো।

শঙ্কর। মা, রক্ষা নাই, অতুমতি দাও, রক্ষা কেউ
জলে অবতরণ করছে? এই দেখ, আমার দুই-
জলে নিরে যাচ্ছে। মা, অতুমতি দাও, রক্ষা
কুড়ীর এইবার গভীর গ্রামে নিমগ্ন করো—

বিশিষ্টা। আমি অতুমতি দিচ্ছি—আমি অতুমতি
দিচ্ছি—বাবা আয়—

শঙ্কর। [জগা হঠাতে উঠিয়া] ও রে কুমীর

আমার পরিচয় করেছে। মা গো, গুহে স্থান দিতে অশেষ যত্না তোগ করেছ, আমার ক্রোশে লাপন-পালন করেছ, আজ আমার জীবন দান করলে। মা, যে মহাপুরুষেরা আমার জন্ম-পত্রিকা দেখেছিলেন, তাঁরা তোমার সম্মুখে আমি অন্নায়, তেঁঁদের প্রকাশ কণাছিলেন। কিন্তু তারা পরস্পর বলাবলি করেছিলেন, আমার তাঁদের বাক্য কর্ণগোচর হয়। তাঁরা বলেছিলেন, আমার অষ্টবর্ষময়। আমি আছি সেই অষ্টবর্ষ পূর্ণ; কিন্তু তোমার আদেশ ছিল, যদি অষ্টবর্ষে আমি সন্ন্যাসগ্রহণ করি, আমার পরমায়ু বৃদ্ধি হবে। আমি এ সংকল্প অবগত হয়েই পুনঃ পুনঃ তোমার নিকট সন্ন্যাসগ্রহণের অমুমতি প্রার্থনা করেছিলাম। প্রত্যয়ে তুমি যে অমম্বাত দিতে অসম্মত ছিলে; কিন্তু মা, আমার প্রত্যয় তোলে, মৃত্যু কাল কৃষ্ণীকরণে আমার সব অঙ্গের উপস্থিতি করেছিল। উপাসনার তুমি সম্মতি দান করে

ব্রাহ্মী তিনটি আমলকী দিয়ে কান্ডে কান্ডে গলেছিল, “বাবা, বিদ্যাভা আমাদের বীন ছুঁখী করেছেন, গৃহে মুষ্টিমাত্র অন্ন নাই,—কি দিয়ে তোমার সেবা করবো?” ওনতে পাঠ, ছদ্ম বছরের ছেলে ধ্যান করে মা লক্ষ্মীকে বৈকুণ্ঠ গানে গানে তাদের ঘরে অটলা করেছে।

মা। তা না দেখি, ওরা মাঝে-পোয়ে কি কচ্ছে।
কন্যা। না ভাই, আমি দেখতে পারবো না। আট বছর ছেলে সন্ন্যাস নিয়ে দেশত্যাগ করবে, দেখে বক কেটে যাবে।

কন্যা। দক্ষিণাত্য কি ওর মা মাগী ছেড়ে দেবে?
কন্যা। শরীরের না পরিচয় করেও কখন মিলনা-করবে না, এখন অমুমতি দিয়েছে, বাক্য করবে না।

কন্যা। আমরা ভাই প্রাণ দ্বারে পারচুম না।
মিথাকপায় নরক হয় হ’তো, ঐ ছেলেকে বিদ্যা দিয়ে কি স্থির থাকা যায়?

[উভয়ের প্রস্থান।]

বিশিষ্টা। কন্যা, বাবা তোমার জন্মের যে, কান্দনা অশেষা হীন কান্দনা আর উপস্থিতি নাই। আমি পুত্রকামনা করে অশেষ যত্নাভ্যাস করেছি। আজ আমি তোমাকে ছেলে গুহে মদ্যে গৃহ হ’তে বিদায় দেবো—মা হ’তে সকলের সম্মুখে প্রতিশ্রুতি করেছি। আমার এক যত্না সম্ম করতে ভগবান কখন বলেছিলেন? আমি অভাগিনী দক্ষিণী, তাঁরই ইচ্ছা। হান বোকা। এসো বাবা, হবে এনো, আজ তোমার কোলে অন্ন ব্যঞ্জন দিই, কিন্তু কান্দনা গলে আমার কৃপোদয় না দেখতে হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।]

কন্যা। হ্যাঁ লো, কিছু তো বুঝতে পারবুম না, মাগী অমুমতি দিলে আর কনীর ছেড়ে দিয়ে?

কন্যা। বোন, সকলই আশ্চর্য্য। আজ আমার বিশ্বাস হচ্ছে, শিবের মন্দিরে যে বিশিষ্টার গুহে একটা জ্যোতিঃ প্রবেশ করেছিল, এ কথা সত্য। শরীরের সকলই আশ্চর্য্য।

কন্যা। হ্যাঁ ভাই, সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা ওনতে পাঠ। এখন একগুহে ভিক্ষা করতো, এক ছদ্মগী ব্রাহ্মীর কাছে ভিক্ষা করতে যায়,

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

শরচাচার্যের বাটা।

শর ও বিশিষ্টা।

কন্যা। মা, তোমার অমুমতি পেয়ে মনে মনে সন্ন্যাসগ্রহণ করছি, কালরূপী কৃষ্ণীর কবল হ’তে পরিব্রাজ পেয়েছি। সন্ন্যাসীর একদিনও গৃহে বাস অবৈধ; বিদায় দাও।

বিশিষ্টা। বাবা, শুনেছি, তুমি সকল লাভ পড়েছ, বলতে পারো, কি উপাদানে বিদ্যা রমণী ব্রজন করেন? মানাত্য মস্তিকার দেখ হ’লে কি এত সম্ভব? সে কি তোমার মত পুত্রকে সন্ন্যাসের অমুমতি দিয়ে জাগ ধরতে পারে? তুমি বলে যাবে, তাতেও কি যত্না হবে? আমি নি বাবা, কেন রক্ষী এত কঠিনা হয়।

শর। কথ শোক বিবাহর জননী আমার, ভক্ত গরীর, ক্ষণভা দীপ্তি ময় দশদ্বায়ী অভাস্য মানব জীবন, হুত ভবিষ্যৎ অসীম অনন্ত মেঘনর, শোক হুত আনন্দ বৈভব, অশ্রুদায়ী এ ক্ষণ-জীবনে।

বিপথী। কেন বাবা, কেন আর দু'মি
জননীকে প্রার্থনা করো? আমি তোমার
একটু নিকট শুনেছিলাম, তুমি তোমার
একটু দেবকার্যে ভুগে জয় করে জীবনের
উদ্ধারসাধন নিখুঁত থাকবে। আমি দু'মি
আবার কি তোমার আশ্রয় থাকবে? শত
চাকাতও তোমার সংবাদ কি ক'বে দেবে? যে
ক'ম আমার নিকট আসবে? অস্ত্রটি
ক্রিয়ার ভয়ে দস্তান কামিনা করে, তোমার
শেখরসম্পত্তি জ্ঞাতবর্গকে দিয়েছে, তাঁর
আবার আশ্রয়দানের আর সাহায্য করেছেন।
আর আমি বিবাহ গ্রহণী, আমারই বাঁ আশা-
করান কি, অসীমে অনানন্দে জীবন নির্বাহ
হতে পারে। কিন্তু বাবা, তোমার উদ্দেশ্য
আমার আশ্রয় হয়েছিল যে, নতুন

[illegible]

কই যে আমার কোণে শঙ্কর, কানাই কুন,
পান কড়ে শঙ্কর, এই আমার আঁচল ধরে
শঙ্কর, এই যে আমার শঙ্কর বেদ পাঠ কড়ে!

নহা। হ্যাঁ না, এসো এসো, ঘরে এসো—তোমার
শঙ্কর তোমার ঘরে, আমি তাইতে তোমার
দেখতে এসেছি।

[বিশিষ্টকে লইয়া বহুমাধ্যম প্রস্থান।]

নহা। মোছো খুঁড়ো, এ নাগী চোর! এ পক্ষশৌর্য
পাগল হয়েছে, তাঁকা আছে সন্ধান পেলেতে,
হাতারে, তাই 'মা' বলে এসেছে, খুঁড়ো, ও
মাঠে যাড়াও।

রাম। তুই যা তে বাবা, দেখতো—

নহা। খুঁড়ো, তুমিও এসো,—ও ডাকাতনী, আমি
একলা ওর কাছে যেতে পারবো না। ওঁ ভগ্ন,
পাঁজাকোলে করে তুলে নিয়ে গেল! বোঁটা
ডাকাতনী, বোঁটার সঙ্গে লোক আছে।

রাম। ওস তো—চল—দেবি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

পঞ্চম গর্তাঙ্ক

নগদা তীর—গোবিন্দনাথের আশ্রম।

ধানময় গোবিন্দনাথ।

(একবে প্রবেশ।)

শঙ্কর। যেহি এই বিস্তারিত শুক্লদেব ময়,

স-স্বরূপে অবস্থিত সমুদ্রে আনন্দ।

প্রত্যক্ষ অনন্তদেব নর-কণেবণে

হেবি স্বর নহুৎ বদন

ত্রাসিত হইল জনগণ,

তাই ধরি মানব-রুতি

ভগবান্ পাতিব্রজরূপে

বসিডেন প্রভু ময় পাতাল ভুবনে।

এবে যম কল্যাণ-সাধনে

যতিবর উদর শুভায়

গোবিন্দনাথের কণেবরে।

তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,

পরব্রহ্ম মানব-সরীসে,

কহি নমস্কার পত চক্রে-অমৃত,

অজ্ঞান-জিমিরে অন্ধ যখন আমার,

জ্ঞানান্তরে দিয়া চকু পরিষ্কৃত প্রদান,

অবগীর্ণ ছািব ভববান্

কল-কণা কানির বিজ্ঞান।

(সমীক্ষা করিয়া প্রস্থান।)

শ্রী। বাপু, কান্দ আসবোনা কান্দ

শঙ্কর। প্রাণায় যজিনের—আমার—

মাগমন করেছি, কিন্তু—

স্বর্গীয় কণা—

কহি।—

প্রদান প্রদান।

কহি।—

যেন চক্রে—

একান্তে—

অনিন্দিত—

উপলব্ধ—

হেহি—

এক—

প্রদান—

প্রদান—

প্রদান—

প্রদান—

প্রদান—

প্রদান—

প্রদান—

প্রদান—

প্রদান—

প্রদান—

প্রদান—

প্রদান—

প্রদান—

(নগদা শঙ্করের কমণ্ডলু-দ্বারা প্রবেশ।)

গোবিন্দ। (চকু উন্মীলন করিয়া)

বৎস, মুক্ত কর নন্দ্যাদ,

হের জনার ব্যাকুল শঙ্করে,

জল বিনা জাতিবে জীবন।

(শঙ্করের নন্দ্যাদকে মুক্তকরণ)

কহ যৎ, কেবা তুমি, কি নাম তোমার?

শঙ্কর। নাহি-রূপ, নাহি-নাম, বা বা উপাধি,

জ্ঞানময় শিখর স্বরূপ আমার।

গোবিন্দ। প্রত্যক্ষ হইল মম ব্যাধের বদন।

অবগত হইয়াছি প্রিয়ে তোমার।

শিব-শিবোক্তাবিহারিণী শ্রবণদ্বী
উত্তরবাহিনী বেড়ি পুরী মেথলা বেহাগি।
কুতারা—কুতারা গর-জনম আমার।

(সদলে চণ্ডালবেশী মহাদেবের তদনুগী কুকুর
চারিটি সহ প্রবেশ।)
(সকলের গীত।)

ভরপুর নেশা কেন করবি ফিকে।
এটা সেটা তটো দিকে দেবে।
মজা তো মজা আর ফিকে বেগলক,
পুরা মজা নিয়ে থাক না মল্লকল,
জাকা ভেঁকা পারা চান্দে জুল জুল,
আপনা মজাতে মেজ পুরা দেবে।
বে-মজা আসবে তো দিবি ফিকে ॥

শঙ্কর। এ কি বিয়! সুরাপানোয়ত্ত চণ্ডাল-চণ্ডালিনী
কুকুর সমভিব্যাহারে পথ রোধ করেছে, (প্রকাশ্যে)
আরে চণ্ডাল, এ কিরূপ তোমার আচরণ?
গদ্যমানের পথ রোধ করে উনাতের দ্বার দৃষ্টি-
গীত মগ্ন আছ। তুমি অশান্ত, পথ দাও, দ্রুত
গমন করো।

চণ্ডাল। (কুকুরকে ধাক্কা দেয় করিয়া) ছাড়ে কেবো,
এটা কে বটে রে?

শ্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

শঙ্কর। আরে বর্জর, তুমি মপায় মপায় কল না।
দ্রুত গমন করো।

চণ্ডাল। (অত কুকুরকে সাহাবন করিয়া) কি
সদলে বে গ'মো, কি বসছে বস কপতে পাচ্চিস?
হামি ত পারটি। এটা মদ পেয়ে কি মাংস-
ভাবন দকে রে?

শ্রীগণ। আরে কি বকে রে—কি বকে?

* [শঙ্কর: (খিঃ) এ সুরাপায়ী ত গদ্যমানের বড়
বিয় করলে। (প্রকাশ্যে) রে চণ্ডাল, দ্রুত পথ
মুক্ত কর—দ্রুত বা।

চণ্ডাল। আরে এটা থাপা পারা। দেখছ কেনে?
তোমার বাতটা ত বসতে লাড়ি।

শ্রীগণ। আরে কি বলে রে—কি বলে?

শঙ্কর। উন্মত্ততা পরিহার কর—দ্রুত বা।

চণ্ডাল। দেখছি তো সন্ন্যাসী, শেকেন তোমার
আকলতা ত দেখি না। সন্ন্যাসীরা করে
পেরফিকে ভোগা দিলে পেট চান্দা। (কুকুরের

প্রতি নির্দেশ করিয়া) এই কোলা-কলার খসড়া
বা আছে, তোমার তা মাথায় নেই। তুমি কি
নেলাপেলা বাৎ বসে বসে?

শ্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

শঙ্কর। (অগত) এ বর্জরের আচরণ কোম সাধারণ
করা কঠিন। (প্রকাশ্যে) দ্রুত আমার নিকট
হাতে দ্রুত অবস্থান করো।

চণ্ডাল। আরে কেনম দারা বাৎ বসে রে? ইং রে
কোলা, তোমার আঁতের কথা জাম না, মদ্যাদী
হয়েছে। কে কাকে কোথায় পরচে বসছে
নে? ইং কোলা, ইং রে দারা, অমন কোক
ছেড়ে কোদার দাব রে? ওরে চৈতন্যকে জ্বা-
করে রে! দরফিও অবত জাননা দপটা ঢেলে
না, জজ্বাকে জ্বা কলত চাও! চৈতন্যকে
কারাক করত। এ কেনম দারুণী রে? এর
আকলতা ত দেখি না।

শ্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে?

শঙ্কর। (অগত) কে এ চণ্ডাল, এ যে বেদনির্ঘটি
বাক্য প্রয়োগ হচ্ছে! চণ্ডালের মুখে এ কি
বাক্য! মজা—অসম, মজা, অধিকার স্তবধর
প্রকল্পিত ত দেখি না।

চণ্ডাল। আমার খোড়া খোড়া আকল বাকি আসছে
রে কোলা। আরে বলো, তোমার আঁতের বাতটা
দমজ করিয়ে দে।—বল তো—গদ্যাদীনে পুষ্টি
আব ইন্ডিরার দরপা যে পুষ্টি চমক, এ কি
জ্বা পুষ্টি? এ বাতটা বসে না। বুঝে না,
সোনার কলসীর বিড়ি দার কাঁচির ইন্ডির
বিড়ি আকাশটা জ্বা জ্বা বসে! ও তো
কারাক দেখে—এক দেখে না। ও কেনম
সন্ন্যাসী রে?

শ্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

চণ্ডাল। কি অধিনান রাখে রে! এ চণ্ডাল, এ
সন্ন্যাসী এ কি বসে রে? আধারে এককে
নানান্ দেবে, উজিকেক কপা দেবে, দাভিক
গাপ দেবে,—এক জানে না, জ্বা জ্বা জানে।
—তুই কেনম দারুণ রে?

শ্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

শঙ্কর। সাহাবন, কি হেতু ছাড়া অগত বসে।
দেখ পরিচয়, কোন মহাশয়
উদয় লক্ষ্যে মগ্ন।

011111 1111 1111 1111

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(१५३)

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

মহাকাব্যভার—বর্ষা-শস্য

জানক্যোতি বিহীন বরষাভরে ;

বর্ষাপরতার কপট ক্যাথার

শান্তমণ্ড আচ্ছন্ন ধরায় ।

তব তব করিতে প্রচার, জীবের উদ্ধার,

বেছার সে মহাতার করছি গ্রহণ ।

উচ্চ প্রয়োজনে আবাহন করি তোমা সবে,

এস, এস, বিলম্ব না সহে আর,

অনাচার ব্যাভিচারে কলুষিত ধরা !

মনমন । এই যে যতীশ্বর সর্বস্ব তেজঃপুঞ্জ

মহাপুঞ্জ গুরুদেব আনন্দের সমুদ্রে ।

অকিঞ্চনে চাহ পোহ করণা-নরনে ।

দাবদ্য শশকের প্রায় ভ্রমি এ ধরায়

শান্তিহীন দ্বিতাপ-নীড়িত ;

বিপ্রহুগোস্তব দীন দাস—

কাবেরী তটনাগটে জৌনেশবাসী,

আশ্রিত বরণাগত কর রূপা দান ।

মনন । বৎস, তব দর্শন-রাশির

প্রতীকার বহুদিন আছি কলিগমে ।

শান্তিনীতা বৈরাগ্য তোমার,

বিবেক বৈরাগ্য তব মাখী

বিরক্ত সোপানী তুমি ;

মাহাত্ম্য তোমার,

বহুকারী করিব সিকার ।

‘তবমণি’ মহাবাক্য করহ গ্রহণ ;

নরক ত্যজিবে দারারণ তুমি আজি ।

যথায় ভ্রমিলে—তব অত্যাচার-পরশে

জীব মিল্ল হবে ;

রূপার তোমার,

অজ্ঞানতা-অন্ধকার হবে বিদূরিত ;

জানচক্ষুসে—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম করিবে দর্শন ।

মনমন । গুরুদেব—গুরুদেব—পতিতপাবন নয়াময়,

মিষ্ট প্রাণ, নবীন জীবন দান করহ কৃপায় ।

মনন । এস বৎস, ওই বটুকুলে আসিন আবার,

মানন্দে করিব লোহে শাস্ত-আলোচনা ।

[উত্তরের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক

শব্দমালাধার বাটার প্রবেশ ।

(জগদ্বাথের প্রবেশ)

জগ । বামুনপুত্রের আঙ্কেলু দেখ দেখি, বাড়ীতে

অতিথি-পতিত জেরে না, ভারতে নাবছে, মাগীর

পৌতা টাঙ্গা আছে। মাগীরে তাড়িয়ে তাই

লিখে। মাগীরে তাড়িয়ে এলে হাতাতাল বাড়বে।

নি—বা থাকে বরাতে শেষে । সর্ব্ব দিগে গেল,

তাতে মন উঠছে নি ।

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা । কে রে, কে আমার মা বঁচে ডাকল ।

শব্দর এলি ?

জগ । (স্বগত) ইস, মাগীর আর-বাঁচবার ব্যায়

নেই। ব্রহ্মদত্তি মাগী এসে যে ছুটি খাওয়াতো ।

সে বেশ ভুতের ভূত, আমি তাকে খুব ভালবাসি

—তবে একটু ভয়ও লাগে ।

বিশিষ্টা । বাবা, এসো—তুবি যে অনেকদিন মা বঁচে

ডাকো নি, তোমার চাদমুখে মা বঁচা যে অনেক-

কাল শুনি ।

জগ । মা মা—তুই বাড়ীর ব্যাকে আমবি ? চান

করবি ? আর কেননা, একটু স্বাকার দাবি,

দর বঁসে কি করবি ? চান করবি আর, আর,

আর—

বিশিষ্টা । বাবা, আমার শর এ বাড়ী ছেড়ে যাবে

না । সে এখানটি না হলে বসে না, এখানটি

নইলে তার পড়া হয় না, এখানে সে শুভে ভাল-

বাসে,—এখানে বঁসে দুটি খায় । লোকে বলে,

বিষ্টা শিখেছে—কিছু বঁচা যেতে জেনে না

আমি না থাইছে নিজে খেতে পারব না । আমি

আবাগী খানে গিরেছিলুম—ইননে দেবুবে

এসো না, যেমন অন্ন, তেমনি খাও মাছ, বাছা

খেতে পার নাহি ।

জগ । এঃ মাগী একটা ভাত দাঁতে কড়াইতে—দুঃ

ভোর ল্যাখাপড়ার মুখে ছাই । আনন্দের বঁচা

বরে ল্যাখাপড়া শোনে না—বেশ জমজম করে

মাগছলে যে নাই, তা হলে কি খাও তোর

বিষায় সকাহ—পুথিখো হলে খাও

কিছু । বামুনপুত্রের ওই হুঁ হুঁ করে

আমাদের কাম্যাপত্তি। শিখোত না। কাম্যাপত্তি
হোককে শিখায়, আর আপন না করে।

(মহামায়া প্রবেশ)

হ্যাঁ গা, তুমি বেশন ~~কর~~ গো—কেন বেকসুর
বরের মেয়ে গো? মাগী ব'লিন আর নি, তা
দেখ নি,—আর 'না' ব'লো মেয়ে মেয়ে এসো।
বাও—পারো ছুটি খাওয়াও; আর দেখ—
জাত-জলান মাগীকে বাড়ী থেকে খো
সেবার যোগাড়ে দিচ্ছে। চাষের জমী নিয়ে মন
উঠে নি, দুটো খেতে দিতে দীর্ঘ মেয়েছে। তা
নেই দিগ্গকে, তো মাগীর ভূত বেড় খাচ্ছে।
অতিশ-পতিত নাগা-ককট কেউ তো চোরে নাহ,
তা দেখে পাড়ার কোক বুক কেউ মচ্ছে। ব'ল
কচ্ছে গো, নাকি তুমি তুমি, ব'লেছে
এসবে।

মহা। মারুক, কার শাপ মারে এখন কোন
আজ্ঞা?

জগ। বেশ-না, আমার দেখে শুনে চিনে গায়ে,
বাক্য-বাক্য একলা চক্কো ব'লি থেকে আসে,
আমার হাতে চোপে নি। আর আর একটি বসিন
আনা করাও, ছুটি রান্না-বাংলা ব'লো।

মহা। তুমি গাও, আমি খাওয়াচ্ছি।

জগ। হ্যাঁ দেখ বাবা, তুমি তাই বেকসুরতার বরের
মেয়েটি ব'লি, কিন্তু তোমার ভূতুড়ে তাবটি গেলো
নি। ও বেটার শোকে প্রাণ ছাড়বে, আর বুক
রাণো?

মহা। তুমি ভেবো না, আমি খাওয়াবো।

জগ। শোন—এখন পরামর্শ করি।

মহা। কি?

জগ। তুমি আমার হাতে চাপতে পারো? তা হ'লে
আমি তো তোমার গলায় কবলে দিড়ে থাই।
আর দেখ, তোমার সঙ্গে আমার এই কথা,—
আমার কেউ কোথাও নাই যে, এখা এনে
আড়ান-কোড়ান করবে। তুমি প্রাণনি ছেড়ে
দিয়ে বেও।

মহা। কুসমখ, তুমি আমার ভয় ব'ল কেন? তুমি
যাকে ভয়বান,—আমি তোমার উপর বড় দরু,
আমি তোমার বড় ভালবাসি।

হ্যাঁ দেখ—ভালবাসার কাছ নেই, তুমি নাহ
শোক-বরটা রেখো, আমি পালপালকে এক
আবর্তা কেলে ছাগল মোগাড় করে
খাওয়াবো।

বিশিষ্টা। বাবা, বাবা—আমার গদর ছেড়ে কোথায়
গেলি? আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারি
নি। আমি যে চারকি অন্ধকার দেখছি, আর
বাবা আর।

না—না—কেন কীছ? তোমার পুর
আমার শিখ পড়াতে দেখে এসুম।

বিশিষ্টা। বাবা—কখন আসবে? সে যে ব'ল
তাকে ডেকে আসো।

মহা। না মা, সে এখন শিশুর পাঠ দিচ্ছে—সে
কি এখন আসবে? তার বি এক আন জন শিখ
সে, পড়ান শেষ করে আসবে? সে তোমার
কেতে বসেছে, তোমার পোষাদ দিয়ে বাগে, তবে
সে থাকে।

জগ। (খগত) হ্যাঁ—সকাল রাখে। এই যে কাগী
খেতে লোক এরাছে, তার মুখে জন্মম, বুকে
বাক্য-বাক্য পোষ শিখি লোক হয়েছে।
(প্রকাশে) তা! গা—তুমি কি ক'রে জামসে?

* (মহা) আমি যে এই দেখে এসুম।

জগ। (খগত) হ্যাঁ—এই চলে যাওয়া-আসা করে।
(প্রকাশে) তা! হ্যাঁ গা, একদিন গাছে চাপিয়ে
ছোলাগলে এনে না, মাগী ছা-ছাশ করে,—
দেখিয়ে নিবে তো না।

মহা। সে অন্ধকার না, আমি তো তার পদম এনে
কোজ দিছি।

জগ। তুমি তার কাছে যাওয়া আসা কলো নাকি?

মহা। আমি যে তার কাছে নিরত আছি। আমায়
যে অভয়, আমি যে তার শক্তি, তাকে ছেড়ে
তো আমি একদণ্ড থাকি না।

জগ। এ! তার কাছে আর তোমার পেস্কে হর
নি। সে—সে কখনের বামুন লয়, আরিগী
ঝাড়লে কাউকে হারি উঁকতে হবে নি।

মহা। সে কি? আমি যে তারে ব'লি বুজা করে
দেখাই।

জগ। এই নাচন-কীদন তুমি—সে চিড়িগাফা
ছাড়বে, তার বাক্য-বাংলা তার কাছে দেখতে
থাকবে।

মহা। আশিকৈ জানো ?

জগ। তুই বৰি কই ? আমি তো এওঁতে এওঁতে
তোৰ গাই-গোজ জানতে চেয়েছিলুম, আমি
বাৰ গয়াই গিছে তোৰ পিণ্ডি দিতে চেয়েছিলুম,
তা তুই বৰি কই ? তা না বগেছিস নেই
নেই, তুই যে এই বাগীকে দেখিস শুনি, এইতে
মনে কৰি, তুই বাপেৰ ঠাকুৰ পেজী। তা দেখে,
ছেলেৰ শোকে যা দেখছি, মাগী আৰ দিন
কতক ঠেকে, তাৰ পৰ তোৰ পুৰী হয়
আমায় বৰিস্— আমি তোৰ পিণ্ডি দেবো।

মহা। যে হাতে পড়েছি, আমার কোটিকটেও
নিস্তাৰ নেই। চকল হয়ে বেতিয়েছি, বেড়াছি,
বেড়াবো।

জগ। আজ্ঞা, তুই কে ?] *

মহা। আমায় চিন্বে; আমি গোমায় পৰিচয়
দিয়াছি—বুৰতে পায়ো নি। এখন বুৰবে—
তখন চিন্বে।

(শব্দ)

যে আমায় চেনে, আমায় জেনে আপনি থাকে না।
বদাই জানে, যেন শুনে মনে থাকে না।
আমায় জানতে পাৰে, তাৰ কাছ পাৰি স'ৰে,
এই ধৰে ধৰে থাকে নাহে, দেখে দেখে নাহে।
আমায় জানতে আশি, খোকা হুগে কাৰা-হাসি,
কত দেখে কত চোখে, খোকা দেখে নাহে।

অগ। ভুতুৰে গানও গান মিটি।

বিশিষ্ট। না, দেখ দেখ—ছেলে-বুৰি কি না,
শব্দৰ আমায় শিব নেজে এসেছে। আহা, দেখ
দেখ—আত্ম-বিভূতিতে বাছাৰ যেন কপোৰ
শৰীৰ হয়েছে। আ মৰি মৰি—কি জটাভূটখাৰী,
কি অন্তৰ কলাটে শিশিলো একেছে। কি
উজ্জল চোখেৰ দীপ্তি। সব ক'ৰে কপালে আৰ
একটি অন্তৰ চোখ একেছে। ও মা, ও মা—
কি কৰে গো—বুড়ো মিলেগোলাৰ আক্ৰম
নেই গা, ত্ৰিকোণ মিলেগা আমায় বাছাৰ
অকল্যাণ হবে বোবো না! দেখ যা দেখ মা—
বাৰণ কৰো, আমায় বাছাৰ পায় যেন দ্ৰিষপত্ৰ
দেখ না। কই যে—কই—আমায় শব্দৰ
কোখায় গেলি! বাছা, দেখে যা, পল আমায়
বুগা জ্ঞান হচ্ছে, কেঁদে কেঁদে চকু জ্বল হয়েচে,

চকু বিনা আমায় দশপক্ষে শব্দ। আৰ বাছা—
আমায় অকল্যাণেৰ নিশি ধৰে আৰ। এই
আমায় বাছা এসেছে—ওই যে—ওই যে আমা
মা ব'লে ডাকছে।

[বেগে বিশিষ্টাৰ গ্ৰহণ, ভাষণকাণ্ড, মহামায়
ও জগদীশ্বৰেৰ গমন।

তৃতীয় গর্তীক

বাৰাণসী—গঙ্গা-তীৰস্থ শব্দবাচ্যেৰ আশ্রম-সমূহ।
গণপতি ও শাস্তিৰাম।

গণপতি। সমস্মনেৰ প্ৰতি প্ৰবুৰ সৰ্বাপেক্ষা প্ৰেম।
তা উনি ইচ্ছাময়, উনি সব কামতে পায়েন। এ
দিকে অনাচারী দেখতে পায়েন না, কিন্তু সম-
স্মন যে অচোৰমুঠ, তা দেখেও দেখেন না।
শীতল হয়ে এক দিনও গঙ্গা-তীৰ কৰে না।

শাস্তি। বড় কিংকি। শিপেছে, বড় কি জানো,
জগদেব বলেছে, "শিখা আৰ আশি এক।"
জগ-গঙ্গা এক—তা আমায় জ্ঞানি, তা আমা-
দেৰ অত মিলে বাছা, আমায় গঙ্গা-তীৰ না
ক'ৰে তো বিশ্বকৰ দৰ্শনে নেচে পাৰি বো।

(শব্দবাচ্যেৰ প্ৰবেশ)

শব্দৰ। সমস্মন কোনা গেল।

গণপতি। (জগদীশ্বৰ) পদকে এওঁৰ দেখেছেন।
শাস্তি। আজ্ঞে, আপনি যে, পদকে কি কাৰ্য্যে
পাঠিয়েছেন। ই যে—পদকে এসে সমস্মন
দাঙিয়েছে পদক হাতে পাক্কে না।

শব্দৰ। সমস্মন—সমস্মন; শীঘ্ৰ এসো—সমস্মন,
এসো—এসো।

সমস্মন। গঙ্গা-তীৰ পদকৰ চহতে হুগে পদক
কপায় ভবসিদ্ধি পদক হুগে, তিনি অকল্যাণ
কচেন আমায় দশপক্ষে মৰি পদক হুগে পদক
ক'ছি।

শব্দৰ। সমস্মন, এসো—

সমস্মন। বাই পদক পদক—পদক ওকলো।

(গঙ্গায় অশ্রুভৰণপূৰ্বক প্ৰবেশন পদক সমস্মন
প্ৰতিশব্দৰূপে পদক পদক পদক)

গিরীন্দ্রাবলী

১। বৎস, দেখ—দেখ—আচ্ছা!—
সনন্দনের সম্মিলনের নিমিত্ত নদীবেগে পথ
শুটিয়েছে।

সনন্দন। (নিকটবর্তী হইয়া প্রশ্নপূর্বক) প্রভু,
কাদের প্রতি কি আশঙ্কা হয়?

গণপতি। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জনা করুন।
(সনন্দনের প্রতি) ভাই সনন্দন, ঈর্ষান্বিতঃ
তোমার কতই নিরাশ করিয়াছে, এতে গুরুদেবের
নিকট অপরাধী হয়েছি, তোমার কৃপা না হ'লে
সে অপরাধ মার্জনা হবে না।

সনন্দন। কেব ভাই—কেব ভাই—মিনতি কচ্চ?

ভাই ভাইয়ে তো প্রেমের কলহ অনেক হয়।
গুরুদেব যখন তোমাদের দ্বন্দ্বব্যাখ্যা করেন,
আমার মনে ঈর্ষা হয়, প্রভু পুণি আমার গুরুপ
ব্যাখ্যা করে এমন না! কিয় পুত্রের প্রতি
পিতার সমান কৃপা, আরও অজ্ঞানতা বশত,
বুঝতে পারি না। মাতা পুত্র কখন পুত্রের
কিরূপ আহা—বিহারে ব্যস্তাবসিন হ'বে, তাঁর
ব্যবস্থা করেন, গুরুদেব সঙ্গপ অধিকারিতভূম
জান-স্বরা বিতরণ করেন। ভাই, এতদা—আমরা
গুরুদেবের কথামনি বরি।

সন্তানে। স্বয়ং গুরুদেবের কথায়।

গুরু। বৎস সনন্দন, আজ হইবে তোমাদের মহাপদ
বাসী নদীবেগে। বৈরাগ্যের নিঃসঙ্গতা হইয়া,
কি আশ্চর্য গুরুভক্তি! তোমাদের গুরুভক্তিতে
আমার ইচ্ছা হয়। সন্তান তোমাদের আশ্রয়
যে এমন করবে, ভাবনা—

(ছদ্মবেশে বসন্তদেবের প্রবেশ)

বসন্ত। অহে, এখানে কে আসিয়াছে? সনন্দন, তুমি
না? তিনি না বৈরাগ্যবৃত্তির ভাব্য? বসন্তদেব
তিনি কোথায়?

গুরু। প্রভু, বসন্ত আসিয়াছেন বসন্তদেব।

বসন্ত। কে—তুমি—তুমি ভাবনা? তুমি বসন্ত
গুরুদেবের কথায়? বসন্তদেবের কথায়? বসন্তদেবের
কথায়? কি?

গুরু। বসন্তদেব—বসন্তদেব কি? বসন্তদেব
মহাপুরুষকে কি ভাবনা? বসন্তদেবের কথায়?

বসন্ত। ভাই ভাই—বসন্তদেবের কথায়? কি
বসন্তদেবের কথায়? বসন্তদেবের কথায়?

গুরু। প্রভু, যে সকল গুরুদেবের
ইচ্ছা অনুগত আছেন, তাঁদের আমি আশ্রয়
করি। আমি তাঁদের অনুগামী, আমি ভাবনা
কায় বলে স্পর্শ করি না, মহাপুরুষ গুরু
এই করে প্রশ্ন করেন, আমি বসন্তদেব উত্তর
দিতে প্রস্তুত।

বসন্ত। ভাই—ভাই, আমি তোমার ভাবদর্শনে
উৎসুক। আমার অনেক প্রশ্ন আছে। এই
হানেই কি আমাদের প্রণোত্তর হবে?

গুরু। কৃপানিধে, যদি পদার্থে আমার আশ্রয়
পবিত্র করেন, দাস কৃতার্থ হব।

বসন্ত। ভাই ভাই, তোমার আশ্রয় উত্তর স্থান।
[শঙ্করাচার্য ও বসন্তের প্রস্থান।]

সনন্দন। ভাই, এ দুই ভাবনা কে? কোন ভাবনা
মাত্র কক্ষি নিশ্চয়; নচেৎ গুরুদেবের কথায়
প্রতি জগদ্বিত্যাত, কোন মহাপুরুষ ব্যতীত
এই সহিত তর্কে অগম্য হইত সত্য কথ
দৃষ্টব্য নয়।

গণপতি। তোমার ওই কথন—চারিদিকে বসন্ত
পুণ্য দেখছ। ইদানীং কিছু বাড়িয়াছে—
বাগিনী দেখছ, সিদ্ধচারণ দেখছ, গজানা
দেখছ, তোমার সমুখ দিগেই দূর বিবেকের দর্শনে
গার, আর তো তাদের বিবেকের মনিত্তে বাবার
পথ নাই।

সনন্দন। ভাই, আমার সামান্য দৃষ্টি, মহাপুরুষের
বদিক আমাদের হিতার্থে আমাদের নিকট সর্বদা
আগমন করেন, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা
বুঝতে পারি না। চা না—শোনা বাক—
কিরূপ পূর্বপক্ষ সিদ্ধান্ত হয়।

গণপতি। আর কি উল্বে, হৃৎকথায় গুরুদেব ও
বানিত্তে দেবেন।

সনন্দন। না ভাই, আমি বড়ই উৎসুক হইছি।

গণপতি। আরও যেও এখন—শোনই না—কি
বুদ্ধিক্রিকে কবলে, বসন্ত? নদীর জলে পদ্ম
ফোটিলে কি ক'রবে?

সনন্দন। ভাই, আমি কিছুই জানি নে। গুরুদেব
জাজ্ঞা করলেন, আমি চলে এলাম।

[সনন্দনের প্রস্থান।]

গণপতি। হা! দেখ—বুঝে—বুঝে না! গুরুদেব

কলমে কলমে করিতে আমি সাহসী হই
কিঞ্চিৎ দাসের প্রতি রূপা প্রদানপূর্বক
আমার ভাবের সংস্কার করুন।

এস। ভাষের সংবাদ তব পাই শিরশে কৈ

চুজে র হৃদের ভাষা আছে কলমে

তোমাকেই সঙ্গ করিব।

সদমর্ম প্রচারণে তব আগমন

অভিলাষ পূর্ণ বৎস হইতে দেখে

হৃদে র হৃদের ভাষা করিল বচন।

শব্দ। প্রভু,

কাব্য যদি পূর্ণ মন দখলিওনে,

পবন, সুখসান হইলে নিশ্চয়।

রূপার করন দখলি অপেক্ষা করিয়ে,

জাহ্নবী সলিলে আমি করি তব ত্যাগ।

বাস। অষ্টবর্ষ গঙ্গায় করিয়ে প্রভু

এসেছিলে বরাহনে।

স্বর্গব্যক্তি যদি আসি দ্বাদশ প্রদেশে—

বৌদ্ধ বৎসর পূর্ণ যদি তোমার,

হয় নাই কার্য অবদান।

মঙ্গল আদরন যদি উচ্চৈঃস্বরে—

দেবীলা বর দরশন,

কেবা তুমি, দেহে দি কাভে,

মহামাভে বোপায় কে বনে দেবগণ।

শিবকে প্রভু তব প্রকাশ দরবে,

কিঞ্চিৎ হবে মনে দরবে তোমার।

হেতু প্রকাশে—

বৌদ্ধগণ বিনাশ করণ,

শিবকে করিতে প্রকাশ,

কাজিকের অবতার শব্দ-আদেশ,

বিখ্যাত ধন্যতবে কনারিল নাহে।

যবে তুমি দেবে দরশন,

করিবেন বরদান স্বর্গে গমন,

শক্তির কয়েকেন তব প্রকাশ।

স্বয়ং বঙ্গা শিব তব মনে দরশন,

কাজিকেরাও বৈ আচার্য প্রকাশ,

গার্হস্থ্যের প্রদত্তক—

নিবন্ধিত অনাদর তাঁর।

গঙ্গায় করি তাঁর,

শব্দ নহে 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান করি দান,

জানকাও মাহাত্ম্য প্রকাশ' শব্দ।

জানলাভে করকাও আশ্রয় কেবল,

যুক্তিপ্রব কলম কর নহে,

করহ প্রমাণ—

শিবের করি 'তত্ত্বমসি' দিবাজ্ঞান দান।

নারীকণে সবসত্তী পৃথিবী তাহার,

দ্বাদশে বদ্ধ দেবী তব প্রতীক্ষায়।

আমি কি কম বরে হইক তোমার,

বৌদ্ধ বৎসর রহে অধিক সংসারে।

নাশিকতা পুণ্যভূমে হোক বিদূষিত,

নাহে বেদকাণ্ড হোক নাশ,

কৈত দমন, পাণ্ডাচার-নিবারণ

বৎস প্রভাবে তোমার;

জ্ঞান দ্য হোক প্রকটিত,

নাহে উচ্চল হোক গৌরব-প্রভা

শব্দ। প্রভু, বর প্রদান করুন, আপনাব পত্নি

জামাব ভাষা বৈ লোকসমীপে পৃথিবী হয়।

বাস। ভাষা।

(অন্তর্দান)

শব্দ। কৃতার্থোহম্—কৃতার্থোহম্!—(শিবগণে

প্রতি) বৎস, তোমরা পঙ্কত হও, অজই আম

প্রকাশ্য দ্য করবো।

শব্দ। প্রভু, মেরুপ রাজ্য।

শব্দ। যদি অহমতি হয়, একবার নগর-প্রতি

বন্দ করি। অতি মনোহর স্থান, যে

তাপোবন।

শব্দ। বৎস, একপ কৃত্তিম তাপোবন একশে তাঁর

বর্ষে অসংখ্য, এই সকল প্রচুর বৌদ্ধগণে

আবাস। ব্যাভিচার, অনাচারের বিনাশভূমি

তুমি অগ্রসর হও, আমরা ঐ পথেই গমন

করবো।

শব্দ। প্রভু, যদি একপ কৃত্তিম স্থান, তাহ

আমাকে একক অগ্রসর হ'তে আজ্ঞা কর

কেন?

শব্দ। বৎস, কি বিরাট অত্যাচার-দমনে

নিমিত্ত দেবদেব আমাদের উপর ভাষণ

করেছেন, তা একাকী গমনে তুমি প্রত্য

করবে। আমি থাকিবে তোমার পাশে পদ

হাচ্ছি।

[স্বপ্নের প্রকাশ]

गङ्गात्रयं

चतुर्थं गर्भाक्ष

अथ गीताश्रयः । ५

১২. বৌদ্ধ-বিশ্বাসিক ও শিষ্যগণ ।

विद्युः आपानात् दि कदाः विद्युः । ए कदाचि
 ये आपानात् कदाचि शत, ए आपानात् कदाचि
 विद्युः । विद्युः शत । आपानात् कदाचि
 विद्युः कदाचि विद्युः कदाचि कदाचि ?

কাজ। তাহা, তাহা—তারি, তাহা—
 শক্তি তাহা—তারি, তাহা—
 তাহা—তারি, তাহা—
 তাহা—তারি, তাহা—

পিতা। অমর কন্যাপুত্রীও বড়লোক। যদি আজ্ঞা দেন,
তখনই প্রস্তুত থাকি। কুমারীকে লবের প্রভু
আজ্ঞাই বিধায় করুন।

কাপা। আমার অসীতিবৎসর পরাক্রম অতীত হয়েছে। সেই সকল বানিকের স্বর্ণগিণ্ডে যে সমস্ত সুরা প্রস্তুত হয়েছে, সে সুরা উপস্থাপি একপক্ষ পান করেও আমি প্রকৃত যৌন লাভ করতে পারি নাই। আজ যে যমজ শিশু তাদের মাতার সহিত আনীত হয়েছে, তাদের বক্ষের উষ্ম শোণিতে সুরা প্রস্তুত করে পান করি, দেখি—বলি সবল হই।

শিখ্য। কেন প্রভু, চণ্ডালের হৃৎপিণ্ডে বেঁটন
হুঁরা প্রস্তুত করেছিলেন, তার তো আশ্চর্য্য
শক্তি রাজ্য করেছেন। অথ সেই হুঁরা গান
কখন, আমরা আপনার প্রদামভোজী, কুমারীর
আলিঙ্গনতৃষা দিন দিন বড়ই প্রবল হয়েছে।

কাপা। কুমারীকে আজও আমাদের কার্যতৎপরতা করা হয় নাই। যদি তোমরা নিত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে থাক, দেখি মুরা ও মঙ্গীতপ্রভাতে আমরা আশিষ্টনে কুমারী পূজা করা হয় কি না। নর্ভদ-নর্ভকী ও উল্লীপক মুরা গায়ে এসে, আর কুমারীকেও আনন্দন করিতে বল।

विद्युत्. अथ. आर्य. मकर.

कवच आभनः ६ शास्त्रा अंगेना ।

(शिवजीन धान! नक्षत्रक वन)

। इहं जन जीनोकेव एक कुमारीक तर्क प्रवेश ।

[मरुत ६ मरुकीश्वर यशस्य भूषण आभरण]

১ম জী। (কুমারীর প্রতি) বসো, এইখানে
বসো, এখনই স্নেহী-শরীর লাভে কবোঁ।
তোমার প্রতি প্রেমের বড় রূপা সেই জন্ম
তোমার প্রাণে, সঞ্ছিন্ন করবোঁ।

কুমারী। কি বলছ ? আমি ইউরোপের বিভিন্ন
এসছি। আজ পূর্ণিমা, আজ ইউরোপ
কবাবে—গণিবাজ আমায় নিকট প্রতিশ্রুত।
দানিলী বজবেন, একপ অল্পচিত্র দেখা কি ছাড়া
বলছ ? আমি চিত্রকুমারী-এত অবলম্বন করেছি
ইউরোপে চিত্রজীবন অতিবাহিত করবো।

রা দ্বী। বালিকা! পূজার বিধি জানেন না, দেহ-
নামে যেমন পূজা হয়, সেকণ্ঠ কি অপার পূজা
হ'তে পারে? ইনি তোমার ইহা এখনই
বুঝবে যে, ইনি ময়ূর, নন, নক্ষত্রী দেবতা
চরণাবৃত পান কর।

କୁସାଣୀ । ନା, ଆସି ହେଉନ ବାଣୀତ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ
 ନାମ କରନ୍ତେ ନା ।

काष्ठा । वास्तु हवे न, आभार प्रसाद पान करे

(নষ্টক-নষ্টকীগণের নৃত্যগীত)

শ্রদ্ধা কাননে--

চোখে চোখে মুখে মুখে থাকি হ'বো ।

ସବି ଆନନ୍ଦ କ'ରେ, କହୁ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ,

তারই লোহাগে মাতি হৃদয়বাণে -

कठ आश-पिराम जाणे :

মৌহে মৌহা চাহি কহু নাথি যেন ।

বঙ্গবন্ধু তত্ত্বাবধায়কতা আইন, ১৯৭৩

कापानिक । (कुमारीर प्रति) अनाम नाम कः ।

কুমারী। এ কি কুংসিত পদার্থ। এ কি কুংসিত
নৃত্য। আমি একেই জানে না।

शिवा । (अनास्तिके) प्रह, महत्त्वं भवे न
महत्त्वं भवे न । दिव्यधिकः भवति कदाचित्

কাল্পনা : সত্যাবাহনিত সমস্ত কাল্পনিক চিত্র
 যাক্রমণ্ডে : কাল্পনিক কাল্পনিক চিত্র

• ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময় এইরূপ বৃন্দিত-
প্রকৃতি অনেক কপটচারী বৌদ্ধ ভারতের নামাধানে গভীর
ভাবে অবস্থান করিয়া জ্ঞানের প্রকাশের ভারবাহী নিরুপ-
শাঙ্কিত।

নরখুড় সেই শৌণ্ডিতের ফোটা লম্বাটে দিচ্ছে
বুঝ হবে। আর সেই চণ্ডাল-বাসনকে বইয়ে
এনে সমুখে বধ করো।

[চরিত্র শিরোনামঃ—]

(মৃত্যু গীত চলিতেছে, এমন সময়ে বাতাস
সহিত বয়সশিশু ও চণ্ডাল-বাসনকে বইয়ে
শিখার পুনঃ প্রবেশ)

না। নাও, চণ্ডালদ্বিত পান করো।

(বয়সশিশু-বাতাস চণ্ডালকে পানকর)

তোমার দত্তান বন্ধা হয় না, সেই মিলিত
প্রভু তোমার প্রতি দৃষ্টি করে যে শূন্য
দত্তান বসি গ্রহণ করবেন! এই ধ্বংসের
শৌণ্ডিতে তোমার চোখের জল পূর্ণ এই
দুঃখই উদ্ভব হবে, যে পুণ্য কোন কালে
ফল নেই। নাও, এই দুই ছাত্রকে যাঁরা দুই
শিত্রুর বন্ধ শিরীষ করো। (চণ্ডালকে প্রতি)
এই নে, দুর্ভিক্ষে চণ্ডালবধের সমুদ্রে বন্দের রক্ত
লীন করে—চণ্ডালকে বুকে আঁদরান ও অশ্রুত
বাক্য করো।

চণ্ডাল। না না, আমার ছেড়ে নাও, আমি যুগে
ছুরি মারতে পারবো না।

শিষ্য। দয়া দয়া বধ করো না।

কাপাল। না তিষ্ঠ, যখন এই কার্য সমাপ্ত হোক।

শিষ্য। (বয়স শিশু-বাতাস প্রতি) নাও নাও,
দত্তান বসি গ্রহণ করবেন।

কাপাল। যুগলীক যথেষ্ট আমবা কোলে রাখিন
করো, যাতে যুগলীক জীবা হবে।

কুমারী। কি নির্ভীকতা! এ তো কামাচারী
মাতিলদী কাপালিক।

শিষ্য। (বয়স শিশু-বাতাস প্রতি) নে—বসি দে।

মাতা। না কার্য আমার দত্তান না পাচে না বড়ুক,
আমি দত্তান বসি দিতে পারবো না।

চণ্ডাল। ও বাবা! মেয়ে না—মেয়ে না—

কুমারী। (আকাঙ্ক্ষিত হইয়া) কষ্টে বসবো,
আমার পক্ষ নবিন্দ্র হবে।

কাপাল। প্রেরণি, জীবা-বাসন—দীপনা বসে।

কুমারী। মহাদেব—মহাদেব, বসে বসে

(বেগে সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। ভয় নাই—ভয় নাই। (কাপালিকের
প্রতি) আমার চণ্ডাল-কাপালিক—

কাপাল। কে ও? মহারাজী!—তোমার মজকের
প্রবেশন। (শিষ্যগণের প্রতি) বন্ধন ক'রে
বধ করো।

সনন্দন। আমার বধ করবে করে, এতে পরিধান
নাও।

(মকলের উচ্চ হাস্যকরণ)

কাপাল। বন্ধন ক'রে আগে সনন্দনকে বধ কর।

(শিষ্যগণের বধবাসনযে প্রবেশ)

মকর। কামাচারীকে বধ করে নিমন্ত মহাজগৎ নয়
নাও বিন্দু। (বয়স শিশু এইবেল জল নিবেদন-
পুণ্য—চণ্ডালবধ—শিষ্যক হও।

(কাপালিক ও তংশিন্যগণের তৎপরাপ্রাপ্ত হওন)

(সৈন্যে জীবনীর জল সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি। এই যে মহারাজ! আমবা মহারাজ
শত্রু বধ করবে, বসিবে, বসে বধিগত হয়ে-
ছেন, কামাচারী—প্রেরণি।

মকর। কামাচারী মহারাজ! আমার বন্ধাবলী।

সেনাপতি। আমার আশীর্বাদ প্রদান করবে,
আমি আমার অস্ত্রেরা প্রদান করবে যে, এই
ব্যক্তিগণকে যেন ভারতবর্ষ হ'তে বহিষ্কৃত
করেন। এতে বন্ধী ক'রে নিয়ে যাও।

(রাষ্ট্রদ্রোহ কহুক কাপালিক ও তংশিন্যগণকে
বন্ধনকরণ)

(বয়স শিশু-বাতাস প্রতি) না, তোমার পুণ্য
শত্রুদের পরমাদ্ লাভ করবে। (কুমারীর
প্রতি) কুমারী জননি, অচিবে তোমার ইষ্টদর্শন
হবে। (চণ্ডালকে প্রতি) বন্ধন, তুমি কাম্যমনে
প্রার্থন সেবার রত হও, তোমার চণ্ডালদ্বিত
হবে যোগি-গুহে জন্ম হবে।

সকলে। জয় বতীকর শত্রুচার্মার জয়!

শত্রু। সেনাপতি, এদের নিজ নিজ স্থানে নিয়ে যাও।

[শিষ্য শত্রুচার্মার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বয়স, স্বচক্ষে অগ্নি-বাক্য করলে, কিরণ
অত্যাচার! শত্রুর কুমারীজট বৌদ্ধগণের

সম্পূর্ণ বিনাশসাধন করতে পারেন নাই। অনেক
কেই কৃত্রিম ভাষণেবন নির্মাণ করে প্রচুরভাবে
অবস্থান কচ্ছে। এদের প্রকৃতি দ্বারা দানবীর
শক্তিতে ভর, সেই জন্য অনেক ব্রাহ্ম জীব এই
দুর্ভাচারদিগের অনুগামী। এই দুর্ভাচার-দমনকারী
মহাদেব তোমাদের উপর স্থাপন করেছেন।
তোমরা সকলে মহাবাক্য গ্রহণ করো, বলো,
শিবোহং—শিবোহং।

(সকলের গীত)

মনোবুদ্ধিহীনচিত্তাদি নাহং,
ন শ্রোত্রং ন গ্রিহা ন চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ম্।
ন চ ব্যোম ভূমি তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং ॥
মহা প্রাণনয়কো ন চ পঞ্চ বায়ু-
ন বা মণ্ডলাতু ন বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্যানি পাদো ন চোপকরণ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং ॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মৃত্যু ন তীর্থং ন বেনা ন কল্যাণঃ।
অহং ভোক্তব্যং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,
চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং ॥
ন মে দেববাণী ন মে লোকমোহী,
মাতা নৈব মে নৈব মাৎসর্যভাবঃ।
ন ধর্মো ন চার্যো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং ॥
ন মৃত্যু ন শল্য ন মে আভিজ্ঞেঃ,
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জনম্।
ন বন্ধু ন মিত্র পক্ষনৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং ॥
অহং নির্বিকলো নিরাকাররূপো,
বিদ্যুৎসীপী সর্বত্র সর্বত্রিবাণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তি ন ভীতি-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং ॥

পঞ্চম গর্ভাক্ষ

কুমারিলভট্টের আশ্রম

তুহানলে তত্ত্বত্যাগজিহ্বারী তুমি কাপরি উপবিষ্ট
কুমারিলভট্ট, সমুদ্রে প্রভাকর
প্রভৃতি শিষ্যগণ।

কুমারিল। রাহি বৎস, তোমা সবে করিল কল্যাণ।
সুসংকল্পত মহাপ্রাণ-প্রাণশিষ্ট কারণ,
তুহানলে তত্ত্বত্যাগ বিধান কেবল।
শোক শত্রুর, কর্তব্যো না হও পরাধীন।

প্রভাকর। প্রভু, অকৃতী এ অভাজনগণে,
বন্ধনা করিছ কি কারণে।—

পাপ কি পরশে করু এ সেব-শরীরে?
তবে কেন সমস্ত হারিল—

তুহানলে তত্ত্ব সমর্পণ?
হেন করিল ব্রত কোন প্রয়োজনে?

সংসার আধার হবে তব অদর্শনে।
প্রভু, তব আজীবন কঠোর সাধনে
কর্মকাণ্ড বেদের হৃদয়ে অবজিত;
যোগ্যব্রত সংস্থাপিত পুনশ্চ তাগতে।
বিহনে তোমার—

কর্মকাণ্ড নৃপ সেব, হবে পুনর্বার।

শিখা প্রতি তব মেহ জননীর প্রায়

পুত্রগণ-মুখপানে চাহ করণার,

জ্ঞান হও মহাঘন, প্রভব যারার!

কুমারিল। চিন্তা দূর কর বৎসগণ!

ছিল যেরা প্রবেশন পতীরধারণে,

সে কাব্য হয়েছে সমাধান।

দরমাত্র জেনো এ শরীর;

কার্য অবসানে কিবা যত্নের আদর?

কর্মকাণ্ড বিবৃষ্ট না হবে বলাচন।

বেদবিধি উপার কারণ, হৃদয় হইল উদয়

বালিহুতা প্রায় তাহ কিরণময়

দশবিধ পবিত্রিত।

মধ্যাহ্ন মার্গে ও-প্রাণটি সবে বিকসিবে

ভ্রান্তি-ভ্রম কোথাও না হবে—

ভারতে হইবে পুন উচ্চ বেদধারি।

প্রভাকর। প্রভু, কেন কেন হইল এ দীর্ঘদিন

নির্মল শরীরে দেব, প্রাণটি ত কিংবা

কুমারিল, জানো না জানো না বৎস,
পাপের এঁজাব।

একমাত্র নিরঞ্জন নিখিল কেবল,
কলস সঁকলি আর এ তিন চুবনে,
কেবল আপ্যায়িত কিছু সমাধন।
জ্ঞান বৎস, যৌবন যখন,
যৌবনে করিতে হলনা,
কবিরাম শিরসে স্বীকার।

শিখর না করিলে গ্রহণ
ওর বৌদ্ধ-ভাব নাহি হয় অবগত।

কবি এই কদম্ব আচার্য,
সুদক্ষ্য ভক্ত, সেই গুরু সমাধার;
কান্দোঁতে মতে বসিউচবে সে সখ্য
মুখের বাসনা জানে সঁকলি, আশ্রয়,
সাদিনাছি বৈষ্ণবের আশ্রয়।

২য় শিখা। বিলম্বিত কদম্ব আচার্য বৌদ্ধগণে
পাপসংশয় হইল কদম্ব।

কুমারিল। যেহেতু সে যৌবন কাল, কলসসংগে যেই,

এক বর্গ শিকানাম যে জন করিলে
ভক্তপদবাস্য সেই শাপের ভেদ।
বৌদ্ধমতে পুণিহিছে তরু বৎসপাপ।
ভক্ত বৎসপাদ মম কবর এলন—
সেই সজা করিতে প্রণাম।

বৈষ্ণব বৌদ্ধবাদ দুইজন দ্বন্দ্ব,
জ্ঞান এক বৌদ্ধ দ্বন্দ্ব ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ,
জাতিগোত্র বৌদ্ধ মম প্রাণের শিকল,
দুত্বগণে বহিষ্কার মনোরমিকার।
অঙ্গ দিল শিরি মূর্তি হইল,

বেশ দলি মন হইল, প্রবেশ মন আশ্রয়।

শুধু হইল বংশধরনে বহিষ্কার আশ্রয়।

কিন্তু সংসারব্যাকুল বাক্য করি উচ্চারণ,

“এই যদি সত্য হয়”—হেন বিধা ভাষে
পাপসংশয় হইলম একচক্ষুদীন।

“বদ্বি” বাক্য উচ্চারণে সংসার বুঝায়,

সে মহাপাতকী, বার বৈষ্ণব সংসার।

দুত্বগণে কর শেষ বচন গ্রহণ—

সংসার বুঝায় বার হেন বাক্য ভক্ত—

বৈষ্ণব মণ্ডলে বৎস, কলো না প্রণাম।

শ্রিত পুত্র বৈষ্ণব আশ্রয়,

সংসারকে করি দেবে অগ্নি মণ্ডল।

প্রভাকর। প্রভু, মার্জনা করন, মণ্ডলগণকে
কঠোর অজ্ঞা প্রদান করবেন না।

কুমারিল। দেখ বৎস, পাপ-তাপ কী প্রকার।
পাপানন্দ দেখ দহে দেখহ আশ্রয়।

(অকস্মাৎ কুমারিল ভাটের দেখে অগ্নি উদীর্ণ হইল)

শিখর। প্রভু কি বললেন—হায় হায়, কি হলো!

কুমারিল। রোদন সংবরণ করো, আমার ধৈর্যচ্যুতি
কঁপে না। প্রভু, কোথায় তুমি! এখনো তো
কর্শন দিলে না? এখনি তো দেখে-দেখ ভয় হইল,
আর কিরণে ফোয়ার দর্শন করলো! কই প্রভু—
এখনো বোঁ দয়া হলো না! এটি তো, এটি যে
দয়াস, কৃপা কঁপে উদর হইবেছে।

(শিখরগণের শঙ্কতাজানায় প্রবেশ)

শরত। কহো কঁপে—কহো কঁপে!

কুমারিল। প্রভু, আশ্রয় দেন, অনলে দেখে দহিত
একজন কলসে, পাপচ্যুতি হইলে ফোয়ার দর্শন
কঁপে মনোরম বহন করি।

শরত। বাক্য বৎস বৎসে বাক্য।

অভিমান বৎসে বৎসে,

সেখানে গরি বৈষ্ণব বৈষ্ণব জ্ঞান,

শুধু এক দেহ বাক্য করি জ্ঞানি।

চিত্ত তব অন্তরতঃ সত্য,

“ভক্তমণি” বাক্যে তাপ দেবে মিত্রায়।

তুলা বণা অগ্নি-মদননে,

জ্ঞান-মিত্র তব পদবাস্য পদ পাগলম্।

মহাবাক্যে দেহে তাপ না বহিষ্কার আর।

হে গীতান্ বত মোরে দর্শিত পদাম।

কুমারিল। মহাভাগ, অবদান কার্যে এ সংসারে,

তবে আমার পক্কুত-নির্মিত বিবারণ

সংসারের বহু লোক, কোন্ প্রভেদে?

মায়াদীর্ঘ জুনি প্রভু তব যোগেশ্বর,

মজাব প্রদাব কি প্রকার

দেখ সে মামবশবীধে।

মহামায়া দীর্ঘে, প্রভু তার দীর্ঘে,

মুক্ত কর দাক্ষিণ্য বাক্যে।

বাই নিজ ধানে, করিয়াছি আদেশ দাধন

বহিষ্ঠে পবন দেহ আশ্রয় দেখ দাধন।

অভ্যাস তব প্রাণ করিতে প্রচার:

করেছে অগ্নি-মদন তাপনর জ্ঞান,

জাহে নাহি হবে তব মোরে প্রবেশন :
 মণ্ডন নামেতে তুমি শিখরকোষদ,
 কর্মকাণ্ড 'অধ্যয়ন' করি মম স্থানে,
 কর্মশ্রেণি-মাঝে সেই আচার্য্য অবান,
 গার্হস্থ্যের প্রবর্তক, নিরুত্তরে অনাদর তাপ।
 পরাজয় কর প্রভু তাম
 তব তব 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান করি দান,
 জ্ঞানকাণ্ড-নাহা জ্ঞান প্রদান' যতীন্দ্র !
 জ্ঞাননাতে কর্মকাণ্ড আশ্রয় কেবল।
 মুক্তিপ্রদ কর্ম করু নহে,
 কবহ প্রমাণ—

নিশে করি 'তত্ত্বমসি' শিবাঙ্গান দান।

শরৎ। বহু দীর্ঘ, কোথা সেই মিশ্রের আগ্রহ,
 কোন্ মহাশয় সেই জন,
 কিবা কার্য্য সিদ্ধ হবে পরাজয়ি তাঁরে ?
 মম সহ বন্ধে বা কি হেতু প্রবেশিবে,
 বেদ-বন্দে মধ্যস্থ কে হবে ?
 জয় পরাজয় কেবা করিবে নির্ণয় ?
 কুমারিল। রেবা-চিহ্নিত সাহিত্যতীর্থবাসী।
 পরাজয়ে যায়, হলে তব মহাকাব্যোদ্ধার,
 প্রবান অধৈর্য পৃষ্ঠা মাণিবে দকণে।
 শাস্ত্র-নন্দ তব মনে বাধিবে যখন,
 মনোঃ স্বীকার করো পরীতে তাহার ;
 দ্বন্দ্ব-তী শাণ্ডীয়া হয়ে ব্রহ্মলোকে
 মিশ্র-পঞ্চদিনীরূপে আছেন ভূতমে।
 দম্পতীর পরাজয়ে মানিবে বিজয় ;
 মোক্ষকল্প বলা সেই সাধু সদাশয়,
 আদবে 'অধৈর্য পথ' করিবে আশ্রয়।
 কাহ জন বতনের আবাস-লক্ষণ,—
 তথা বেদমন্ত্রগান করে পক্ষিগণ,
 কর্ম হেতু পুণঃ পুণঃ বেদ উচ্চারণে
 বেদকাব্যে পিথিগাছে বস্তু পক্ষিগণে।
 মজ্জম মতত উৎকিণ্ণ সেই গুরে,
 কার্য্য সিদ্ধ হবে বশে অগ্নি কর্মবীরে।
 বাবং এ পাপ তত্ত্ব তুমি নাহি হয়,
 কৃপার এ স্থানে তিষ্ঠে দেব দরায়র।

(শিবাঙ্গলের প্রতি)

জ্ঞান মম প্রিয় শিবাঙ্গল,
 দোষকর্তী হের, কর আশ্রয় গ্রহণ।

শরৎ। উত্তরাজ, বচন— শিবাঙ্গল
 কুমারিল। (শিবাঙ্গলের প্রতি) মহাশয় গ্রহণ
 করে, বলে— শিবাঙ্গল শিবাঙ্গল—
 দকণে। শিবাঙ্গল শিবাঙ্গল।

(সবলের গীত)

মনোবুদ্ধিহীনবচননি নাহি ইত্যাদি।

তৃতীয় অঙ্ক

—:—:—

প্রথম দৃশ্য

বৈশাখ।

উভয় দ্বারে ভাঙ, নারিকেল ও মর্জিতকুমারি।

(কাহানাহস্ত উভয়ক শিউলীর প্রবেশ)

শিউলী। (একটি তরুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া)
 এইবার তোকে দেখছি, তুমি খুন দেহা,
 আবার খুন গালা ছেড়েছিস। আয়, মাথা
 নানা। (তরুর মৃতক অবনতকরণ ও
 শিউলীর পালা কর্তন) কেমন, আমার পালা
 ছাড়বে ? এই কাহান আমার কাছেই রইলো,
 যা— ছাড় তোম।

(মৃতকতাপ্রাণ ও তরুর পূর্বাবস্থা প্রতি)

পালা কটা শুধিয়ে নিই, মাগী রাখবে।

(শরৎচন্দ্রের প্রবেশ)

শরৎ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য বিজ্ঞা এম নিমিট
 বিজ্ঞা গ্রহণ করি। (প্রকাণ্ডে) প্রভু, অকি
 কনের প্রতি রূপাকটাক করুন।

শিউলী। আরে কে রে ? তুমি তাকে বলছিস ?
 এই দড়াগাছটা দেখে কুড়ি বামুন ঠাণ্ডালাদি ?
 তোদের গায়ে বুকি বামন নাই, পৈতে চিনিম
 নি ? তোদের গী-খানি কো দেশ, বামনের
 দোরাখি নাই। আমাদের এখানে বামনে
 হাট আনিবে খায়, তার যেগুলো জটা বাহে
 —সেগুলো ডাকান। ছোটলোকের ঘরে
 বউ-বি দার করে রে—বউ-বি দার করে।
 তোদের গাখানি বেশ, বামন সেই পৈতেছিল।

শরৎ। প্রভু, আমাবশতি কৃপা করুন।

শিউলী। আঁ পেগ যা, আমি বলছি—আমি বায়ুন নই বায়ুন দেখবি তো,—দেখাই গে। তোর কাঁথাকে কাঁথা ফেড়ে নিবে। আমি তাই ভরে বায়ুনের ছাই মাজাই নি। আর যদি জোয়ান বউ-স্বি দেবেছে তো অমনি নোলা শব্দকিরেছে। বউ-স্বিরা রাত ক'রে সব জলকে ফাট, নইলে টেনে নিয়ে চ'ম্বো! মদ খাওয়ালে, জ্বা ফুল পবালে, এই এমন বাধাদেব ফাধারে এই বায়ুনগুলো। * [বুঝলি—জাত জন্ত আর রাখে নি।

শব্দ। আপনাব বিধা আমার দান করুন।

শিউলী। আরে ওই—এ কোন গাঁয়ে ছেলেটা। আমার সাত পুত্রকে লম্বাখাপড়া কলে নি। যদি বিয়ে চান, একটা বায়ুন দেগে ধরগা যা, তবে জল তুলিয়ে নিবে, কাঠি কাটিয়ে নিবে। আর দেখ, তোর বাড়ীতে যদি তোর বুন-টুন থাকে, দেখাশু নি—দেখাশু নি, জবার মালা গাটার দি জ্বাণে গায়ে। এই তো তোকে বলছ, বায়ুন দেবেছি কি বটে কি সরিয়েছি। আর আমবা তো দগে দাছি। চাঁড়ালগুণের বউয়ের কাঁচ খাব। বউ ছেলেটা হুটো পিড়ের মাঝে মাঝে চেপে মাঝে, ডাঁড়ির তার উপর ব'লে বদ খাবে, বলবে গলে ব'লে মর খাচ্ছে। * বিচ বেটারা বেন জেলে জোমুতা। আর জোমুতা চাঁড়াল সাত ভিতে দেবেছে কি দেজিয়ে দেবেছে।

শব্দ। শিউ—শিউ—শিউ! কি খত্যাচার। কে-নেব, শক্তি প্রদান করুন, এই খত্যাচার দমন করি। দেবদেবী বৌক, মানস-অধিতার কুৎসিত শক্তি-অর্পনের জন্য এইরূপ কুৎসিত আচার প্রবৃত্ত হয়।

শিউলী। তুই কি চাঁড়াল? তো স'রে বা। জোয়ান চাঁড়াল মেরে হাত লেহে নিয়ে মালা দানার, আবার মরে বড়িয়ে রাখে।

শব্দ। প্রভু, দয়া করুন, আমি আপনার শরণাগত।

শিউলী। তুই রস-টস বাস না কি? তা আর—তোরে চোঁড়া ক'রে চেপে দেবো। আর হুই হুই, হুগরান খেয়ে নিম্ন তো খেয়ে গিবি।

শব্দ। প্রভু, আমি এ সকল প্রার্থী নই।

শিউলী। তুই কি শিউলীর ছাঁ? আমার কাত-খানা গিবি?

শব্দ। না, আপনি যে মস্তে বুদ্ধের মস্তক অবলম্বন করেন, আবার পূর্ববৎ হ'তে আদেশ দিলেন, সেই মত প্রদান করুন।

শিউলী। ও! তুই দেখছিস না কি? মাগী বুলতে দাবে, ওই ভরে তো রাত ক'রে কানিতে আনি। কেউ যদি সেথ তো বলবে, তুতুতে ময় শিখেছে। বায়ুনগুলো ম'রে গিয়ে গিয়ে গিবি দেবে।

শব্দ। মিন প্রভু, আমার কৃপা ক'রে ময় দিন।

শিউলী। তুই কি শিউলীর ছাঁ?

শব্দ। না বাবা, আপনার দান—আপনার যত্ন।

শিউলী। ও রে পরাটা কুড়িয়ে দিগি রে। আমার ঘরে 'খাবো' বলবাব ছাবো, তেটা ময়ে নিয়েছে। দাঁখ, ময় তোরে শিখুচি, কত দিন এ গাঁয়ে থাকবি, এক একবার আমার বাবা বলবি, আর তা না বলিস—মাগীকে এক একবার যা বলিস। মাগী বাটাটার জন্য ময় কানে, জাতি। তোর চাঁড়াল ম'রা বাবিক জবাব করে মনটা একটু দামাই খাবে। আর, ময় দিবে।

[উত্তর প্রদান।

দ্বিতীয় গর্তাক

মণ্ডন মিশের বাটী।

মণ্ডন মিশ ও উত্তর ভারতী।

মণ্ডন। মিত্র ক'রে তুলেছে—বিবাক ক'রে তুলেছে। কোথা হ'তে এক সম্ভ্রাম শাস্ত্র আনহীন পামডেগ এসেছে, পবিত্র দে সন্ন্যাসী, দুদেয়া অবতাত নম যে, কলিতে সন্ন্যাসী নিবেদ।

উত্তর। একপ সন্ন্যাসগ্রন্থ তো কলিতে বি আছে?

মণ্ডন। কে বলে বিবি আছে?—তারা বেদা বোঝে না, সেই জন্য বলে বিবি আছে। আ সন্ন্যাসপন্থা, বিবি থাকলেও সে পন্থা-এছ কদাপি উচিত নয়। তারা এক একা

শঙ্করাচার্য্য

বৌদ্ধের স্থায়ী আর্থিক, কর্মকাণ্ড ও রাজস্বের প্রতি আস্থাহীন। শ্রবণ, জ্ঞান, এই সমস্ত আর্থিক ধাক্কা সর্বদাই আলোচনা করে। ভগবান জৈমিনি গীমাঙ্গা-শাস্ত্রে পুত্ররূপ প্রতিপন্ন করেছেন, মন্ত্ররূপে দেখে বাড়ীতে "দৈবগো নাতি।"

উত্তর। তুমি বাকি, আজ তর্ক করতে পারিত পাও নি, তাই আমার সঙ্গে তর্ক করতে এসেছ ?

মণ্ডন। এক প্রকার যথার্থই অনুমান করেছে।

উত্তর। কেন—এত বোকের সঙ্গে বক্ বক্ করে মন ঠাণ্ডা হ'ল না ?

মণ্ডন। আরে নাও, একটা মুক্তি খণ্ডন করবার শক্তি কারো নাই, তাদের সঙ্গে তর্ক করে কি লাভ হয় ?

উত্তর। না, আমার মাজুনা করো, আমি তোমার সঙ্গে ব'লে সমস্ত রাত বকিবকি করতে পারব না। কল্যাণ তোমার বিকৃত্যাক, ভোরের আগে-জন করতে হবে।

মণ্ডন। কি অর্থোক্তিক কথা! সব বসে, শুনে তুমি হাক মগুন করতে পারবে না। আরে মুখ, অর্থোক্তিক কথা কি মণ্ডন যিশের সঙ্গে চলে। ইগদ মনোভা, এ অর্থোক্তিক কথা শিখাকে যেমনা গে না। নিজের প্রত্যক্ষ দেখে কর্মফল মানে না, একটা ইগদ এনে ফলদাতা উপাধিত করে। আরে মুখ, অধিতে ইতকেপ করলেই দড়, করবে। বসন্তক প্রত্যক্ষ, মুক্তিলাভের নয়। যা প্রত্যক্ষ, তাই বৈশ্বরীত মুক্তির দ্বারা প্রমাণ করবার প্রয়াস পাও।

উত্তর। এতটুকু বিব্র হও ঠাকুর, আমি তো আর তর্ক কচ্ছি না যে, তুমি আমার কাছে হাক-মুখ লাভ হ'ল।

মণ্ডন। আঃ শোনো না—শোনো না—কথাটাই শোনো না, আমি ভগবান জৈমিনি হ'তে মোক উদ্ধৃত করে একেবারে সকলকে নিরস্ত করলাম।

উত্তর। আর বলার কাক নাই—ধামো।

মণ্ডন। তুমি বড় স্বার্থপর। এই তুমি যখন গণমাণিক্যে, আমি তোমার আনন্দের নিমিত্ত তোমার নিকট গিয়ে কেসিকল আলোচনা করি। আর আমি আয়োজ্য করে বলতে

এসেছি, তুমি আমার ভয়ের জন্য শোনো না। আজ হতে আমার অধিত্য তোমার দ্বিতীয় ভুবনো না, বাণিবাত্ত্য এলো না, তোমার অজ্ঞাবচিত্র দেখেও না। হ্যাঁ, আমি এখন মিশ্র নই, আমার এক কথা, যখন বৃদ্ধি। হ্যাঁ—আমোদ করে বলতে এসেছি তুমি শুনবেন না, কেন বল দেখি ?

উত্তর। তুমি আমার বীণা না শোনো নেই শুনবে, আজ আমি তোমার তর্ক শুনবে না।

মণ্ডন। তবে শান্ত, আমার মনোনি হারতে, তার আমি আহ্বার করবো না। আমি বিকৃত্যাক চতুর্মুখ গিরে পুন্ন করি।

উত্তর। না না, বাগ করো না, কল্যাণে বি দি, আমি কল্যাণ করো করো ব'লে, আমি শুনবে।

মণ্ডন। যাকি,—বাচ্ছি শোনো না, শোনো না—

উত্তর। এসো প্রমা সব প্রকৃত, নই হবে।

মণ্ডন। উত্তর এক মহা বিব্র, ভগবান জৈমিনি উদয়ের দৌরায়ো কেন অভিসম্পাত প্রদান করেন নি, আমি তাই ভাবি।

উত্তর। এসো এসো—

মণ্ডন। অতি সুন্দর হ'ল কথা, কর্মফল প্রত্যক্ষ—
[মণ্ডন যিশের হস্তধারণপূর্বক চানিত্য নইল।]
উত্তরভাবতীর অস্থান।

তৃতীয় গর্ভাক

শিউলী-গল্লীর অপবাণ।

শিউলিনী উপবিষ্টা ও সমুখে তৎপ্রতিবেশিনীগণ প্রতিবেশিনী। নকলনী, তুই ইগদকে বাস ব'ল কানবি ? আহা : কেনে কি কব্বি। ব পরকে না।

শিউলিনী। আমার খব আর কোনখনকে মা আমার খব যে আমার হ'ল গিরেছে।

প্রতিবেশিনী। তা মা, স'ল হ'ল এসো, ইগদকে ব'লে কি কব্বি ? হা, মজার খেটে আমারে তার যাওয়া-নাওয়া দেখাবি নি ?

শিউলিনী। আর মা, সে যে মনে হ'ল আমি যে তার ভয়ে দ'ল না নি হ'ল

বহু পরিচালিত, এ তো দেখছি একজন সন্ন্যাসী
বালক, হেঁচটা কি লেগেছে হাঁসে।

[গ্রহণ।]

চতুর্থ দৃশ্য

শঙ্করাচার্যের আশ্রম।

শঙ্করাচার্য ও সনন্দন।

সনন্দন। অদ্য মণ্ডনের পিতৃশ্রদ্ধা দ্বারবানেরা কদাচ
প্রবেশ করিতে দেখে না। সন্ন্যাসী মস্তক মণ্ডন
পূর্বক নিজের পিণ্ডে নিজের নাম করে, সে
নিমিত্ত গৃহে শপথাকার মেরুপ কার্য পণ্ড হইয়া,
সন্ন্যাসীর আগমন সেইরূপ বিরক্ত, গৃহস্থের
ধাক্কা। সেই হেতু পিতৃশ্রদ্ধা সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ
হওয়ার প্রতি মণ্ডনের বিশেষ নিষেধ। আর
শুনিলে, মণ্ডন মিশ্র উগ্রভাব আপনাকে অণ-
মানিত করতে পারেন।

শঙ্কর। বৎস, মহাদেব মহাদেবী দিরাছেন ভাব,

দেবকার্য্য করিব উদ্ধার,

ইথে বিয় কদাচ না হবে।

দেহময়ী জননী যেমতি

রাখেন সন্তানে খসে করিয়ে ধারণ,

সেইমত জগন্নাথ এ দীন সন্তানে

মহাশক্তি আবরণে রঞ্জন সত্তত।

দেবকার্য্যে বিয় অসম্ভব।

করিয়াছি বিদ্যালাত শুকুর প্রদান,

যেই বিদ্যাবলে

মণ্ডনের গৃহ-পার্শ্বে নারিকেল-তরু

করি মোরে মস্তকে ধারণ

মণ্ডন-প্রাঙ্গণ-মাঝে করিবে স্থাপন।

চিত্তা ত্যাগ কর মতিমান;

মহামারী প্রসন্ন গঙ্গান,—

পুত্র তার কুজাসিনা পাবে পরাজয়।

পরম পণ্ডিতগণ হাঁলে সম্মুখীন;

বিদ্যা তার মহামারী করেন হরণ;

সেই হেতু দূর্বীর বিজয়, গম শক্তি-বলে নয়,

অজয় জগতে আমি মাতের প্রভাব।

সনন্দন। বুদ্ধিশক্তিহীন এই দীন দাস তব,

সন্দেহ-বাটিকা বইসে আলোকিত করি।

শাস্ত্র-তর্ক হৈল তব বাসনা-বসনে,

তাহে গম অন্বেছে ধারণা,

রীতিগোপন নহে তর্ক-বাক্য কল্প।

শাস্ত্রজ্ঞান-সাধে তব কিবা প্রয়োজন?

প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্র অধি-বিবচিত,

কিন্তু দর্শন বিরোধী পরস্পর;

এ বিরোধে আবুলা অস্তর গম।

যদিও চরণাশ্রিত সন্তান তোমার,

তথাপি সন্দেহ মনে হয় নিরন্তর,

ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন কিরূপে হবে গম;

প্রত্যক্ষ কিরূপে হবে সত্যের প্রতি।

শঙ্কর। বৎস, স্থিরচিত্ত করহ প্রবেশ,

তর্কযুক্তি শক্তিহীন সত্য-নিরূপণ—

তর্কোক্তাহা হয় নিরূপিত।

তর্ক-বুদ্ধি-নাশ হেতু তব প্রয়োজন,

শুন বৎস,

যে কারণে ইহারাছে দর্শন রচনা।

মানব-কল্যাণ হেতু মহাশক্তিগণ,

যে সময় মানবের অবস্থা যেমন,

করেছেন উপযোগী দর্শন রচনা।

বেদমণ্ডি বর্জিত কুতর্করত জন—

নিরাশ্র-কাদম্ব, দর্শনের প্রয়োজন।

নির্গুণ কুসরে হয় সত্যের উদয়,

সত্যযুক্তি নাহি হয় দর্শনে দর্শন।

সনন্দন। মস্তিষ্ক কুশলমান দাস অধিক

বিমল অমৈতপদা বুঝিতে না পারি;

জ্ঞানমাতা, করো প্রদান দান।

শঙ্কর। বৎস! অস্তি, ভাতি, প্রিয়—

এই মহা বাক্যপ্রদ,—

সমুদ্র বেদার্থ স্থাপিত।

বিদ্যমান পরব্রহ্ম নিত্য সত্যকাল,

প্রিয় তিনি,—এই সার জ্ঞান।

এই মহা সত্যের আভাস

যে মুহূর্তে পাইবে চক্ষু,

অক্ষয়-উদয়ে যথা হয় জ্যোতস্ময়,

সেইক্ষণে হবে তব সন্দেহ দূরিত।

‘ভিন্যতে ক্ষয়প্রাপ্তি-দ্বারা’ সংশয়

হয় বৎস জ্ঞানের প্রভাব।

অস্তি, ভাতি, প্রিয়—মহা আলোক-প্রভাব

আলোকিত হয় হৃদিহল।

উচ্চৈশ্বর্য পার্থক্য মীমাংসা করিল

হান নাহি পায়।

প্রিয় জানে বহু জ্ঞান-ক্ষয়।

সনন্দন। প্রভু! এক অস্তি, প্রপঞ্চায়,

প্রিয় বস্তু সেই,—

তিনি আমি বৈত বোম, অবেচ্য কিরূপ?

এক জ্ঞান প্রদানে কেমনে—

তিনি আমি ভেদ বস্তু-জ্ঞান?

শঙ্কর। গীর্জাবো ফর বস্তু, নন পরিবেশ,

মায়া হ'ত প্রিয় আর কি আছে আমার?

পুত্র পরিবার—প্রিয় বস্তু না আছে সংসারে,

প্রিয় তাহা আমার বাক্যস্ব।

একবস্ত্র প্রিয় মম আমার সমান,

অবিদ্যে এ জ্ঞান—

আমি তিনি ভেদ নাহি রহে,

প্রিয় জানে এক জ্ঞান ভেদে বস্তু নহে।

এই প্রিয় জানে যুক্ত অমল বিনাশ,

কুলেট ব্যস্তিরা হয় অসীম অহং।

একজ্ঞানে বিকল্প অহং—

উৎস নোহা-ভাব অহং বর্জনে।

মনোবর্তি অহংকার লয় সমুদ্রে,

জানকজনে অবস্থান কুদ্রাহং করে।

পাশব মাপেক এই মহা জ্ঞানীজন,

সামান্য নিবর্তি,—কৈই সম্ভব-প্রদান।

সনন্দন। নিবৃত্তি সাধন যদি এই জ্ঞানীজন,

তবে কেন আমি হবে সেনা ব্যস্তিজন?

কি হেতু বা কার্য্যভার কতেন এহং?

মণ্ডনের মনে বারি কিবা প্রভাঙ্গন?

শঙ্কর। সেও গরী মায়া বস্তু, মায়াই অসীম।

মায়া, কামায়া নিচরণে বসিছে নিদ্রিত।

সদস্য কার্য্য নিচরণে

অসং কণ্ঠে জ্ঞান করে অবব্রিত,

কার্য্য জ্ঞান হবে সংসার অশ্রুতনে।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য বিদ্যাদান,

যে কার্য্য-প্রভাবে,

অবিদ্যা বিনাশে হয় মহা বিদ্যাদান।

স্বপ্নে নীতবৃত্ত, একে এ প্রাণাম,

জিত্য কর মূঢ়—

কল্পিবে বস্তু মম শিষ্যের গ্রন্থ।

(উচ্চৈশ্বর্য প্রদান।)

শুক্ল পতীক

পদ্য।

উচ্চৈশ্বর্য ক গণপতি:

গণপতি। সেখ গুরুজি, তোমার কণ্ঠে যে একটি
বাগিয়ে রেখেছি, যদি তুমি হাত করিতে পার।

উগ্র। কোথায়—দেখাও?

গণ। সেখ গুরুজি, দেখলেই তোমার মুখ ঘুরে
যাবে।

উগ্র। বটে বটে—কোথায় বল দেখি?

গণ। এই সহরেই বেড়াতে দেখেছি সে এখানে
বলে।

উগ্র। তবে কোন সামান্যতা বসিত।

গণ। না গুরুজি—না, পিরীতবাহু—দেখলেই
অস্ত্র মরি। মনের মানুষ পার না ব'লে কেদে
বেড়ায়।

উগ্র। তবে যোগাড় করে বাবা, যোগাড় করে।

গণ। যোগাড় কি আমার কর্ত্ত্ব গুরুজি? তা
হ'লে তো আমি বাগিয়ে নিতুম। বাগিয়ে
তোমার নিতে হবে।

উগ্র। তার কিছু আছে চাছে?

গণ। আছে না আছে, কেমন করে জানবো
গুরুজি? অষ্টালকার-ভূষিতা! সে দিন গজ-
গমনে আমার সামনে ঝুঝুঝু করে চলে
গেল, আমি ছমড়ি মেখে পড়তে পড়তে
সামলে গিয়েছি। (অদূরে মহামাট্যকে
দেখিয়া) ঐ—ঐ—

উগ্র। আহা হা। সেখ শিষ্য, আমি একটি ফুল পড়ে
সেখো, তুমি যোগাড় করে ঐ ফুলট ওর নাকের
গোড়ায় ধরতে চাও।

গণ। সে খুব সোজা, এ দিকে খুব মোলায়েম
মেয়েদাছ।

উগ্র। তুই আগাপ করেছিলি বা কি—

গণ। খুব আলাপী—ইয়ার বেয়েদাছ, আমার
মুখে যেতে আগাপ করেছে।

(অদিল্যাকসি মহামাট্যের প্রবেশ।)

মহা। কি যে ছোকরা—কি দেখে?

উগ্র। অদিল্যাকসি তোমার পাজা দাড়া।

মহা। উনি তোমার কে? ওকথা না কিছু এগিয়ে
স্বাক্ষর না।

উগ্র। এগিয়েই তো আছি—এগিয়েই তো আছি,
এই তোমার স্বাক্ষর দাঁড়িয়ে আছি।

মহা। আমিও তোমার কত পুরে পুরে বেড়াচ্ছি।
তোমার মতন বোক পেলো আমি পেন ক'রে
প্রাণ ঠাণ্ডা করি।

গণ। তা দেখ মেয়েমানুষ, আমার ওকাজী খুব
বসিক।

মহা। শুধু বসিকের কর্ম নয়, আমার একটি কাজ
করতে হবে।

উগ্র। কি হকুম করো—কি হকুম করো।

মহা। দেখ, মনের কথা তোমার খুলে বলি, আমি
বড় ছদ্মসী।

উগ্র। তোমার কিসের চর্যাক্ষর করতে হবে, হকুম
করো?

মহা। আমি শত্রুর জালায় অস্থির হয়েছি, আমার
বিশেষ রাজ্য, হঠাৎ শত্রু উপস্থিত হয়ে বসি
আমার রাজ্য কেড়ে নেয়।

উগ্র। বল না, বল না,—কপাটা কি বল না?

মহা। আমি সত্যই বলেছি। আমার শত্রু প্রবল
রে দিন দিন আমার রাজ্যচ্যুত করছে, তাই
তোমার আশ্রয় নিতে এসেছি।

উগ্র। কি, তোমার যৌবনরাজ্য না কি?

মহা। ইয়া—দন-জন-যৌবন-সৌভাগ্য—সমস্তই আমার
অধিকারে।

উগ্র। এঁ্যা!

মহা। তুমি মিথ্যা বিবেচনা করো না। এই আমার
অলঙ্কার দেখ—এ বহুমূল্য, তোমার মনে হয়
কি? আর তুমি কি চাও, আমার বলে—
আমি এখন তোমার দেহো।

গণ। (জনান্তিকে) ওকাজি, কিছু টাকা আদায়
করো না?

মহা। কি—টাকা চাও? নাও—এই এক পলে
মোইর নাও, আমার যা কিছু আছে, সব
তোমার দিতে প্রস্তুত, যদি তুমি বীকার পাও
—আমার তুমি আশ্রয় দিবে।

গণ। (জনান্তিকে) ওকাজি, দিতে কেমনা—দিয়ে
কেমনা।

উগ্র। হ্যাঁ কক জা। যেটা, মতের কথা হচ্ছে।

(মহামার্যের প্রতি) হ্যাঁ, তোমার দিলুম, কাম
মনপ্রাণ তোমার দিলুম।

মহা। অমন না—চল—যদি সাক্ষ্য করে বলেও
তুমি আমার।

উগ্র। (স্বগত) কি বলে যেটা।

গণ। (জনান্তিকে) ওকাজি, ধোঁকা। কতক পেন
ব'লে কেলো না।

মহা। তুমি পেছো, আমি চললুম। আমি আমার
এক জায়গায় মনোব মতন লোক দেখ
পে।

উগ্র। না না—দেছোতো কেন—দেছোতো কেন,
কায়মনোবাক্যে আমি তোমার।

মহা। তবে আমার শত্রু দমন করো। আমার
প্রধান শত্রু শকরাচার্য।

গণ। কেন—কেন—তিনি তোমার শত্রু কিসে?

মহা। তুমি ছেলেমানুষ—তুমি কি বলবে? এই
শকরাচার্য-মহারে আমার শত্রু মাথা বাড়
দিয়েছে, নইলে কোথা তাবে এক কোণে ছেলে
রেখে দিয়েছিলাম! এত দিন শকরাচার্য না
হ'লে হয় তো সে মারা পড়তো।

উগ্র। কে সে?

মহা। সে আমার ভগ্নী। এক মাত্রেয় পেটে
আমরা যমজ সন্তান। ঠিক আমার মতনই
দেখতে—আমার ঐশ্বর্য আছে, তার বিন
ঐশ্বর্যহেই ঐশ্বর্য; আমার শক্তি আছে, তার
বিনা শক্তিহেই শক্তি, আমার ভোগ আছে
তার বিনা ভোগেই আনন্দ।

উগ্র। আচ্ছা, তোমার এত ঐশ্বর্য, তুমি তারে
দমন করতে পারো না?

মহা। না—দে জন্ম। তারে দমন করতে যদি
পারে—সে একজন বোধ হয়, তুমি।

উগ্র। কিছ্র জানলে?

মহা। আমার দেখ—সুন্দরী, কিন্তু আমি তোমার
মার চেয়ে বড়; তুমি আমার মার চেয়ে
কমতে আসিছ।

উগ্র। ও শত্রু আছে, রমণী জননী—জননী রমণী।

মহা। এইভাবে তুমি আমার গোপের শক্তি।
তুমি শকরাচার্যকে বধ করো, তোমার এ
শক্তি অশ্রুত প্রচার করো; তা হ'লেই আমার
শত্রু দমন হবে।

উগ্র। আমিও তো তাই খুঁজছি—আমিও তো
তাঁই খুঁজছি। শঙ্করাচার্য্যকে বলি দিও আমি
তো গুপ্তসিদ্ধি লাভ করি।

মহা। দেখ, তুমি আমার প্রিয় সন্তান।
গণ। (জনান্তিকে) ও ভক্তভি, এ যে বেয়াড়া
বাক্য দিয়েছে।

উগ্র। তুমি কি বুঝি হেঁজা ও খুব রসিকা।

গণ। এখা জানিও আমি মম করে কারা আমছে
গো?

মহা। এটা আমার সখী, বোঝে? এখন তুমি আমার
হাসে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমরা থাকবো।

(অবিলম্বে সহচরীসঙ্গে প্রবেশ)

চৈত;

হেঁজা হেঁজা কাছে বাসে মনোমোহিনী মন মজার।

বে কবে যে জন করে, সে রসে তাহে ভোগাই।

কাজে প্রেমিকা মারা, কারা করে দিই ভক্তবাণি,

মানের কানে কেউ জড়াইয়া;

কাজের বা মিহসনে, ভুক্তিরে আমি প্রাণের টানে,

পায় বা না পায় মাধবের সেরে,

আশা মনে মনে কেবে,

বনে বা বৃক্ষে পায়, ধরতে সোনা ধরে ছায়া।

(মহাশয় ও কন্যাসহচরীসঙ্গে প্রস্থান।)

উগ্র। নিশা হয়ে চলে কাজে যে জনের করে
চলে যাবে দে।

[উগ্রভৈরব ও কন্যার প্রবেশ পঞ্চম প্রস্থান।]

অষ্ট গর্ভাঙ্ক

মণ্ডন বিশেষ কর।

পিতৃশ্রদ্ধাদাত মণ্ডনমিত ও পুরোহিত।

(মহাশয় নভাশির নারিকেলের গুঁথে মুক্তিমন্তক
ও কন্যাবাহী শঙ্করাচার্য্যের অবতরণ)

মণ্ডন। এ কি বিস। কাখে রমণীয় শব্দে-স্বরূপ
কার্য্যহস্তা মুক্তিমন্তক কে হতে?

শঙ্কর। আপনাকে তো চক্ষু করে দেখেছে—এই
মুক্তিমন্তক পরশে হাতেই হৈছে।

মণ্ডন। আরে গদ্যক, শিখা-শিখা যজ্ঞোপবীত রণ

তোমার, আর হয়েছে, তাই তাগ করছি।
কিছু দেখছি, মন্দিরের ছায়া কন্যাবহন করতে
পটু।

শঙ্কর। কিন্তু তোমাদের পুরুষাত্মকে এত
নিবৃত্তিমার্গ তার দেখি হয়ে আসচে। গদ্যক
এখন কেবল অন্নবস্ত্র-মুহনে অন্ধ, সেইমুহন
নিবৃত্তিমার্গ তোমাদের বংশে অসহ; সেই
নিমিত্ত নারী-সেবার-অঙ্গ করি গৃহস্থ জাতি
শিখা ও যজ্ঞোপবীত ইন্দ্রিয়পরতার আয়ত্ত
করছে।

মণ্ডন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বোকা গেছে, বোকা গেছে—
শ্রীর ভরণপোষণে অন্ধ হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ
করে এসেছি। এ দিকে শিখা করেছ, পুণি
তার বহন করে লোককে ব্রহ্মনিষ্ঠা দেখাচ্

শঙ্কর। আর তোমারও করনিষ্ঠা করুক ও বুঝতে
আমার কিছু বাকী নাই। ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ
করে গুরুসেবার অঙ্গ হয়ে শ্রীর সেবা করতে
এসেছ; আর মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ স্বত দাহন
করে কন্যাবীর নামে আপনাকে প্রচার কর।

মণ্ডন। আরে কৃত্তর মুখ, শ্রীলোকের গর্ভে বাণ
কবেড়িন, শ্রীলোকের দ্বারা পালিত হয়েছিস,
আবার সেই শ্রীলোকের নিম্না করছিস?
অকৃতজ্ঞ পামর!

শঙ্কর। আর তুমি পণ্ডিত! শ্রীলোকের সন্তান
কবেড়, শ্রীলোকের গর্ভে জন্মেছ, আবার
শ্রীলোককে ভাব্যরূপে গ্রহণ করে ইন্দ্রিয়-
লালসা তৃপ্ত কর।

মণ্ডন। তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে অগ্নি তাগ করেছিস,
শাস্ত্রমতে এতে ইন্দ্রহত্যার পাতক হয়, তা
জানিস?

শঙ্কর। আমি ইন্দ্রহত্যার পাতকী হইবো পানি,
কিন্তু ইন্দ্রহত্যার অপেক্ষা মহাপাপ আমার শাস্তে
নাই। তুমি ব্রহ্মজান-লাজের চোরা নী করে
আত্মনাশে প্রবৃত্ত হয়েছ, তুমি কান্দবাঙ্গী
নে আত্মবাহী, তারি অহংমায়াময় লোকে
বাস কর।

মণ্ডন। তুমি গোর, তুমি বারবানবের প্রতাপিত
করে চোরের ছায়া এ কানে প্রবেশ করেছিস।

শঙ্কর। গৃহস্থের অগ্নি ত্রিকাক্ষ, অগ্নি আছ।
তুমি ত্রিকাক্ষ বাকিত করবার অঙ্গ গ্রহণ

আবক রাগে এবং চোরের ভায় সেই ভিক-
কের মধ্যে ভক্ষণ করে।

মণ। দুই হোক—ইনি আবার ব্রহ্মবিং দেখে-
ছেন। কোথায় ব্রহ্ম আর কোথায় তোমার
মত মুখ! কোথায় সন্ন্যাস আর কোথায় কলি।
পরিপাটী ভোজন করে বেড়াবে বলে সন্ন্যাসী
সেজে।

শঙ্কর। কোথায় স্বর্গ আর কোথায়-তোমার মত
হরচর; কোথায় অমিহোজি যজ্ঞ আর কোথায়
খোর কলিকাল; তুমি নারীর সহিত বিহার
করবার জন্তে কর্মীর ভাণ করেছ।

পূরোহিত। বৎস মণ্ডন, আমি তোমার পূরোহিত,
তোমার হিতার্থে বদছি, ইনি বুদ্ধিবশবর্তী
তোমার গৃহে আগত, এ ভেকের সন্ধান নৃপতি
হ'তে সামান্য ব্যক্তিরও করা কর্তব্য। ইনি কপট
বাক্তি হ'তে পারেন, কিন্তু ইনি যিনিই হোন,
বিত্তপ্রাপ্তের দিনে সমাদরে ভিক্ষাগ্রহণের জন্ত
তোমার অনুরোধ করা উচিত; একরূপ কটুস্তর
করা উচিত নয়। দেখ, তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ, কিন্তু
এই বালক সন্ন্যাসী—পরিহাসচ্ছলে তোমার
কথার উত্তর প্রদান কছেন। তিলমাত্র বিচলিত
নন। তুমি হুবোধ, ক্রোধ পরিহার করে
এঁর অভ্যর্থনা করো। আমার অহুমান হয়,
ইনি সামান্য বাক্তি নন, এঁর ব্যঙ্গপরিহাসও
শাস্ত্রসঙ্গত; এতে বোধ হয়, ইনি শাস্ত্রজ্ঞ।

মণ্ডন। বাক্ত্য, আপনি যথার্থ আজ্ঞা করেছেন।
(শঙ্করাচার্যের প্রতি) হে যতি, অন্য আমার
গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।

শঙ্কর। পণ্ডিতপ্রবর, আমি সামান্য ভিক্ষার জন্ত
আপনার নিকট আগত নই, আমি সদ্ভিক্ষার
কামনায় সমাগত। আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত
হোন। এই আমার প্রার্থনা। কর্মকাণ্ড আপ-
নার প্রিয়, কিন্তু বোদ্ধাসিদ্ধান্ত আমার জীবন।
আমার যাক্কা, তর্কে পরাজিত করে আমার
কর্মকাণ্ডে সিদ্ধ করুন; আর আপনি যদি পরা-
জিত হন—আমার ব্রহ্মবৈতম্য আশ্রয় করুন।
পণ্ডিতবর, বিচারে প্রবৃত্ত হোন, নচেৎ আমার
নিকট আপনি পরাজিত—বীক্য করুন, আমি
প্রত্যাবর্তন করি।

মণ্ডন। যতিবর, অহুমান হয়, আপনি সত্যি

এ প্রদেশে আগত। যদি অনন্তদেব, কলাগী,
শোভন প্রভৃতি আমার সহিত বাহাদুরবাস
ইচ্ছুক হন, আমি পরাজিত, একরূপ বাক্য করব
আমার মত হ'তে নিম্নত হবে না।
উপযুক্ত তাত্ত্বিক, চিরদিনই তর্ক করি।
ব্যক্তির সহিত তর্কে আমার কুপ্তি হ'লে না
যোগ্য পণ্ডিত উপস্থিত হ'লে প্রকৃত বৈতম্য
কি, তা প্রতিষ্ঠিত করবার নিমিত্ত আমি সন্মতি
ব্যাকুল। মধ্যস্থ হির কখন—আমি নিবারণ
প্রস্তুত।

শঙ্কর। পণ্ডিতবর, এক নিবেদন, বিবাদে যার
পরাজয় হবে, তিনি নিজ মত পরিত্যাগ করে
বাদীর মত গ্রহণ করবেন। যদি আমি পরা-
জিত হই, আমি সন্ন্যাস আশ্রম পরিত্যাগপূর্বক
শিখা ও বজ্রোপবীত গুরুদ্বার ধারণ করে আপ-
নার ভায় গৃহস্থায়ী গ্রহণ করবো। আর যদি
আপনি পরাজিত হন, শিখামণ্ডনপূর্বক আমার
নিকট সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করবেন। যে ব্যক্তি
পরাজিত হবেন, তিনি অপরের শিষ্য-গ্রহণে
কুণ্ঠিত হবেন না, একরূপ পণ করিতে আপনি
প্রস্তুত?

মণ্ডন। নিশ্চয়। আপনি বালক, অনভিজ্ঞতাবশতঃ
কলিতে নিমিত্ত সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেছেন।
আপনি মেধাবী দেখছি, আপনাকে সংসারী
করিতে পারলে সমাজের হিতসাধন করা হইবে।
কারে মধ্যস্থ হির করবেন বিবেচনা করেছেন?

শঙ্কর। আপনার গৃহীত।

মণ্ডন। উত্তম—উত্তম। আপনি তর্কে আমার
গৃহীত শ্রুতব্যাধী প্রস্তুত আছেন?

শঙ্কর। হ্যাঁ—তিনি সাক্ষাৎ স্বরস্বতী, আমার এই
রূপ ধারণা।

মণ্ডন। বিচারের দিন হির করুন।

শঙ্কর। আমি সর্বদাই বিচারের জন্ত প্রস্তুত, যদি
আপনার অভিমত হয়, কল্যাই বিচার আবশ্য
হোক।

মণ্ডন। উত্তম। আহন—অন্য রূপা করে ভিক্ষা
গ্রহণ করুন।

[শঙ্করাচার্য ও মণ্ডন মিশের প্রস্থান।

মণ্ডন। যতিবর, অহুমান হয়, আপনি সত্যি

শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ।
কে জানে, বিচারের ফল কিরূপ হয়।

[প্রস্থান।

বর্ণনা কর্জেন, তাতে এরূপ মৎ সাধে নিঃ
হবার তো কোন সম্ভাবনা নাই।

১ম পণ্ডিত। আছে।

(শিউলী ও শিউলিনীর প্রবেশ)

মৃণম গর্ভাক্ষ

বনপথ।

(তুইগন পণ্ডিতের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত। আর কোথায় বাচ্চ—কি দেখবে?
মণ্ডনের গলদেশের মালা শুকগ্রাস! মণ্ডন
নিশ্চয় পরাজিত হবে।

২য় পণ্ডিত। মালা শুকগ্রাস কি?

১ম পণ্ডিত। মণ্ডনের গৃহিণী উভয়ভারতী মধ্যস্থ
নিযুক্ত হন। তিনি স্রোগ্যা মধ্যস্থই বটেন।
মণ্ডনের জী বদেন বে, একপক্ষে ভেজঃপুঞ্জ খতি
নারায়ণরূপ, আর অপরপক্ষে স্বামী সতী গীর
সাক্ষাৎ নারায়ণ। এই জ্ঞত কার জয় কার
পরাজয়—তিনি মুখে প্রকাশ করতে অসমর্থ।
পতির গমার একটি মালা প্রদান করেছেন
আমীর গমার অপর একটি প্রদান করে
ছেন। যার গলদেশের মালা শুকগ্রাস হবে,
তিনিই পরাজিত আশ্রয় হইবেন। আমি মণ্ড-
নের গলদেশের মালা শুকগ্রাস দেখে এসেছি।
কেনিচি স্মরণ্যম। তাকে, কতক রূপবান আর
স্থান নাই, এককম বাকক এসে সমস্ত প্রবেশ
জয় করে যাব, এ অতি অসম্ভব। বিশেষ মণ্ড-
নের পরাজয় জনকান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিত হবে, তা
হলে আর আমাদের সম্মান কোথায় থাকবে?

২য় পণ্ডিত। চলে এলেন কেন? চলুন না, দেখা
বাক—শেষ কি হয়।

১ম পণ্ডিত। শেষ য, তা আমি বলতে এসেছি।
অসম্ভব বলক—বোধ হয় এমন প্রমাণ জৈমিনিকে
পরাস্ত করতে পারে।

২য় পণ্ডিত। তবে কি উপায়?

১ম। দেখি কি উপায় করতে পারি। যদি কোন
রূপে ওর পরীয়ে যাব প্রবেশ করে, তা হলে
নিশ্চয়ই হবে। নাহি, শুক-র-মান-অনিত
মহাপ্রাণে লিপ্ত হয়, তাই উভয় এসেছি।

২য় পণ্ডিত। আশুনি এ যতির বিদ্যাবুদ্ধি লোক

শিউলিনী। আরে মিলে, এখানে তো চাঁদাকে
দেখছি নি। তবে কোন বিগে গেল রে? তাকে
বল, আমি ফুলকো বানাকি, তুই বাছার সঙ্গে
যা। তুই গেলি নি—তুই নড়তে লাড়লি।

২য় পণ্ডিত। আরে তুই কাকে খুঁজছিল?

শিউলিনী। আমার চাঁদাকে খুঁজছি। হ্যাঁ বাবা-
ঠাকুর, হলে বুদ্ধিতে কোন বিগে গিয়েছে,
বলতে পার?

১ম পণ্ডিত। দ্বিতীয় পণ্ডিতের প্রতি জনান্তিকে
কাকে খুঁজছে জান?—শঙ্করাচার্য্যকে। (শিউ-
লিনীর প্রতি, চাঁদা তোর কে? তারে
খুঁজছিল কেন?)

শিউলিনী। বাবাঠাকুর, সে আমার বাপুধন আমার
পরানের পরাণ, সে চাঁদমুণ্ডে আমার না বলেছে
গো, আমার পরাণ জুড়িয়ে গেছে। আমি তার
ওর মৌর ফুলকো কানিয়েছি, তো খার নিচে,
আমার গবার কং কং কচ্চে।

২য় পণ্ডিত। সে তোর ছেলে না কি?

শিউলিনী। হুঁ গো, সে আমার চাঁদমুণ্ডে না
বলেছে, আমার বুক জুড়ানো চাঁদা।

শিউলী। বাবাঠাকুর, আমি হুঁ কেঁড়ে রস দেবো,
আমার চাঁদা কোথায় বলে দাও।

শিউলিনী। আরে চাঁদা রে চাঁদা—থেকে আনি,
থেকে তবে বেলাতে বানি।

১ম পণ্ডিত। তোর চাঁদা কোথায় নাই।

শিউলী। তবে কোন বিগে গেল বাবাঠাকুর—
কোন বিগে গেল? ছোম বুদ্ধি গো—বাবার
বাগুয়া দাবো মনে থাকে নি। *

২য় পণ্ডিত। তোরা আমার সঙ্গে আর, তোদের
চাঁদাকে দেখিয়ে দিই গে।

শিউলিনী। চলো বাবাঠাকুর—চলো, মিলে তোনার
হুঁ কেঁড়ে রস দেবে। আমি তার চাঁদমুণ্ডে
জপানা ফুলকো তুলে দিয়ে পর্যাণটা জুড়োব।

১ম পণ্ডিত। আর। (স্বগত) শঙ্করাচার্য্য, এইবার
তোমার বুকে দেবো।

শঙ্করাচার্য্য

২য় পণ্ডিত। (জ্ঞানাত্মিকে) এ আবার কি কল ?

এদের নিয়ে কোথায় যাবে ?

১য় পণ্ডিত। চল না, তোনায় বলাহি।

[মঞ্চের প্রস্থান।]

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

মণ্ডন মিশ্রের বাণীর বিচার-মণ্ডপ।

মণ্ডন মিশ্র, শঙ্করাচার্য্য ও পণ্ডিতগণ এবং
কাণ্ডার-অভ্যন্তরে উভয়ভারতী।

মণ্ডন। মালা শুক কর্তে মন প্রত্যক্ষ নেহারি,

পরাজয় বুঝিয়াছি অন্তরে অন্তরে।

তর্কশাস্ত্র-দিক্ তুমি বেদজ্ঞ পণ্ডিত,

প্রতি ছুটে যুক্তি মম করেছ নিরাস,

অংশে অংশে করি মম তর্ক-দিশ্লেষণ।

মহাশয়, জেনেছি নিশ্চয়,

মান্য মানব তুমি নও ;

মান হত, দস্ত দিচ্ছিন্তি

প্রভাবে তোমার ধর্মীশ্বর।

শঙ্কর। কহি আমি সভাহলে হে পণ্ডিতবর !

তর্ক যুক্তি-শক্তি তব অসীম অপর,

বিশ্বাবৃত্তি শাস্ত্রজ্ঞানে অদ্বিতীয় তুমি।

পণ্ডিতসমাজ মাঝে কহি সত্যবাণী,

পরাক্রান্ত বহু কোন মতে ;

তর্ক-যুদ্ধে জিনে তোমা নাহিক তুর্য্য।

কিন্তু —

মন মনে তর্কযুদ্ধে বাক্ বিজ্রহিত ;

বুঝ চিতে পণ্ডিতপ্রবর,

তর্ক-যুক্তি—বুদ্ধি শক্তিবলে,

জ্ঞান মাত্র সর্ববৈধ ধন !

জ্ঞান—দীপ্ত নহে কদাচন,

বৈরাগ্য না করিলে আশ্রয়।

বুদ্ধিবলে বুদ্ধি পরাজয়—

মিত্য হের শত শত হয় ;

কিন্তু কেনো বৈরাগ্যের অমোঘ প্রতাপ।

জমি-মাঝে ধরে বে বিবর-অমুরাগ,

তর্কযুক্তি বলে চাহে করিতে স্থাপন :

প্রেমোন্মত্ত বিশ্ব অর্জন।

স্বার্থ ভাবে করে প্রতারণা—

মাগ-যজ্ঞে মতি বর্গজন্মের কামনা ;

যুক্তি-প্রবেশে অন্ধ বৃত্তি তার।

বিবেক আগ্রসে হুত তর্প বিদূষিত,

করে সভা প্রত্যক্ষ অন্তরে।

যুক্তি-বলে প্রত্যক্ষ না হয় পরাজয়,

বৈরাগ্যে বিজিত তব তর্ক-যুক্তি-বল।

প্রতিপত্তি ছিলাম হৃদয়ে—

পরাজয় হইবে শাহার,

সে করিবে গ্রহণ আশ্রম অগ্নিরে।

মান যদি পরাজয় হইয়াছে তব,

পণে তুমি বাধ্য মম আশ্রম-গ্রহণে।

কিন্তু পণে মুক্ত করি তোমা বরণে সবুধে।

মণ্ডন। যতীবর !

হীনজ্ঞান কোন্ হেতু করে আবার ?

পণে মুক্ত কর যদি তুমি,

কেন তাহা করিল গ্রহণ ?

নিরাশ করেছ, আমি বন্ধ আছি পণে,

এখনি প্রস্তুত তব আশ্রম গ্রহণে।

শঙ্কর। হে পণ্ডিতবর !

স্বার্থের স্বভাব জেনো এতই অবল,

পরাজয়ে অভিমান নহে বিদূষিত,

অভিমানে পণে মুক্ত না কর গ্রহণ ;

কিন্তু জেনো—মমোদ্রম অভিমানহীন ;

অভিমানহীন বিনা নাহিক কাহার

স্বাধিপত্য।—সম্রাট-গ্রহণ অধিকার ;

মণ্ডন। সর্বাঙ্গ, কষ্ট কাহি হও মম ভাবে।

দস্ত অভিমান পূর্ণ সেহারি তোমার ;

দস্তে মোরে ধন কর মান,

অভিমানে মন মনে করি যদি তুমি,

অভিমানে সম্বন্ধানে কবছ ভ্রমণ,

শিক্ষাদান অভিমান রয়েছে নিশ্চয়।

শঙ্কর। যদ্যপি জানিতে তুমি অভিমান কিবা,

অভিমানি হৃদে স্থান না পাইত আর।

ঈশ্বর-প্রদানে—

তুমি আমি সমজ্ঞান জন্মেছে আমার।

বাথা পাই হেরি কথা অজ্ঞান-ভিম্বি,

যদি তথা বোর তম হরণ কারণ ;

যদি হেতু তব শমন দস্ত প্রয়োজন ;

হিরণ্যে তব মতিমান।

অন্তবৎ দস্ত জ্ঞান-মোক্ষণ।

কর্মজল স্বর্গলাভ নক্ষর নিশ্চয়।

কিটকর স্বর্গভোগে তাহে কিবা বল।

কোটিকর অস্ত্রে যদি কোণ শেষ হয়,

হুখে সুনিশ্চয়—

পুনরায় কার্য-প্রবর্তনা।

স্বর্গলাভ স্বর্গফল পুনঃ পুনঃ হয়—

ভাসে হ্রীষ অশান্ত এ যোতের প্রভেদ।

কিছু জ্ঞানদীপ্তি পাইলে হৃদয়ে,

সেই জ্ঞান আকরিত মারার প্রভায়ে,

স্ব-স্বরূপ পায় দ্রবণ।

নাভে তার—

নিজ্যামল অনন্ত বিক্রম।

হেন শক্তি চাহে যদি জ্ঞান,

কর নম আশ্রম প্রভন।

অন্যে নাহি জানে, কোন্‌কো দর এ—

বোঝে যার সেই জন।

অবিনেদী জন,

স্বার্থ তার করে প্রয়োজন

নির্দোষ মরুত সম।

কিন্তু তে হিত-প-নরকে

বুদ্ধিহায়ে মনে

শান্তিলাভ বিনা নাহি হয়— বুঝিলে,

সেই এই মহা-ভাষা বলে।

যদি দ্বিভাষ-অঙ্গার

পায় হৃদ-চাপ—

কর বিবেক আশ্রয়।

স্বার্থ হলে ক্ষয়,

আশ্রিত জ্ঞান-জ্যোতিঃ হবে উজ্জ্বলিত,

পাতি দেবী আদিয়েন দ্বন্দ্বের তোমার।

মগন। গুরু—কর্তব্যক।

অহেতুকী কৃপার আধার।

এক রূপ! একাত্মে তোমার?

স্বাক্ষর করি স্বস্বীকার,

সহি তিব্বার,

এবেছ মঙ্গলদাতা মঙ্গল-প্রদানে।

চল তব দ্বন্দ্বের দ্বন্দ্বের দ্বন্দ্বের দ্বন্দ্বের

২৪ গতিত। গিল। তুমি কুহকীর কুহকে কে-

বুঝিছ? যদ্যপিও তুমি সত্যসী ভোক্তা

নও তে, তব পরাক্রম করেছে। এখনি

সত্যসী ও সত্যসী সত্যি।

মগন। হাঁ, কুহকী বটেন। আর কুহকে কুহক

বুঝে সেই কুহকী। আর সামান্য কি বসুধে,

সামান্য হস্তেও সামান্য—নহে তোমার জ্ঞান

ধীরের দ্বারে উনি প্রার্থী হন। শঙ্করাচার্যের

প্রতি) প্রভু, রূপা ক'রে জৈবজ্ঞান দান

করেন।

গুরু। বৎস, এ জ্ঞানবিকাশের পূর্বে একটি

কার্যনিষ্ঠানের প্রয়োজন। সে কার্য কাহারও

নিবৃত্তি অতি সহকর্মী, কাহারও পক্ষে অতি

কঠিন। কাব্য—গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তত্ত্বমসি

বাক্যে গুরুবাক্যে মহাবিশ্বাস বাতীত কদাচ

ধারণা হয় না। জেনো, বসুধাচার্যের গুরু

একশত দ্বার বন্ধ। জ্ঞানদাতা, মুক্তিদাতা,

প্রেমপূর্ণদাতা—গুরু পাতীত যার কেহই

নাহি। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করি, আমি মুক্ত,

বন্ধ নই। আমি বদ্ধ এ কলনামার; মুক্ত

অবস্থায় আমার স্বরূপ অবস্থা। গুরুবাক্যে

এই পরম অবস্থা দর্শন হয়। মানবের হিতার্থে

মারদীশ ঈশ্বর, মেঘমারার নরদেহ ধারণপূর্বক

গুরুভাবে সংসারে বিচরণ করেন। অদ্বৈত-

জ্ঞান-বিকাশের একমাত্র উপায় গুরুবাক্যে

বিশ্বাস। অদ্বৈত-জ্ঞানবিকাশের পথ

অসংখ্য হইল। ভ্রম মোচন করা গুরুর কার্য।

সেই কার্যাবলীতে নিত্য সত্য নিরঞ্জন গুরুদেব

তার স্ব স্বরূপে অবস্থান করেন। শিষ্যও

তখন দ্বৈত অবস্থা পরিত্যাগ করে স্বরূপ-

দর্শনে অদ্বৈত-তত্ত্ব উপলব্ধি করে।

শিউনী ও শিউলিনীকে লইয়া প্রথম পরিচয়

প্রবেশ)

শিউলিত। আরে যাকি, এই দেখ না, তোমার

চাদা ব'লে আছে।

শিউনী। হই যে—সব টিকিগাজ ভট্টাচার্য দেখা

না। তা দেখে থাক, আমার বড় কিছু মেল,

আমার কাছে কিছু পাবে নি। তবে তুমি

কেটেটা, ডেলের হাঁড়ীতে আর মোড়ের

কুণ্ডার ডিম্বেটা। আর দেখছো তো—পাতা

শিয়োনো কাণ্ড পরনে। জোয়ান বউবীও

সেই যে, তোমাদের পূজা করে দেবে। তা

উপানকে আর কখনে নিজে খাচ্?

১ম পণ্ডিত। জ্বরে দেখ না—হুই তোব চান্দা ছেলে।

শিউলিনী। জ্বরে হ—হুই বটে বে—হুই তো চান্দা ব'সে বটে! (নিকটবর্তী হইয়া) জ্বরে বাপধন—এ বামুনগুণোর ইপানে এলি ক্যান্নে? আহা বাছা কাল যেতে তো কিছু খাণনে, বে—এই বসেতে একটু গলা তিজো,—এতে যেমী জেশা হবে নি, এক এক চুম্বক দে আর গলা তিজো। বাপ দে—নক দে—কাল রেতে ডাল করাছি রে—

শঙ্কর। কেন বা, তুনি এত কষ্ট করছ? আমি তো তিকা করেছি।

শিউলিনী। ক্যান্নে? তোব ডিক্ মাগুতে কি গরম নেগেছে? ব' দিন এত বুড়ো-বুড়ী আছে, ত' দিন তুই ব'সে ব'সে পা ক্যান্না? পাখি-পাখালি যা খেতে চাইনি, তাই পারি। বুড়ো কান্দ পোতে পাখি-পাখালি খুব বাগিয়ে ধরে। কেনে গাছতলায় ব'সে থাকিস? আমার ঘর-আলো ক'রে ঘরকে এসে পোন, আমার ব মন্কে চায়, বল—বোঁদে দিই—খা।

শঙ্কর। আমার গহী নই, আমি সন্ন্যাসী।

শিউলিনী। ওবে বাছা, জ্ঞানানিসিতে তোব কাজ নাই। ছেলেবয়সে জ্ঞানটিয়া করিস নি। এই জ্ঞান—মিন্বে জ্ঞান ক'রে ভোয়া মেগেছে, কাজকম পারি নি।

শঙ্কর। মা! তোমার আর বাবার পুণিধীতে তো আর কাজ নাই। তোমাদের কর্ত্ত অবদান হয়েছে।

শিউলিনী। দেখ দেখ মিন্বে! ছেলেবুড়ি—কি বলে শোন? বলে, কাজে কাই নি! কাজকম করবো নি বাবা তো পার কি বল? ঘরে কি পোতা কড়ি আছে?

শিউলী। নে মাগি। বকনি না বাগাবি! ছেলেটা কাল রাত থেকে কিছু খায় নি, তার হুঁস বাধিস? আর আমার বসছিস জ্ঞান পার,—জ্ঞান খাস তুই।

শিউলিনী। আ আমার পোড়া মু। মউয়োর হুকো তাঁণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। নে বাছা—পা। (শঙ্করকে স্পর্শকরণ) ও মিন্বে—ও মিন্বে সব ঠাক হয়ে যাচ্ছে। তুই আমি—আমি তুই। ও মিন্বে আমি—আনি—আনি।

শিউলী। জ্বরে ব'সি—কোথায় কে রে—কে খাও কে? (শিউলিনীকে স্পর্শকরণ) আরে নেই নেই বে! খাও—আ—বটে।

১ম পণ্ডিত। শিউলী! তো তোমার কে এসেছে? তোমার পাণ্ডা-দাওরা নিয়ে সব এসেছে দেখছি—তুনি পার। কোব হাচ্চ, তোমার আত্মীয়।

শঙ্কর। পবন জ্বালায়! দেখছেন না পবন, সাক্ষাৎ হয়পাক্তী! গুরুদাসপতিগণে, আমার কৃপা করেছেন! বার বাক্যের প্রত্যয়ে—হুই নারি বেশ বক্ষ মন্তক অবনত করে আমার মণ্ডনের আলয়ে উপস্থিত হয়েছে। মিন্বে তুনি সাক্ষাৎ হয়েছিস, দারবানেকা কেন আমার আনুত বরা দেয় নি। তোমার গুরুদাস নারিকেল-গুরু মন্তক অবনত করে তোমার পাগুনে আমার উপস্থিত করেছে। আমার উপর আদিপত্য-কাজ আমি এই গুরুর হুঁসে গ্রাপ হয়েছি।

শিউলী। অধিতীয় অশুও দিচ্ছ বৃধকপ।

শিউলিনী। শিশোহু শিশোহু এই তো স্বরপ।

১ম পণ্ডিত। একি! একি কেনে বৃহক না কি? আমার শিউলী-শিউলিনীর মুখে এ কি উক্তি? তবে তো এই মহাপুরুষের অহিত-ইচ্ছা মহা-পাপে লিপ্ত হয়েছি। ওহু, প্রভু—ক্ষমা বান!

শঙ্কর। কেন মহাপুরুষ আমার কি চিন্তিত আমি কামেন?

১ম পণ্ডিত। জ্বরজ্বরে, আমার পক্ষে সৈন্যবন না। আমার জ্বর মহাপাপীকে উদ্ধার করাই আপ-নার গুণশলা। শুধুন—আমি বিকল্প পাপশের। আপনি শিউলীর নিকট যে কৃপা অবনত কর-বার মন দিকা করেছিলেন, তা আমি জানাত পারি। যখন যখন পরাজয়প্রাপ্ত বৃত্তান্ত শুধন এই শিউলীর উত্তেগে নিয়ে—এই শিউ-লীকে লারে এসেছি। আমার মনে মনে কখনো ছিল যে, এই স্বাধীন-সত্যমানে আপনি এই শিউলীর মন্বলি করতে পারবেন না। আর শিকারাজহয়জন না কল্পনাই আপনি প্রতি-দুঃ হয়েন। এই অভিজ্ঞাতের আমি শিউলী-শিউলিনীকে বসে আনি। কিছু আমি

পুত্রাশ্রয়। কৃষ্ণ-প্রকৃতি—শিউলী-শিউলিনী।
অবস্থিত; যখন আপনার শিক্ষণাত্মক—যখন
এঁরা যামান্ত নন—এ জ্ঞানে আমার প্রকাশ্য নি।
একশ্রেণে আমার নয়ন উল্লীলিত। যখন
প্রাণনার রূপা। যখন রূপা কীর দশন
দিয়েছেন, তখন পদে স্থান দিন। (পদধ্বনি)
সকলে। অব শরভাচার্য্যের জন্ম। (সংসদে
সমীপে প্রণাম)

মণ্ডন। প্রভু, দাপ্তকে গ্রহণ করে দেবার সিদ্ধান্ত
করুন।

শঙ্কর। তুমি মণ্ডন, সকলে একত্রে পরামর্শে উপস্থিত
করি।

সকলে। সচিবানন্দ। (সংসদে) সচিবানন্দ
শিখায়েছেন।

(উত্তরভাগীর প্রবেশ)

উত্তর। বর্তমান। আমার প্রায়শ্চিত্তে নিজে কাঁধে
বাঁধে। পথ প্রদর্শন করিয়া দণ্ডায়মান।

শঙ্কর। (স্বতন্ত্র) শিব তিহা।—স্বামী সবারতী তিহা
ইংগর কবরন।

উত্তর। বর্তমান। আপনাকে জানি, আমার স্বামীকে
পূর্ণ পরাজয় কবরন হই। আমার স্বামী
স্বাক্ষিত, কিন্তু শাসনত আমি তাঁর হস্তাক্ষ,
আমার স্বাক্ষর করে আমার স্বামীকে ঘাঁড়
দান।

শঙ্কর। দীর্ঘকালের সহিত তর্ক কিরূপে সম্ভব?

উত্তর। বর্তমান, আপনি তো অত্যন্ত আছেন,
যাকবর গাঙ্গীর সহিত এ জ্ঞানতত্ত্বের সহিত
বাদ প্রবর্ত্ত হইতেছেন।

শঙ্কর। হ্যাঁ হ্যাঁ বর্তমান বর্তমান। যিনি অত্যন্ত
মতের যাদী, তিনি গুরুত্ব হন আমার স্বামী হন, তাঁর
সহিত আমি তর্কে প্রবর্ত্ত। আপনি প্রশ্ন করুন,
আমি বর্ণনাধ্য উত্তর প্রদানে প্রস্তুত হই।

উত্তর। প্রশ্নের কাকে বলেন?

শঙ্কর। এক সচিবানন্দই প্রশ্ন। বর্তমান প্রশ্নের কি?

উত্তর। বর্তমানে কি সৌন্দর্য্য নাই?

শঙ্কর। সেই অজস্র সৌন্দর্য্য কিরূপে? বর্তমান
সেই উত্তরই প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ। হ্যাঁ, সৌন্দর্য্য,
সৌন্দর্য্য, বর্তমানে সেই বৃহৎ শঙ্কর সৌন্দর্য্য
সৌন্দর্য্য আর কোথাও ত কিছুই নাই।

উত্তর। তবে নারীর হৃদয়—নারীর সৌন্দর্য্য
কিছুই উপলব্ধি করেন নাই?

শঙ্কর। সার্বজন্য বিষয়—এই উপলব্ধি তো বিশেষ
প্রয়োজন নাই। একের উপলব্ধিতেই ত
সমস্ত উপলব্ধি হয়। আদর্শ বৃত্তি সমস্ত ব্যর্থ
করুণী। আশ্রয়কে শাস্ত্রীয় প্রশ্ন আছে—
জ্ঞান।

উত্তর। আমার স্বামীর সহিত বিচারে আপনি যে
সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ, এই ধারণা আমার জগতে।
তবে কাম্যপ্রসব আলোচনা আমার সহিত
হয় নি। বর্তমান—কাম্যকলা। কিকল্প ও কল্প
প্রকাশ্য এবং তাঁর আশ্রয় কি? নর-নারীতে
এই কিকল্প অবস্থান?

শঙ্কর। (প্রবর্ত্ত) সচিবানন্দেব কাম্যপ্রসব প্রত্যক্ষ।
কিন্তু যখন যখন প্রবর্ত্ত, এঁকে বিরক্ত করা
আবশ্যক। (প্রবর্ত্ত) দেবি! মাসান্তে
আপনার প্রবর্ত্ত উত্তর প্রদান করবেন। আমার
প্রবর্ত্ত কাল সময় প্রদান করুন। আপনি
সমস্ত প্রবর্ত্ত, সচিবানন্দেব প্রবর্ত্ত অথবা প্রবর্ত্ত
কিন্তু প্রবর্ত্ত।

উত্তর। ভাল, আপনি সময় গ্রহণ করুন।

(শরভাচার্য্যের প্রত্যনোত্তর)

মণ্ডন। প্রভু, দণ্ডায়মান কবরন না।

শঙ্কর। চিত্তা দূর করো, সকলই সময়সাপেক্ষ;
সমস্ত প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্তার সমোচ্চা পূর্ণ
কবরন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

—সংসদ—

প্রথম গভীর

গভীর স্থল।

শরভাচার্য্য, বনন্দন, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণ।

শঙ্কর। সন্ন্যাস ভাষণ, মণ্ডন না করিলে গ্রহণ,
জ্ঞানকান্ড হবে না প্রচার।

কিন্তু যথাবিধি তাহে বাগ্‌দেবী!

মণ্ডনগৃহীতরূপে দেবী সবারতী,

কামনা করি হৃদয় মম দেবী মনে ।
কিন্তু কামচিহ্না বোধিলেহে অতি অসুচিহ্ন,
হয় তায় সমান-পতন ।
কবি পরকার আশ্রয়গ্রহণ
কামনা করি অর্জুনে,
পরাজিত বশু-পত্নীরে ;
তাহে হবে মিশ্রের সম্পূর্ণ পরাজয় ।
কর্মকাণ্ড করিলে বশু
জ্ঞানকাণ্ড ধরামায়ে ইহবে প্রচার ।

(নেপথ্যে দৃষ্টপাত করিয়া)

যোগদুষ্টে করি বিলোকন,
আদি ওই নরপতি যুগয়া কারণ—
মহা শ্রমে হইরাছে তনু-তাগ তার ।
ওই দেহে অখনি পশিব ।
চল বৎস, অতীত-পর্বত-গহবরে,
দাবধানে রণা কর যতি-দেহ মম ।
মাসান্তে এ দেহে থাং করিব প্রবেশ !

* সনন্দন । প্রভু, পরকার প্রবেশ-শ্রবণে হয় মম
স্নাতক উদয় :

পশি পরকার—

যোগিগ্রেষ্ঠ শীমনাথ মুখ হইয়া তার,
কামকপা কামকলা অঙ্গীকৃত তার ।
যোগীশ্বর শিষ্য তাঁর গো-বন্দনার নাম,
বিশেষ প্ররাদে মুক্তি কামেন গহবরে ।

শঙ্কর । তাজ ভব, না কহা সঙ্গার,

হৃদ না হব কদাচন ।

বাহ্য শব্দ বিভা-উপাচয়,
কামকৃষ্ণি-বাসনা-বর্জিত চিত ।

যেই জন বাসনা-বর্জিত,

কদাচিৎ না হয় মোহিত ;

ব্রহ্মধামে ব্রহ্মলীলা দৃষ্টান্ত তাহার ।

সনন্দন । প্রভু, শুনেছি শ্রীযুগে,

মহা বলবান্ কাম মোক্ষপথে অরি ।

কামচর্চা কাম-আলাপনে জনে সংস্কার,

বহু জন্ম-গ্রহণের হেতু তার হয় ।

শঙ্কর । শাস্ত্রমত বাক্য তব কে তীর্থ সন্ন্যাসী :

কিন্তু বৎস, করহ শ্রবণ,—

দেব-প্ররোধনে মম ধরা অগম্যন,

কায়মনোবাক্যে যাচি জীবের কল্যান :

কয়েছি উত্তম,

বাচি তার দৈব-বিড়ম্বনে—

কোনক্রমে বিয় হই মম,

যদি পশি পরকার, সংস্কার পরণে আমার,

বুঝিব অস্তরে,

দেবকাব্য উদ্ধারের তরে—

* করিবারে মানবের দিত—

সহি দেখোচিত মহামায়া-চরনা-প্রভাষে ।

শুন বৎস, নিরু পার্থ শিব শিরকনে,

যে হয় সে হয়, কাম-বিষে কারো অর্জুনে ।

দেবকাব্য-সাধনের তরে

না হব পশ্চাৎপদ আত্মবিসর্জনে ।

হয় বৎস, হৃদয়ে উদয়

দেবদেব-পদাশ্রিত আমি,

সংস্কার কভু না পশিবে, কার্যসিদ্ধি হবে ;

নির্কিঙ্কে পণিতে পুনঃ এ যোগি-শরীরে

বিমল অর্জিত-পদ্য করিব প্রচার ।

এস বৎস, গুপ্ত হানে রাখিব শরীর,

দাবধানে গোবর্ষে রাখিও সবে মিলি ।] *

সনন্দন । হৃদিকম্প হয় প্রভু সংকল্পে তোমার !

শঙ্কর । চিন্তা কর হৃদ, চল পর্বত-গহবরে ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বনস্থলী ।

গঞ্জিত চিত্তা-পার্শ্বে অমরক নৃপতির মৃতদেহ ।

উভয় পার্শ্বে সরমা, অম্বাসিকা প্রভৃতি রাণীগণ,

সমুখে মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ।

সরমা । (মন্ত্রী প্রস্থি) বাবা, তুমি হৃৎযোগ্য মন্ত্রী,
রাজ্যভার তুমিই গ্রহণ করো ; আমি রমণী,
রাজ্যপরিচালনা তো আমাতে সম্ভব নয় । আমি
উদ্ধারের দিন পশ করেছিলাম যে, আমি জীবনে-
যরণে মহারাজের সঙ্গিনী । মহারাজ আমার
ছেড়ে যাবেন, তা তো কদাচ হবে না ! আমি
সকলরূপে যাবো, তার উল্লেখ করা ।

মন্ত্রী । রাণীগণ ! কিহিৎ অমেরা তোমার দায়ী
মহামারের ছেড়ে দেও না ।

মহা! হায় হায়! কি দুঃসময়েই মহাবাজ মগরা
বাঁধা করেছিলেন।

সরমা। বাবা, ঐতঃকল্পে হানিবাবে দিলার দিবে
একেন, কর্ণাত্ত না হ'তে উজ্জ্বল হুয়া গড়লো।
হায় হায়, আমাদের মত অজাশিনা কি নেই
কল্পগ্রহণ করেছে! এ জালা কেবল জ্ঞান
নির্ভর হওয়া সম্ভব।

ব্রাহ্মণ। মহিমহাশয়, আর কেন—শব্দেহ চিত্ত
উত্তোষন করুন।

সরমা। বাবা, অপেক্ষা করো, আমি সহনতা হব।
ব্রাহ্মণ। মহিমহাশয়, বা হব, শব্দ করুন। দ্বাদশ দণ্ড
অতীত হয়েছে, আর শব্দেহ রাখা উচিত নয়।
বিলাস হ'লে প্রেত স্বপ্নে কবচত পায়ের।

মহা। (সরমার প্রতি) মা, দেখুন দেখুন—মহারাজ
যেন শুকু উদ্ভীলন করেন। দেখুন দেখুন—
মুগের ভাবের পরিবর্তন দেখছি। মা, আপনি
মুখে একটু জল দেন তো।

সরমা। মা জলী হুগী আশিনা, বা, হুগী হুগী
রাজদেহে শঙ্কর। এ কি—আমার আমি—এক
কে?

সরমা। মহাবাজ, কেন, জানেন আপনার চরিত্র
দাসী।

শঙ্কর। মহামারীর কি প্রভাব! কি ছিনেম, এ
তো আবার ঘান নয়। নিদারুণ কি ভাগ্য
অবস্থা! (প্রকাশে) তোমরা চোখ।

সরমা। মহাবাজ, চিন্তে পাচ্ছেন না? আমবা কতী!

শঙ্কর। হ্যাঁ, সত্য সত্য, আমি কে?

সরমা। মহাবাজ, শিব ভন, আপনি মুগের হাত
হয়ে মুগীপায় হয়েছিলেন।

শঙ্কর। হ্যাঁ, রাজকালে রাজা—জনা, গুহে বড়।
জীবের গর্ভবাসের পর স্বাতি থাকা অসম্ভব। ঢালো
চলো—অহো, মহামারীর কি ভীষণ প্রভাব!

* (মুত্তরাজ্য প্রবেশ)

কে তুমি? মৃত রাজার প্রেতাঙ্গী! এ দেহে আব
তোমার অধিকার নাই।

সরমা। মহারাজ কি বলছেন?

শঙ্কর। না, কিছু না। (প্রেতারার প্রতি) দেহের
মমতা এখনো পরিত্যাগ করে নি। হাও, দেখ
দেবের বপল, প্রেতদেহ পরিত্যাগ করে

দিব্যদেহ গারণ করো। মৃত দিন তোমার দেহ
ভোগ করি, তত বর তুমি স্বর্গভোগ করো।
কি হ'লো—কে 'মাকি? আমি রাজা, এই
মকল রাজী। এদা—এসো! প্রেতসি, গুহে
বাই চনো। (উপবেশন)

সরমা। মহাবাজ, শিব ভন—বিদ কে ন।

শঙ্কর। চিত্তা করো না, আমি মরম হবেছি, এসো
প্রিয়ে। (দায়িত্বপ্রাপ্তিকরণ)

অবাসিকা। (জনাতিকে সরমার প্রতি) বিদ, এ
কি কোন প্রেত আশ্রয় করেছে?

শঙ্কর। না না, প্রেত দেহ-অবতা ত্যাগ করে
স্বর্গভোগ করেছে।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্তাঙ্ক

শঙ্করাজ্যের বাটার সম্মুখ।

জগন্নাথ ও মহামারী।

জগন্নাথ। হ্যাঁ, তুই কেমন পেট্রীটে বণ? মারীর
হাকটা দেখছিস? তবু তোর মনে ভুগু হয়
নই? মহাবাজ আগে এক দিনকে খুঁচে-
দাছাক বিয়ে আদ।

মহামারী। সে এখন রাজা হয়েছে, তাকে আনবার
কি ক'রে?

জগ। তবে তুই কিসের পেট্রী? তুই এ বলি,
মারীর কাছে আনবে?

মহা। সময় হ'লে আনবে?

জগ। তোদের আবার কেমন সময়? মাখী ম'লে
এনে কি ক'ববি?

মহা। আমি থাকতে ম'বে কেন?

জগ। তুই থাকতে যদি মরে নি, তবে তুই বলি
কি দে?

মহা। আমি তো মরি নি, আমি অনাদি।

জগ। তুই তো ভারী মিছকতুরে, তোর কথা
প্রত্যয় আন থাকবে নি।

মহা। কি ক'রে জানলি—আমি মরেছি?

জগ। জ্যাস্ত মাতল আর কে কোথায় পেট্রী হয়?

মহা। আমি তো পেট্রী নই।

জগ। তোর বাপ পেট্রী!

হা। আমার তো বাপ নাই।

গ। না থাকে নেই, আমার কথা এতটা জন্বি?

হা। কি বল?

গ। বুদেদাদা কোন্‌খানে আছে, জামার বাপকে দে।

হা। সে এখন অমনক রাজা হয়েছেন।

গ। ভূত চিন্তে পারে?

হা। তা পারে।

গ। তবে ধর, আমার বাপটা মৃত্যু পেরে মেরে ফেলে ভূত করেছে।

হা। কেন—ভূত হবে কি করবি?

গ। কি করবো, তা তখন তোকে জেনোয়।

বুদেদাদাকে এনে মাঝিকে দেখাবো।

মহা। হিঃ হিঃ, ভূত হ'লে 'আজ'।

জগ। তা তোব কি বল না—আমার দাঁড়ি এখন লম্বা হয়। তেতো হিঃ হিঃকরে আদি বাহু নেই। আমার ভূত করেছে, মাগীর গুণ্ডু আর আমি দেখতে লাগছি। আমি বুদেদাদাকে বাড়ীতে আনিবো।

মহা। তোর কথাই যে আসবে কেন?

জগ। এসবে, এসবে,—আমি তার কাছে গিয়ে বলবো, “আমি তোর জগাদাদা, আমার কাঁধে চেপে পেগানে এতবার বেড়াবি চল!” চাখাচাখি হ'লে যে আমার কথা আর ঠেলতে পারবে। ধব্ ধব্—বাতাটা মূচুড় ধর।

মহা। জগদীশ, তোমার যে প্রেম, তুমি মজাঝা, তোমার উপর আর আমার অধিকার নাই।

জগ। হাদে, তুই ও সব কি বলিস বল তো? বুদেদাদার কাছে লিখিনা কি?

মহা। সে না শেখালে আমার কে শেখাবে বল।

জগ। সাক্ষা, তা'র মা'মাগীর উপর তোর দরদ হয় নি কামনে?

মহা। না হ'লে আমি সেবা করতে আসবো কেন?

জগ। তোর চাই দরদ! মাগীর আকারটা দেখছিল? তবু একবার ছেলটাকে এনে দেখাতে লাগুনি?

মহা। কেন আনি না আনো? যে দিন ছেলের সঙ্গে মাগীর দেখা হবে, সে দিন যার শরীর থাকবে না।

জগ। না থাকে না থাকবে, বৈকে আর কি

করে, না হ'ল, এতবার চান্দুখান। দেখে যাবে।

মহা। সময় না হ'লে হ'ল, আর দেখা হবে না।

জগ।

বল?

বিশিষ্ট। মা, তুমি বেশ আমার বাপ প্রেম-প্রাণে কথা কও না। তুমি মানবের মত, মন কপাল করে বশ্য দিচ্ছে, পাশের দিবা কখনো করে।

মহা। কেন না, আমি তো তোমার কপাল, বাসি তোমার মেয়ে।

বিশিষ্ট। না মা, আমার হ'লিও না, আমি যখন বেগছি, তুমি আমার শরীরে অধিকার। আমার কে বাপ বলেছে, আমার শরীর আর তুমি ভিন্ন মত। বিচ্ছিন্ন না দাড়, আমার কন—সত্যই কি দেবদেব শাসন হ'লে তুমি জগদীশ করতেন?

মহা। মা, দেবদেব তো 'আজ' এতদূর এ কথা বলেছেন।

বিশিষ্ট। মা, কেন মা, আমার পত্র জানে ও বহুত? তবে কেন আমি তার চাকরী একদল ভুলতে পারি না? আমার কন—আমি জগদীশ আচ্ছন্ন? আমি ওর দিনে মুক্ত হ'ল না! আমি তো দেহ হ'ল পৃথক হ'লছি, তবে কেন দেহে জেড়ে ছোত পাচ্ছি না?

মহা। মা, তোমার যে প্রেমতা, তোমার প্রেমের হাতে অর্ঘ্য নিবে, দেহ ভুল করো।

বিশিষ্ট। সত্যই কি আমার বাসনা পূর্ণ হবে?

মহা। দেবমন্দিরে চণ্ড মা, দেবদেব স্বয়ং তোমার একটা বলবেন।

বিশিষ্ট। না মা, তোমার কথাতেই আমার, তোমার কথা দেবদেবের কথা পাব না, তোমার কথাতেই আমার চুনি, মত উকীলিক হয়েছে। আমি মা, তবু আমার পুত্র, মা, কেন বলছি, আমার কন—আমি আমার একটি মাদ গুণ কতটা আমি জানি? স্বপ্নে বাপ জবা দিবা পুত্রের, আমার বাপের এসো।

মহা। তুই সেরী পেদী কর্তব্য, একদল আমার আদর লাগে।

শকরাচারী

লাজানাপে পাকিস্তানী শরাজিত : বা,
আপনি কিরূপ লক্ষ্য করেছেন ?
না। বন ইনি পূর্ব-মুপবর।

—বিশদময়

তাই কহি শত্রুর লাজ পরিহরি—

বলিচ বিলাসে ময় বিলা-সামিনী,

রত্নরস-কৌতুক-কলাপে রত,

কিন্তু কোন আসক্তি হেরিনে কহ।

পূর্বে মুপবর,

ব্যক্তি হতন চাক কটাক-গ্রহণে।

এবে যেন শিক্ষার কারণ,

শিক্ষাভিঃ বালক যেনন,

অনিষ্টন কটাক-ঈক্ষণ করে।

অঙ্গপর্শে নাহি শিরণ,

মুখ-উচিচ নাহি আগ্রহ এখন,

মুগ্ধচিত্ত নহে সুরাপানে।

আনন্দিবহীন,

কামিনীর পক্ষ হই নীন,

শত নারী ঈর্ষান্বিত প্রভাবের রাজার।

লয়ে কুল্যাতী, গোপিনী বুকচী,

শ্রীপতির বাসনীলা বিহায়ে প্রাণ,

নারী মনে পিয়ার রাজার।

জনে জনে মানি পরায়ে :

ঈর্ষ্যান্বিত না চার মুখী

পক্ষপাত,

পূর্ণমনোরণ সবে রাজার সেবার।

কত মুপবর শুনিবে বচন

কাপে প্রাণ মম !

যেন কোন পূর্বপতি হয় উদ্বীপন,

বিমন সতত হেরি !

তাই জ্ঞান হয়,

বুঝি যতীষর কোন মহাপদ,

পশি মুত মুপতির কার

ভোগ ইচ্ছা করেন এখন।

মহী : বন্ধিনী শকরাচারী সম ভূমি রাণী,

করেছ বরূপ করমান।

ভবে কি উপায়

গোপিত্রে আনন্দিবহিতে মুপদেহ ?

ইদানে বন্ধি আনন্দ

ভোগে অরমান প্রাণ

ভোগে আছে

প্রবেশবে নিজদেহে।

সরমা : কর, কংস, উপারবিধান,

আনন্দিবহি মোরা যবে

নিশিদিন আনন্দিবহি বিকল পতন।

মহী : না, কংসেরা মজনা করে শুভদেহে মুত প্রেরণ

করেছি, যখন শবদেহ পানে তখনই তা দহ

করবে। প্রতি শবদেহের মূলা শত মুজা, আন

যোগীর শবদেহের মূলা শত মুজা যোগ্য

করেছি। উপহিত এ উপার ভিন্ন অবদ কোন

উপায় তো লক্ষিত হুচে না।

সরমা : বাবা, এ কার্য আমাদের পূর্বেই করা

উচিত ছিল। যেকপ লক্ষণ দেখছি, বহুদিন

যে যোগীর এ দেহে অবস্থান করবেন, যেকপ

সম্ভব নয়। পূর্বপতি জাগরিত হ'লেই যোগীর

নিদ্রাসেই গ্রহণ করবেন। তৎপর হউন, অতাই

দত নিবৃত্ত করুন।

মহী : হ্যাঁ মা, দ্রুত হওয়াই চাইবা। করদিন

করেকজন যোগীপুরুষ মহারাজের অনুসন্ধান

কাজে, আমি তাদের প্রাজপরে অঙ্গা নিবারণ

করেছি; বোধ হয়, এই যোগিবরেরই তারা শিষ্য,

শ্রুতর সন্ধানে এসেছে, যেকপ গোবন্ধনা

মীননাথের অনুসন্ধানে এসেছিলেন।

সরমা : দতক থাকুন, কোনরূপে না বাধাধর্শন পায়।

[উভয়ের উভর দিকে প্রস্থান।]

পঞ্চম গর্তাক

নগরপ্রান্তে পথিপাশে বটবৃক্ষতল।

শান্তিরাম প্রভৃতি শকরাচার্যের শিষ্যগণ।

(গণপতির প্রবেশ)

শান্তি : দেখ দেখ, আমাদের সেই সহাবাসী গণপতি

নয় ? ওহে গণপতি—গণপতি—

গণ। (স্বগত) এই মজনে ! সেই শাস্ত্রে বোটা

শান্তি : কি হে গণপতি, চিন্তে পাচ্ছ না না কি

গণ। ভূমিও চলেছ, আমিও চলেছি, চেনাচিন্তে

কাজ কি ?

শান্তি : কেমন আছি ?

গণ। কেমন কেমন আছি ? বাবা, আমি সাত

বুঝে চলে এসেছি, কিছু পেলো? না জন
তোলা আর পা টেগাই গার!

শান্তি। ভরপুর পেয়েছি, শুকদেবের সমস্যায়ে অভাব
কিসের?

গণ। তা তো বটে, অভাব অন্নবস্ত্রের!

শান্তি। তুমি কোথাও কিছু পেলো না কি?

গণ। কোথাও কিছু নেই—বুঝে? বুদ্ধির জোরে
যে যা করে নিতে পারে।

শান্তি। তোমারি তো বুদ্ধি কিছু কম নয়, কিছু
বাগানে?

গণ। বাগানে কি, তেমন বাগমাকিল তো
পাচ্ছিনে, নইলে এখানে গোগাড়া খাচ্ছিল!

শান্তি। হল না, আমবাই না হয়, তোমার তেল
হুতি।

গণ। জাল তা যদি হও, তা হ'লে বাপের কাজ
করো।

শান্তি। কি মেঘাটাই বলো!

গণ। দেখ, এ দেশের রাজা বেটা ম'রে গিয়েছে মনে
ক'রে চিত্তের উড়াতে যাচ্ছিল, পায়কা বেচে
উঠেছে। এই না—নগরে দিনরাত্রি আমন
চলেছে। সন্ন্যাসিনী-কাকার খুব আদর,
রাষ্ট্রদেব কাছে পর্যন্ত গেলো পারে! আর
খানি পুর খুঁজছে, কিনে রাজাকে বশ করতে
পারবে। দাবির প্রায় এক হাজার—পরমা
সুন্দরী। বাগা-দুটি লাগতে পায়কা প্রান্ত
ওটা হাটতে লাগতে পাশ! তোমরা যদি
আমের শিক হয়ে আমার জাহিদ করো, তা হ'লে
বেশ মহাশয় পাকি যাক। কামিনী চাও—
কামিনী, কামিনী ও কামিন, সব বকম মজা
চলে। আর পরস মাম, রাজার মাগাধ দিয়ে
পা দাও।

শান্তি। তা আমায় শিক হ'ব কেন, তুমি কেন আমা-
দের শিক হও না?

গণ। আরে শোন না, শান্তি কে এমন তোমাদের
মত মনে দিয়ে থাকবে? শান্তি না! তাই মনে
কচ্ছি, আমি থাকবো মৌলী, তোমরা সব বুলি
কাড়বে। এই এক গাতি মনে বেলী চাপ,
জাও নিও।

শান্তি। রাজার সঙ্গে আলাপ চলেছে?

গণ। সে তো নাই বাবা। রাজা যদি আমার

রাষ্ট্রদেব নিয়ে আছে—দিনরাত্রি সরাপ চলে—
আমোদ চলে—গান চলে।

শান্তি। রাজার সঙ্গে কেউ কি দেখা করতে পারে
না?

গণ। হুগকটা গাইয়ে শুণীকে কখনো ডাকে।
সন্ন্যাসি-কাকিরের রাজার কাছে যেসবার বো
নাই; মজী বেটারা খেদিয়ে দেয়। এত মজার
দেশ—বুড়ো, একটা মড়া—একশো একশো
টাকার বিক্রেত, সন্ন্যাসী-মুক্দেরের দাম হাজার
টাকা।

শান্তি। মুক্দের নিয়ে কি করে?

গণ। কি জানি, বেটা বাপের পিণ্ডি উড়ায়! তিগা-
স্তর মাঠে রাগের চিত্তের মত চলি জ্বলে, পুণ-
কায় ক'দে দিনরাত্রি মড়া এনে কেদে।

(সন্ন্যাসনের প্রবেশ)

শান্তি। (সন্ন্যাসনের নিকটবর্তী হইয়া জনান্তিকে)
সন্ন্যাস, ওদিকে এই স্থানে নিশ্চয় আছে।

সন্ন্যাস। (জনান্তিকে) আমারও তাই অনুমান
হয়। নগর ভ্রমণ ক'রে দেখেছি, পরবাসীরা
দিয়েছেন, জানাল মগ, —কোণাও দোণ, শোক,
দেহ ম'রে। অতি সুখবতার রাজ্য পাই-
চানিত। প্রত্যক্ষ পবম্পর উপা-দেববর্জিত,
যেমন এক পরিচয় বশে প্রত্যক্ষ বাস বচ্ছে।
প্রত্যক্ষ, উপস্থানে দেখেছি—সাময়িক শত,
সাময়িক কল্পমূল অপরাধগুরুত্ব বরষী উৎসাহিত
করেছেন।

গণ। (স্বগত) শি লোবলি বছে! (প্রকাশে)
কি হে, তোমাদের আচার্য্য এখানে এসেছেন
না কি?

সন্ন্যাস। তিনি কামরূপী, সর্বস্থানেই বিরাজমান।
(জনান্তিকে শান্তিরাদেবের প্রতি) এসো, রাজার
সহিত কোনরূপে সাগাং করা প্রয়োজন।

গণ। ওহে সন্ন্যাস—ওহে সন্ন্যাস! না—পদপাণি
না বসে, কি উত্তর দেবে না?

সন্ন্যাস। না, তুমি পদপাণি বলো নাই, তোমার
সঙ্গে আলাপ করণো না। (জনান্তিকে শান্তি
বামের প্রতি) এসো, রাজার সহিত সাগাংয়ের
কিরূপ উপায় হয়, দেখি। বোধ হয়, মহাপুরুষ
যে সকলোই প্রবেশ করেছেন, কোন বিচক্ষণ

যাকি তা জন্মান করেছেন, এই কল শব্দেই
বাহন করে। শিব গুরুদেবের কলীয়ে না
প্রত্যগমন করলে বিশেষ আশঙ্কা আছে।

[সম্পতি ব্যক্তিগত সকলের প্রধান।

ব্যাটারা কি বলাবলি করলে, কি হাওর
কিরচে। এই সেই তান্ত্রিক ব্যাটা, যে ব্যাটা
শঙ্করাচার্যের ভব করে। গুরুজি, গুরুজি,
শোনো শোনো—

(উপভোগ্যের প্রবেশ)

প্র। কি বলছ?

। যদি ছোটো একটা বিশেষ ছাড়ো, তুমি বা
খুঁজছ, আমি বলে দিই।

প্র। আমি কি খুঁজছি? কি বলে দেবে?

। আরে, আমার চিনতে পাচ্ছ না? কালীতে
তোমার সঙ্গে দেখা। আমি শঙ্করাচার্যের শিষ্য
ছিলেম, তুমিও তরী খইয়ে নিলেছ। তবে
তোমার কাছে চা-চাটা শিখে নিলেছি বটে,
তাইতে একরকম চলে যাচ্ছে।

। না, আমি আর তাঁর অনুসন্ধান করি না।

। বাবা, আমার চেয়েও সাক্ষি মিথ্যা ঝাড়তে
জানো! তা শোনো, শঙ্করাচার্যের শিষ্যেরা সব
এসেছে, এইখানেই শঙ্করাচার্য কোথায় আছে।

। আজ্ঞা, তুমি আমার নিকটে কি বিজ্ঞা চাও?

। ঐ ভেলকি বিজ্ঞা—গলোকে সোনা করা
শেখাবে?

। হ্যাঁ, শেখাবো। তুমি যদি আমি সেকপ
বলি, সেইরূপ করে আমার কার্যের সহায়তা
করো।

। কি করতে হবে, বলো?

। কিন্তু দেখো, যদি আমার সহিত প্রতারণা
করো, কি আমার মন্থনা প্রকাশ করো, তা হলে
তোমার নিস্তার নাই; বরং শিবও তোমার
পক্ষা করতে পারবেন না। আমার পক্ষি
দেখো—(খুলিয়ুই লইয়া মণ্ডুখস্থ বটবৃক্ষে
নিষ্কেপ ও বৃক্ষের অগ্নিরা উঠা, পুনরায় ধূলি-
নিষ্কেপ ও বৃক্ষের পূর্বাধ্বাশ্রয়ি)

। তুমি আমার পরম-বাবা, তুমি কি বলবে,
আমি তাই শুনবো।

। এই পুণ্ড্র নামে রাগের কাছে হার মানবে

গণ। বাবা, দয়ায় তো হকুম দিলে, আমার চুকলে
দেবে কেন?

উগ্র। এই তোমার মস্তকে সিদ্ধের চিহ্ন দিচ্ছি
কেউ তোমার নিবারণ করবে না।

(উপ দেওন)

গণ। (স্বগত) বাবা! এ বেটা আজ্ঞা বুজুক তো!
বেটার কাছে থাকতে হ'লো! তবে মল-মল
ঘাটে, মড়া খায়, এতেই বেটার কাছ থেকে
স'রে পড়েছিলুম।

উগ্র। কি ভাবছো?

গণ। বাবা, তোমার গোলাম বাবা, তোমার প্রাণ
সংপূর্ণ বন্ধি। আমি সোনা করা বিশেষ-টিতে
চাই না—ঐ সিদ্ধ-পড়াটা শিখিয়ে দিও।
সেখানে সেখানে যেতে পারলেই আমি এক-
রকম চালিয়ে নেব। এখন কি করতে হবে, বল?

উগ্র। রাগিকে এই কলটি দাও তো। (পুষ প্রদান)
বলো,—এই কল রাগাকে উকতে দিলে রাজা
তাঁর বশীভূত হবেন, আর কয়েকটি রমণী তাঁর
নিকট পার্ঠাবো, তাঁদের অষ্টগ্রহের সেনা সাজার
সঙ্গে থাকতে যেন। বলো, তা হ'লে আর
রাজশরীর ত্যাগ করে যোগী নিজশরীরে যেতে
পারবে না।

গণ। বাবাঠাকুর, ব্যাপারখানা কি?

উগ্র। পরে জানবে, শও—আজ্ঞামত কার্য
করো।

[সম্পত্তির প্রধান।

নিশ্চয় রাজশরীরে শঙ্করাচার্য প্রবেশ করেছেন।
রাজাকে বলি দিতে পারলেই যোগিবরকে বলি
প্রদান করা হবে, আমি অষ্টমিদি দাত করবো।
এখন যাই, অবিন্দ্য-অজিত নারিকায়ণকে
আহ্বান করে রাজসমীপে প্রবেশ করি।
তারা সম্ভাবিত পূর্বসূরী রাজাকে স্বয়ং করে রাগকে
নিশ্চয় পারবে।

[প্রস্থান।

(সনন্দন, শাক্তিরাম ও শিষ্যগণের প্রবেশ)

সনন্দন। তাই, মর্কনাশ! কোন প্রকারে তো
হাসিন্দন পাওয়া গেল না। শঙ্করাচার্য রাজার
নিকট যাকিমা একবারেই গিয়ে। গুরুদেব

তো দেখছি, মহামারীর প্রকাবে রাজপুত্রের
জীবন হয়েছে। এ দিকে তো শবদেহ নাহনের
আজ্ঞা প্রচার হয়েছে। কি জানি, যদি কোন
শতদুর দূত শুকনোবেতের কোষের সম্মান পায়,—
তা হ'লে তো-দেহ দগ্ধ হবে। আমাদের মধ্যে
যারা দেহরক্ষার্থে নিযুক্ত আছে, তারা তো রাজ-
শক্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না। বিষম
দুর্ভাগ্য উপস্থিত। শুকনোবেতের স্বয়ং না উপায় করলে
তো উপায় দেখা দিবে না। আর, আহুতি সন্তান-
গণের প্রতি বিরূপ হয়নি না। আর, স্বয়ং উপায়
উদ্ভাবন করুন।

(মহামারীর প্রবেশ)

মহা।—

(গীত)

পূরনে পরে মাধবের বাঁধন, গুললে গোমে ন-
কটি দিয়ে কাঁটা কোণা কথায় চলে না।

সোনার সোঁহায় দশে বাঁধে,

তবে লোকের শেকল খসে,

যত্নে গড়ে সোনার শেকল কিন্তে বিসে না।

সে শেকল দুলে কোঁহার, আঁতে আঁতে বাঁধনি তাই,

হাব ব'লে পরেই গলে, অমনি ফেলে না।

লোকের শেকল মনে হ'লে,

তখন তার সে শেবল গোঁলে,

তোম, যে তোম এমোত, তোম না কোঁহে, না।

মনন্দন। দেখ—এক ভাই এ তো সামান্য রমণী

নয়। সঙ্গীতের ভার বেঁচেছে, তেনে দাবন প্রণী

দুর্ভাগ্যবশে অবগত। সঙ্গীতস্থলে আমাদের

উপদেশ প্রদান করলে, যেন—নিজামারাব সংসর্গে

বিস্তারিত ও অবিষ্টামার পুরুষের দ্বন্দ্ব না হ'লে

জীবের চৈতন্যলাভ হয় না। (মহামারীর

প্রতি) যা, তুমি কে গো?

মহা। তোমাদের মা।

মনন্দন। যদি যা, মহা বিপদে আমাদের উপায়

করুন।

মহা। তাই তো এসেছি। এ দেশে রাজদর্শন

পাবে না। এস, তোমাদের গায়ক ও বাদ্যী

মাতিয়ে দেই।

মনন্দন। মা, আমরা তো ব্রহ্মবিদ্যা ও সঙ্গীত বিদ্যা

কোন বিদ্যাই অবগত নই।

মহা। এসে, আমরা তোমাদের শিখিয়ে দেবো।

মনন্দন। (অজ্ঞাত শিষ্যগণের প্রতি) এসো—

শান্তি। কি হে, এ উদ্ভাবনীয় সঙ্গ কোঁহার বাবে?

আমাদের একমিনে সঙ্গীত-বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যাত

হবে না কি? অপর উপায় করা কর্তব্য।

মনন্দন। তাই তোমরা প্রত্যক্ষ মহাদেবীকে সিন্তে

পাক না? ইমি ব্যতীত উপায় নাই।

শান্তি। তাকে ধরো। তুমিই আমাদের স্নেহা,

যেক্রপ বলবে তাই করবো।

[সকলের প্রস্থান।]

ষষ্ঠ গর্তাঙ্ক

অমরক রাজার বিশ্রাম-গৃহ।

সরমা ও অঙ্গালিকা।

সরমা। রাজাকে কলটি শুকতে দেবো কি না?

অঙ্গালিকা। কি জানি যদি কিছু অনিষ্ট হ'ত।

আমার এ সম্বন্ধেই বিশ্বাস হয় না।

অঙ্গালিকা। কল শুঁকে কি আর অনিষ্ট হবে?

সরমা। * অবশ্য কোন অবিষ্টাশক্তির প্রভাব এই

মূলে আছে। এ সম্বাসী শক্তিসম্পন্ন, আমার

বারণা হয়েছে; কিন্তু এ শক্তি সংসারের অহিত

সাধক। যদি কোন যোগিরাজ মহারাজের

শরীরে সত্যই প্রবেশ করে থাকেন, তিনি রাজ-

দেহে অবস্থান করুন, এই আমাদের কামনা;

কিন্তু তাঁর কোন অনিষ্ট না ঘটে। লোকের অনিষ্ট-

সাধনে মহাপাপের দগ্ধ হয়।

অঙ্গালিকা। দিদি, যে পথে চলেছ, সেই পথেই

চলো। যোগিরাজকে রাজদেহ হ'তে বহির্গত

হ'তে দেওয়া কোনরূপেই উচিত নয়। তা হ'লে

আমাদের বৈধব্য ঘটেবে, রাজ্য হারবারে বাবে।

যদি উপায় থাকে, কেন না করবো? তোমার

যদি ভব হয়, আমার লাগ, আমি কল শৌঁকাচ্ছি।

সরমা। কিন্তু * এই যোগীর নিকট কি পণ

করেছি, জানো? যদি আমাদের কার্যসিদ্ধি হয়,

মহারাজকে নিয়ে ঘোষা সন্ধানের উপস্থিত

হ'তে হবে। দাস-দাসী কারোও সঙ্গে নিতে

পারবে না।

মহা। যে তখন দেখা যাবে।

সরমা। * কল শৌঁকাতে রাজ শৌঁকাচ্ছি। কিন্তু ঘোষা

২০০০ সন্ধ্যাসা—কাল্পনিক। কাপালিকদের

কাজবলি, যোগিবলি প্রয়োজন হয়।

না। না না, তোমার ভাই সকলেই সম্বন্ধ।

আমরা কীকো কোটে ধরেছিলাম, তাই আমাদের প্রতি কৃপা করেছেন।

না। আচ্ছা ভাই, তোমার কথাই শুনি, ফুল শৌকোবো।

(অমরক রাজদেহাশ্রিত শঙ্করাচার্যের প্রবেশ)

র। দেখ দেখ স্বপ্নের সংসার,

স্বপ্ন বিনা কিছু নহে আর।

ভোজবালি প্রায়

এই আছে এই কোথা যায়,

নির্ণয় না হয় কিছু তার।

বুঝ কিবা স্বপ্নের প্রভাব।

স্বপ্ন-পাঠিত বহে অনন্ত সময়

বর্ণ মণ্ড রসাতল—অনন্ত এ স্থান,

স্বপ্ন-বিনির্মিত।

ব্যাস ধর্মীর স্বপ্ন জগৎ চক্রমা তপন,

স্বপ্ন অনন্ত বিশ্ব স্বপ্নে সৃজিত।

বার স্বপ্ন—

প্রথম—স্বপ্ন বুদ্ধি—স্বপ্ন সকলি।

ত্যা কিবা কে জানে সন্ধান।

দ্বিতীয়—জানবান্

ত্যা-তব করিবে প্রচার;

তমেনে এ স্বপ্নঘোর হবে বিদলিত।

মহারাজ, দেখুন, কেমন সুন্দর ফুল—

মন সুন্দর আশ্রয়।

(ফুল লইয়া আশ্রয়পূর্বক) কে বলে

!—এই তো, এই তো সব বিদ্যমান—এই

সুন্দর সংসার।

মহারাজ, ফুলটি সুন্দর নয়?

ফুল নহে সুন্দর সুন্দরী—

করপক্ষে সুন্দর কুমুদ,

মার অধর-রাশি সজ্জিত প্রস্থ,

ভক্ত—পরশি তব কর,

ধর্য্য-পাঠিত তব কার।

।। প্রিয়ে বিলম্ব না কর,

সুখার আশে তুমিত এ প্রাণ,

যি অনল খেলে কটাক্ষে তোমার।

আশ্রয়নে কর ত্যাগতল।

আনন্দ—আনন্দ—অনন্ত অনল,

ভোগত্যাগ-হলাহল হউক প্রবণ,

ভোগমাত্র মার বস্ত মানব-জীবনে।

(নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি)

মরি মরি! বাসাক্ষ-বিনিঃসৃত কি সুন্দর গান!

অনিলে মিশিল যেন।

সঙ্গীতনিপুণ কেবা সহচরী তব?

বিমুগ্ধকারিণীগণে আন সরিধানে।

অশালিকা। (নেপথ্যে দৃষ্টপাত করিয়া সরসার প্রতি

জনাস্তিকে) দিদি, বোধ হয়, সন্ন্যাসী কাদের গান

করতে পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন, তারা

আসচে।

(উগ্রভৈরব-পেরিত অবিদ্যা-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ)

(নৃত্য-গীত)

চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, বইছে মলয়-বার।

সোহাগে গাইছে পাখী, চাকায় উধাও যায়।

অবশে এলোকেশে, অরুণ-আধি চাঁদ আবেশে,

কঁচনী পড়ে বসে, কান্তর শিখাসায়।

ভর পানিপা-জলে, তরঙ্গ রঙ্গে চলে,

হিরোলে কমল মেলে, উথলে মধু যায়।

শঙ্কর। মাত পাগ, কর পান আনন্দলহরী,

গাও গাও, সুরাপাত দেহ বিমুগ্ধি।

ভোল তান—মত্ত কর প্রাণ—

বয়ে দাক বিলাস নিদার।

(বিদ্যাসঙ্গিনীগণ সহ মহাশায়া ও যথাস্থে বসন্তন,

শাস্ত্রবাস প্রভৃতি শঙ্করাচার্যের শিষ্যগণের প্রবেশ)

(গীত)

কাতব কাত। কস্তে পুত্রঃ, সত্যোহমতীবিচিহ্নঃ।

কুং বা কুত আয়াতস্তত্র চিহ্নি তদিতঃ জাতঃ॥

মা কুরু বনজনবোবনগর্ষং,

হরতি নিমেষাৎ কাঃ সন্ধম।

মাদ্রাময়মিদমখিলং হিহা,

ব্রহ্মপদং প্রেরিশাত বিদিতা।

নহিনীমসগতলগমতিতরলং,

তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম।

কথমিহ সঙ্কসমধতিবকাঃ,

ভবতি ভাব্যবতরণে নৌকা॥

গিরি-প্রহাবলী

পাবজন্যে আবরণ,

আবজননী-জঠরে শরৎ

ইতি সপারে ক্ষুণ্ণতর প্রাণ;

কথামিহ মানব হৃদয় হতে যঃ ॥

বামিন্ত্রী সাজপ্রাণ; শিশিরবস্ত্রী পুনরাশ্রয়ঃ

সঃ ক্রীড়তি গজত্যাগুস্তপি ন মুখ্যত্যাগাবয়ঃ ॥

অমরবসন্তিরতনতলবাসঃ,

শয্যা কৃতবসন্তিনঃ বাসঃ

মর্যপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ,

কন্তু স্তম্ভ ন করোতি বিরামঃ ॥

অষ্ট কুলালোঃ মধু সুবাসঃ,

বসন্তপুণ্ডরিকক-কুশাঃ ॥

ন ই নাইং নায়ং শোক-

করণ কিমর্থং ক্রি ত শোকঃ ॥

নিষ্ঠাবৎ ক্রীড়াসময়কণ্ঠগজহৃদীরন্তঃ

কৃত্যবচ্ছিন্নাঙ্গঃ পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লয়ঃ ॥

কির। এ কি এ বি, বোর আবরণ!

মত্রে বোধ অনিত্য প্রপনে।

কি বোধ হলেন—

বসন্ত আবৃত এই স্থানে;

দিকবাঈ আশ্রয় বন্ধ এই ক্ষুণ্ণ দেহে।

(আবিন্দ্যাসিনীগণের নীত)

রমণী রমণকুশলা।

করে প্রমা পেছনে তব মনল বিদ্যমান,

শিগরে আবেশতবে প্ররত-বিশ্রাম ॥

গরুর। যাও যাও—

নাহি আর মাধুরী এ গীতে,

জ্ঞানাক্ষেপে বিকসিত চিত্ত-পতঙ্গ;

বিদূষিত আবেশ আশার।

আর বন্ধ রাখিতে নাশিব।

দেহ হ'তে পৃথক্ তো আমি।

কিন্তু চোরা পথ?

কোন পথে হব বাহিগত?

আবিন্দ্যাসিনীগণ। মহারানি, মহারানি,—এদের

আকিড়ে জেব, নইলে সর্বনাশ হবে।

মহারানি। (আবিন্দ্যাসিনীগণের পতি)

এলো, বেশে আনার পরীকে,

আর কার নাহি অধিকার।

বাস গন্ত, সুদিন আগত,

নাহি রবে মাদার প্রভাব আর।

এলো বিদ্যাক্ষেপে হই পরিণত;

প্রাক্তি স্থান নাহি যথা অধিকার।

(বিদ্যা ও আবিন্দ্যাসিনীগণের পরস্পর মিলিত)

হইয়া মহামাদার সহিত প্রহান।

গরুর। মত্রে মত্রে, এই তো নেহারি—

মন নিজ স্থান পরিদ্বি

ভমে গুহ-লিঙ্গ-নাভিহলে,

কামদুর্গ স্থান,—পাশবীর ইচ্ছার প্রসুতি।

এই কলুষিত স্থানে ভমে সদা মন।

দাম্যন্ত মক্ষিকা যথা পুরীষ-প্রহানী,

সেইরূপ নিম্ন-পদমলে ভমে মন,

জড়প্রায় নাহি কোন জ্ঞান।

কংপদ—যথা অক্ষজ্যোতি দীপ্তিমান—

বারেক না উত্তিবারে চার।

উঠ মন। তুমি অধুমক্ষিকার আর,

দুঃপদে বসি হের

উজ্জ্বল পদ কঠমাথে রাজিত ঘোড়শরতে,

অনন্ত ভ্রম ব্রহ্মগাথা ইত্যেহ গান,

অন্ত শব্দ তরু সমুদয়।

উঠ উচ্চতর—জ্বর-মানসে,

নেহার দিমল-গগ্ন দামিনী-পঠিত যেন,

প্রোতিগম্য স্থান।

২৩ স্থির! হের মন—

কিবা বাবদান

তুমি আর মহাবীর পদমাঝে।

কর মট্ পদ ভেদ,

ব্রহ্মরক্ষে হের স্তম্ভপদ

ব্রহ্মরক্ষে পদ—ব্রহ্মরক্ষে যথা।

দে পদপাদ—

ব্রহ্মরক্ষ ভেদ করিয়া শঙ্করাচার্যের অধরকরাক্ষদেহ
পরিভাগকরণ এবং শঙ্করাচার্যের শিষ্ণুগণের প্রহান।

অদ্য। সর্বনাশ হ'লো, সর্বনাশ হ'লো। কে
আচ্ছ, বাক্যবদ্ধকে সংবাদ দাও।

গরুর। কতক সংবাদ দেবে? বোদিরাজ রাজ-
দেহ দখিলাদ করছেন। এসে, আমরা

প্রস্তুত হই, চিত্তাভঙ্গ বৈধব্য-যন্ত্রণা নিবারণ
করবো। চলো, রাজদেহ ভুলসীমকে সন্নে বাই।

মগুন মিশ্রের বাঁচী।

মগুন মিশ্র।

মগুন। এতদিন এক স্রোতে বহিত সময়,
অন্তরের বন্দন মম না ছিল কখন;
এবে সন্ধিস্থলে উপনীত জীবন-প্রবাহ।
*[অজানিত বিস্তৃত সমুদ্রে পহাঁচায়,—
একদিকে টানে বাসনার,
অন্যদিকে বৈরাগ্যের আকর্ষণ।
আকর্ষণে ছিন্ন হয় বাসনা-বন্ধন,
কিন্তু বাজে বেদনা ফসরে।
সত্য জ্ঞান করিভাম বাহা,
অশোভিত স্নানর সংসার,
বিবেক দেখায় তাহা প্রপঞ্চ কেবল।
মহা বন্দ—হয় তাহে আকুলিত মন।
সত্যমুক্তি হেরি হয় ভয়ের সঞ্চার।
প্রপঞ্চ সকলি।
জ্ঞানান্দোলক-খলকে ব্যথিত হয় প্রাণ।
সত্য মুক্তি নমোহর বিবেক-নয়নে,
বাসনা-জড়িত চিত্ত করে নিচলিত।]*

(উভয়ভারতীর প্রবেশ)

উভয়। কি মিশ্রমশায়, আমায় ছেড়ে যেতে চান—
বাণেন, তার আর ভাবনা কি? কিন্তু আচার্য্য
আমায় না পরিত্যক্ত করলে আমি ছেড়ে দেব
না। আমার সহিত মাসান্তে বিচার করবেন
বলেছিলেন। কিন্তু কই, একমাসের অধিক তো
অতীত হয়েছে। তবে আর কেন, এসো—গেমন
ছিলুম, তেমনি থাকি।

মগুন। আমার ইচ্ছা বটে, কিন্তু যেমন ছিলুম,
তেমন আর থাকবার উপায় নাই। ইচ্ছা
হয়, আবার বিশ্বাস করি—সকলই সত্য, কিন্তু
উপায় নাই। যখন ছিন্ন চিত্তায় রমি, আচার্য্য
শ্রবণ করে চিত্তপ্রবাহ যে কোথায় যায়,
তা নির্ণয় করতে পারি, অক্ষম। আনন্দময়
অঙ্গীর সাগরের আভাস যেন চক্ষে নিপতিত
হয়! যেন হয়, স্বর্গারি তুচ্ছ কামিনী লগ্নে নি
প্রকারে এতদিন করুণাক্ষে নিবৃত্ত ছিলেম।
ভেবেছিলাম, করুণই সর্বস্ব, কিন্তু কেন—বিশ্বের

আমার করুণ কি? কিন্তু সেই
আবার তোমার করুণর স্তনুতে পাই,
সকলই মন-পথে পতিত হয়, তখনই
কেন—কেন, এই তো ভোগের
মোক্ষ, অপর মোক্ষ কি?*

উভয়। অবশ্য গভীর হয়ে কথাবার্তা কইলে পারি
কিন্তু তোমার কাছে থাকবো না। হারিয়ে
কি ভুলই দেখালুম। আমি চ'লে গেলে কেন
তুমি বাঁচো।

মগুন। তোমার আজ এ কৌতুক-কলাপ কি
নিমিত্ত? দেখছি, তোমার চিত্ত অতি প্রকট;
বোধ হয়, আমার প্রতি ঘোষ দিয়ে, তুমি ইচ্ছা
করেই চ'লে যেতে চাচ্ছে।

উভয়। কোথায় চ'লে যাব? আমার বাওরা ইচ্ছা?
এতদিন বিচ্ছেদের আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা আর
থাকবে না।

মগুন। তোমার কথাই ভাবত আমার অহুত্ব
হচ্ছে না। তোমার মুখে কদাচ অসঙ্গত কথা
নির্গত হবে না। তুমি এই বৃত্তার জাগার
সংসারে বলছ—চিরদিন অবচ্ছেদে থাকবো?
যদি বিচ্ছেদ না হয়, সে তো কেবল
মরণাবধি।

উভয়। জীবন-মরণ আমাদের তো নাই; আমরা
পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ, সে বন্ধন মৃত্যুতে
ছিঁড়ে পাবো না। আজ এই অনিত্য বন্ধন-
মুক্ত হয়ে সেই চির-বন্ধনে পরস্পরে এক হয়ে
থাকবো।

* [মগুন। উভয়ভারতী—উভয়ভারতী, তুমি কি
আমায় ছেড়ে যাবে?

উভয়। দিন দিন তুমি ত ভারি পণ্ডিত হচ্ছে!
অবচ্ছেদের নাম বুঝি ছেড়ে যাবে! তুমি
মনে করছ, বুঝি সম্যাস নিয়ে আমায় ছেড়ে
জানাবে? তা ছাড়বে না—পালাতে পারবে
না। আর পালাবেই না কোথায়? তোমার
আচার্য্য আর আমার সঙ্গে বিচার করতে আসবে
না। আমার আশি কঠিন শাস্ত্রের তর্ক, এ পণ্ডে
শেখে না, ঠেকে শেখে।]* মিশ্র, মিশ্র—শতকণ
উপহিত, এই যে তোমার আচার্য্য।

(শতকণাচার্য্যের প্রবেশ)

বাবা, আমি পরাস্ত।

৩য় বালক। না ভাই, এখন তুমি চোর হয়েছ, থেলা দাও।

(থাবার হস্তে থাবার প্রবেশ ও চূপ করিয়া একস্থানে উপবেশন)

এই হাবা এসে বসেছে।

১ম বালক। (অস্তিত্ব বালকের প্রতি) ওরে, থাবার নিয়ে এসেছে, খাই আয়।

২য় বালক। কেন ওর থাবার কেড়ে খাবি?

৩য় বালক। তোয় ইচ্ছা না হয়, তুই খাস্ নি।

(থাবার হস্তে হইতে থাবার লইয়া ২য় বালক বাস্তীত সকলের আহার) হাবা, বুড়ী হোক, নাও চোখ বোজো, চোর হও।

১ম বালক। এই হাবা, চোখ টিপে ধর না, কিসের বুড়ী হলি? ধর না চোখ টিপে,—(মাথার চড় মারিয়া) এটা পারিস্ নে?

২য় বালক। কেন ওকে মারিস্? নে থেল।

(বালকগণের ক্রীড়া ও গীত)

হয়েছে—তু দিয়েছি, লুকাবো না, হেঁা দেখি?

তাড়া দাও, তা হইব না, চোর হয়েছ—চালাকি?

ছাই জানিন্ লুকোটুরি;

তুনি? তোর মুরোদ ভারি,

এক ছুটে হৌব বুড়ী, ভাস্বে তোর জাগী,

সাত চাঁদ গায়ে দেব, কাড়বো মাথার চক্কাফি।

(৩য় বালকের কুটরা আসিয়া প্রথমে হাবা বুড়ী বালক স্পর্শকরণ এবং তৎপশ্চাৎ ১ম বালকের ৩য় বালককে স্পর্শকরণ)

১ম বালক। আমি তোকে ছুঁয়েছি, তুই চোর হয়েছিলি।

৩য় বালক। আমি বুড়ী ছুঁলে, তার পর তুই আমায় ছুঁয়েছিলি।

১ম বালক। মিছে কথা বলিস্ নে, আমি আগে ছুঁয়েছি।

৩য় বালক। তুই মিছে কথা বলিস্ নি, আমি আগে বুড়ী ছুঁয়েছি।

১ম বালক। আচ্ছা, বুড়ী বলুক। হাবা, বল তো, আমি আগে ছুঁই নেই? আমি আগে ছুঁয়েছি, তার পর তু তোকে ছুঁয়েছে। বল না—বল না বোঁ! (প্রহারকরণ)

২য় বালক। কেন ওকে মারিস্—কেন ওকে মারিস?

১ম বালক। ওরে, ওর মা মাসছে—পালানি চল্। (বালকগণের পলায়ন)

(প্রভাকর ও তৎপারীর প্রবেশ)

প্রভাকর-পত্নী। দেখ দেখি বাঁদে বাঁদে মার খাচ্ছে। থাবার হাতে দিলে আরিবে আসে, আর ছেলেগুলো কেড়ে নেয়। তুমি তো ছেলেগুলোকে কিছু বলবে না। মেরে হাড় ভাঙো ক'রে নেয়, থাবারগুলো কেড়ে খায়।

প্রভাকর। আমি কিছু বলি নি, নি এতটাই চৈতন্ত হয়। এদের নদে খেলতে হোক রে, কি রাগ হয়,—তা হলো বুঝ্বে। এ জামিনকার হচ্ছে।

প্রভাকর-পত্নী। আর তোমার মার খেতে জানে কাজ নেই। গোড়ারমুখো ছেলেরা!—আমি আব বাছাকে বেরতে দেবো না।

(জনৈক প্রতিবাসীর প্রবেশ)

প্রতি। ওহে প্রভাকর—প্রভাকর, এই দিচ্ দিয়েই মহাপুরুষ যাবেন। তুমি একেবারে পায়ে ধ'রে পড়—আমি ছেলেটাকে পায়ে ফেলে দাও। ক্ষমতার কথা বল্বে কি হে, আমি সচক্ষে দেখুম, মরা ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিলে।

প্রভা-পত্নী। ইয়া জ্যাঠা,—সত্যি?

প্রতি। ইয়াগো, মরা ছেলে কোনো ক'রে মা-মামী কাঁচচে, তাদের ভাগ্যক্রমে সেই গান দিয়ে মহাপুরুষ যাচ্ছেন,—দেখে দয়া হগো, বলেন, 'কাঁদচো কেন, তোমার পুত্র ত মরে নাই।' ওমনি যতপুত্র যেন ঘুম ভেঙে উঠলো।

প্রভাকর। আমার প্রতি কি দয়া হবে?

প্রতি। অবশ্যই হবে, উনি দয়ার সাগর।

(শঙ্করাচার্য্য এবং মনন্দন, মণ্ডন মিশ্র, আমলগিবি,

চিংমুখ, তেটিকাচার্য্য, শান্তিরাগ

প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

শঙ্কর। হুরেবর, এ কোন দেশ? যেন কোন্ মহাপুরুষের আবাসস্থল বোধ হচ্ছে। দেখ দেখ,—মাধব-মাগটী পরম্পর আদিত্ত ও পশিত,

দুচ্ছরপ বস্তুগত স্বাক্ষর যেমন—

সেই নিত্য জ্ঞানরূপ বস্তুপ আনিব।

রূপাত্মী তব প্রভু, ব্যক্তিগত ভোগ্য,

তোমার, যে বিচার-বিহীন মহাশয়,

কটিকর পার্শ্ব বহুতরঙ্গ সঙ্গীতবে

আরও কটিক হয় জান,

চক্রে-প্রতিবিম্ব যথা চক্রে সঙ্গিলে

বহু চক্রে হয় আনন্দময়,

পরমাত্মা পরমপূর্ণা তুমি দেব,

তোমারি এ বহুভাবে যাঁহু পাকট,

চূর্ণ কর নিবারণে জান!

শঙ্কর। যে বানক, তুমি কী করছ? তোমার বস্তুগত

আনন্দভোগ্যের জ্ঞান বস্তুগত ভোগ্যের বস্তুগত

তুমি বস্তুগতক ভোগ্যের জ্ঞান সিদ্ধান্ত হও।

তুমি বস্তুগত ভোগ্যের জ্ঞান বস্তুগত বস্তুগত

তুমি বস্তুগতক ভোগ্যের জ্ঞান বস্তুগত

করো। (প্রত্যক্ষের প্রতি) প্রতিভা, প্রতিভা,

প্রত্যক্ষ দেখেছ—আমাদের পুত্র এক নয়!

আমনি গুলী; আমনি পুত্র আমনি পুত্র

জন নাই। এ পুত্রজন্য আমি দাম করুন,

প্রতি-পত্নী। না-না, আমার যেমন জড় ছেলে ছিল,

সেই জড় ছেলে থাকুক, আমার একজনক

ছেলে চাই না। আমি ও মস্তান তোমার

দেব না,—আমার বাচ্চা জড় হয়ে আমার

পথে থাকুক।

শঙ্কর। না বাচ্চা পুত্র বস্তু? অরণ করো তুমি

তোমার পুত্র-পুত্র বস্তু বস্তুয় জান কবুতে

নিবেদিত; আমার প্রতিষ্ঠ হয়ে তোমার

শক্তি পূর্ণায় নির্ভর হয়। এই সাধু তোমার

শোভনে জ্ঞান চিত্ত হয়ে তোমার শক্তির

প্রবেশ করেছেন। তুমি ভেবেছিলেন, তোমার

পুত্র বস্তুগত হয়েছিল—না নয়, তুমি এই

মহাপুরুষকে গৃহে লয়ে এসেছ। পুত্রের সংস্কার

অর্পণ করে, সেই নিমিত্ত জড়ের জ্ঞান ইনি

অবস্থান করছেন। এই সাধুর প্রসাবে ও

এদেশে শান্তিপূর্ণ। যা, তোমার গৃহ

নবায়ন আনন্দ, পুত্রভাবে তাঁর সেবা করো,

বাসনার জ্ঞান নবায়ন-পুত্র লাভ করবে।

প্রভা। লাক্ষ্মি, এসো—বৃহীত আমাদের বোধের

প্রদোষন নাই। পুত্রজন্যে এক দিন যে এই

একবিদ, মহাপুরুষের দেব, বস্তুগত পুত্রগত

প্রাপ্ত হয়েছি, সে আমাদের পুত্র ভোগ্যের

পুত্রের মস্তান ও বোধের পুত্র অর্পণ

করো।

প্রভা-পত্নী। বৃহীত, এ পুত্রের পুত্রগত পুত্রগত

যেই পুত্রগত পুত্রগত এক দিন পুত্রগত পুত্রগত

করেছি—পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত

মতি, আমনি পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত

অভ্যাসিনী

শঙ্কর। না বোধ, পুত্র পুত্রগত, পুত্রগত পুত্রগত

করো—পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত

পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত

পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত

পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত

পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত

পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত

পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত

(উভয়ের প্রস্থান)

প্রতি-পত্নী। পুত্র আমনি পুত্রগত পুত্রগত

আমনি পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত

পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত

(শঙ্করাচার্যের পদস্পর্শ করিয়া প্রণামকরণ)

শঙ্কর। দেবদেবের জ্ঞানকে অতিরে দিব্যজ্ঞান

লাভ করবে।

প্রতি। পুত্র, পুত্র আমনি পুত্রগত পুত্রগত

দর্শন, পুত্রগত ও আশীর্বাদ লাভ করবে।

(প্রতিবাসীর প্রস্থান)

শঙ্কর। এসো হস্তাশলক, তোমার কার্য বস্তুগত

হয়েছে। আমাদের এখনও বস্তুগত বস্তুগত

(আনন্দগিরির প্রতি) আনন্দগিরি তুমি যা

তোমার ভাষা জননমাজে পুত্রগত পুত্রগত

হবে। মনন, চিত্তবৃত্ত, তোমাদের পুত্রগত

পাঠেও আমি পরম তৃপ্তিলাভ করেছি

শঙ্কর। প্রভু, আমি অপরাধী, আপনি আমাকে

বস্তুগত আমনি পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত

আমনি পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত

বস্তুগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত

বস্তুগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত

বস্তুগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত

বস্তুগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত

বস্তুগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত পুত্রগত

শ্রীমতী। তুমিও, প্রাকৃতিক বস্তুবান্! আমারকে
তুমি মগন দেখে মগন ক'রে নাচপুতি
মিলরূপে তোমার কায়, মনোবী কায়।
কখন আমার ভাবের জীবাণু তুমি হবে।
কখনও, তুমি কোন আশ্রয় নেবে কি,
তুমি কে?

শ্রীমতী। অশ্রুত, অসংলগ্ন, অসংলগ্ন
আমি তোমার মনোবী

শ্রীমতী। তোমার প্রয়োজনিক্রমে মগন
করোঁকি। দেবী মনোবী তোমার গৃহ
আবদ্ধ ছিলো—এখন তোমার মনোবী,
মনোবী প্রকাশ টোকা মনোবী শক্তিতে প্রবৃত্ত
হয় না। (হস্তামলকের প্রতি) হস্তামলক,
তোমার তো কণ্ঠে নেই, তুমি মনোবীকে
যেমন ছিল এ আশ্রয় দেইনা। তা
তোমার কোন ভাব-রচনার সন্ধান করে
তোমার অশ্রুতের পিতৃ করবো না, তুমি
নিজের প্রকাশের সন্ধান করো।

(বালকের প্রতিশ্রুতি।)

শ্রীমতীর প্রবাস

শ্রীমতীর প্রবাস। শ্রীমতী মনোবী বন।
শ্রীমতীর প্রবাস।

শ্রীমতী। এ কোন্ মনোবী প্রকৃতি গেল কোন
গৌণিক শক্তিতে আগের। অকল্যাণ
মদিন, বিহীন বদহীন—কেন অকল্যাণ
আবাসন।

(শ্রীমতীর প্রবেশ।)

শ্রীমতী। প্রভু, আজ আপনাকে ছাড়বো না,
আমার সকলের মাঝে জিজ্ঞাসা করে
বজ্জা করে, সবাই হাসবে আনন্দে, এটা
এটা আশ্রয়। আজ একদা দেখেছি,
ছাড়বো না। আমার বড় গোল বেগে
গিয়েছে, আমি মেহাধীন—আমি কি বুঝতে
পারি না।

শ্রীমতী। কি বুঝতে পারো না?

শ্রীমতী। এই পুত্র বলেন,—অবিস্ময়, অসঙ্গ, অবঙ্গ,
সত্যবাদী এক প্রকৃতি নিভমান—আমি বসন্তে

মায়াবী আর দেবদেবী, নেভাছড়ি বা দেখানে
দেখেন, অমনি ছন্দে-বন্দে স্তব রচনা করেন।
গঙ্গা, নন্দা প্রভৃতি যে দেখানে নদী আছে,
এমন কি, তোমার নদী বদল যায় না, তার গুণ
আবধান,—দক্ষকেই তো মুক্তিযাত্রা বলেন।
বিশ্ব বৈষ্ণব এনে তাকেও বদলে দিচ্ছেন।
শৈব এনেও তাই,—এখানে যে উপাসক
আছে, বুঝে বুঝে গিয়ে তো তাদের পরাস্ত
করেন। এর বেশীটা ঠিক আর কোনটা
অসঙ্গ, আসি বুঝতে, বসন্ত?

শ্রীমতী। বসন্ত দিন দেখেছি রায়,

পূজা, স্তব, মাগাজ্ঞা অতি প্রয়োজন।

মুক্ত-আত্মা অহুতি রহেন পূজারত

বসন্ত দিন দেখেছি রায়।

শ্রীমতী। দাবী ক'রে দেখেছি রায়।

এই ভেদে মুক্ত-আত্মা

দেবদেবী-পূজারত।

দেবদেবী, দেবদেবী ক'রে মাগাজ্ঞা

বসন্তেই হয় মাগাজ্ঞা;

উপাসক বসন্তে আছে স্তব প্রিয় জান,

ধানমুগ্ধ অহনিশ রহে,

ইষ্ট-বুজি হেরে সে যদরে।

কমে দিব্য জ্ঞানোদয়

উপাসক সহিত হোবে যত্নে আপনি;

দেবদেবী উপাসনা তেই প্রয়োজন।

শ্রীমতী। প্রভু, আপনার কথা জারি গৌণিক,
যদিও সব প্রয়োজন, তবে দেশ-দেশে বুঝে
তর্ক করেন কেন?

শ্রীমতী। হীনবুদ্ধি নব, বিজ্ঞা-মতভবে

হীনজ্ঞান করে মুঢ় ভিন্ন মাগাজ্ঞাকে।

অহুতায় তাই আস্ত অস্ত সম্প্রদায়,

সত্য উপাসকি মাত্র কেবল তাহার।

শ্রীমতী। আর আপনাকে তো তাই বলেন, বলেন—
অবৈতবাদই সত্য, আর সব ঠিক নয়। যে যা
দলভে আছে, তুমি যখন পাবড়ে গিয়ে তো তার
মত উল্টে দেন।

শ্রীমতী। দিব্যজ্ঞান হলে মনে কেই ভাগ্যবান,

ইষ্ট তার হৃদয়েই ইষ্টের বিরূপ

নিভ্যানন্দায় কিছু ব্যাপ্ত চরাচরে,

ইষ্ট ধার প্রিয় নিজ গয়,

তাকে রাই বিরত সে যত্নবান মনে।
ভক্তি, আতি, প্রিয়—এই মহাবাক্যের
কবিতা, বাণেশ, মন তরুণ প্রয়োজন,
ইহার অধিক নাহি পাশ্চাত্যিক আর।
সেই প্রিয় বৈজ্ঞানিক আশার সমান,
পল্লীভাষ্যে শাস্ত্র ভজে উঠে,
ও ভক্তি এতল—প্রিয় যে মঙ্গল বার,
বেগপ মঙ্গল করে দীপবের মনে।

শান্তি। ও বান,—আপনার ছেলে কথার জেতর
আমি ওঁদোতে পারবো না। আমার বলে
দিন—এন পর্যন্ত তো বুঝতে পারি, ভবিষ্যৎ
আমার বস্বরূপ আবার কি ?

শব্দর। মন পর্যন্ত তো জানো ? কার মন বলা দেখি ?
শান্তি। বড় সোজা কথাটি জিজ্ঞাসা করেন কি
না। তা জানলে আপনাকে বিব্রত করতেম
কি না। আমিই আচার্য্য বনে যেতেম। আগনি
মরা মাছুষ বীজান, বোকা কথা কওরান।
আমার একটু বুদ্ধি দিয়ে দিন, যাতে একটু
বুঝতে পারি।

শব্দর। বংশ, সাধন প্রয়োজন। সাধন করো—
বংশ বুঝবে।

শান্তি। যা করতে হয়—সে আপনি কখনও সাধন
করে তো মন বশ করতে বলেন ? সে আনার
কর্ণ নয়। সে সব গল্পপাদ প্রভৃতিতে বলা।
আমি যোগ বুঝে মন স্থির করতে চেষ্টা
করলেও মন বেটা বরাং সোচ্চার ছি। ভাল
চোখ বুজলেই, তখনই শব্দ-সংসার ঘুরতে
চলুকো। এ মন নিয়ে—কি সাধন করো
বলুন ? আমি একটা সোজাছলি বুঝেছি, আমার
খিটুও লাগে—

“খ্যানমুখঃ পুরাযুক্তিঃ পূজামুখঃ ভরোঃ পান্ধুঃ
মন্ত্রমুখঃ ভরোকাব্যঃ মোক্ষমুখঃ ভরোঃ কৃপাঃ”
এই মন্ত্র আউড়ে আমি নমস্কার করবো, যা
করাব—করবেন।

শব্দর। বংশ, সার তব তোমার উপলক্ষি হয়েচে,
বহু সাধনকালে এ বাণেশা হয়ে। একজন
তোমার কলকাত।

(হঠাৎ হঠাৎ বিদ্য। আশীর্বাদ)

শান্তি। মঙ্গল আপনি মাঝে মাঝে জাফি

চাই, ম। কানি মকারে যদি প্রসঙ্গান না হয়,
কালি আবার আপনায় কান গেজাপানি করবো।
এই বলে রাখবেন।

শব্দর। দেখ, এ যদি কবিতা হয়, এ বানে
আশ্রম করা উচিত না। বসবাস প্রভৃতি
ডাকো, আমরা ভুলে গেছান পরিভাষ্য
করবো।

[শান্তিরামের গাহান।

(উগ্রভৈরবের গাহান)

কে আপনি ?

উগ্র। আমি আপনায় চকচকিত—ভিষ্মাশ্রমী।

শব্দর। কি, অজ্ঞা কখন ?

উগ্র। আমি আশ্রমভিত্তি ইচ্ছা কলি।

শব্দর। আমার উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক কি ?

উগ্র। না, আমার মত পন্থা, অদ্বৈত-পন্থা
আনি শান্তির পথসী। দিকান্ত-অর্জন আরা
কামনা।

শব্দর। তবে কি নিবিত ? এনে আশ্রম ?

উগ্র। আপনায় দ্বারা সেই দিকটি খাত করবো।

শব্দর। বিকল, একটা কখন।

উগ্র। আমি বহুদিন ভৈরবের উপাসনা কর
খিনি এসকল হয়ে আমার মত এনে যে যদি
কোন বাগা। মিলিতকাল গল্পব মনকে হোমে
আহুতি প্রদান তবলে বাসিষ্ট, শেখ অসীষ্ট দিক
হলে, অসীষ্ট লাভ করবি।

শব্দর। মহাশয়, যদি অদ্বৈতবস্থা অবলম্বনা করেন,
অষ্টমিদি প্রভৃতি ক্ষত্র মতক পদমলিত কীর
আনন্দধানে উপনীত হবেন।

উগ্র। না, আমার মন তই প্রসঙ্গ—আমার হই
নিবিত বাসনা। আমার বিজ্ঞা আপনি আমায়
বাসনা পূর কইন।

শব্দর। আমি কিন্তু আপনায় দ্বারা পূর
করবো ?

উগ্র। যদি আমার উপকারার্থে চাই করেন, জানা
রানোই পারেন। আপনি পর্যন্ত এতদূর জীব
থাকেন, ও অসীষ্ট শব্দে পদমলিত মনকে
করে রাখাই করবো। মনকে মনকে
বাক্যের পটীক। মনকে মনকে
শব্দর। আমার মনকে মনকে মনকে

হুঁপাত করি, কোথায় কারি সেই কার্য
করেন।

শব্দর। আবার কি করুড়ে বলেন?

উগ্র। নিবেদন করছি, এক নির্জন সাধু মন্তক
আছতি দেওয়া আমার প্রয়োজন। আমি মন্তক
প্রান অধেশণ করে পবিত্র সাধু কোথায় দেখে লেখ
না। বৌদ্ধ তান্ত্রিক অনেক আছেন, কিন্তু তাঁদের
চিত্র আমার জ্ঞান সম্মত। অতএব আপনি আপ-
নার মন্তক ত্রিকা দিন। প্রভু, আপনি সর্বজ্ঞ,
আপনার অবিদিত নাই, পরকার্যে দ্বীতি আপ-
নার অধি প্রদান করেছিলেন, আমার মন্তক
প্রদান করে জগতে দ্বীতিটির জ্ঞান বশবী হউন।

শব্দর। উত্তম! আমি এ ভবুর দেহ তোমার কার্যে
প্রদান করবো। যথার্থ বলেছি—পরকার্যে দেহ-
অর্পণ মাসবের উচ্চ কর্তব্য। কিন্তু নির্জন
কোন স্থান ব্যতীত আমার শিষ্যেরা তোমার
কার্যে ব্যাবাস্ত উপাদান করবে।

উগ্র। আহুন—আহুন প্রভু, এখন আপনার
শিষ্যেরা উপস্থিত নাই,—সান্নাথ আশ্রমে
আহুন—সে অতি নির্জন।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(গদ্যপতির প্রবেশ)

গদ্য। কি করবো, কোথায় যাবো! পথ চিন্তে
পাকি না, কেন এ ছয়শত কাপালিকের কাছে
এসেছিলুম। আমার নরবলি দেয় তো নিস্তার
পাই। হায় হায়—ইচ্ছা করে আপনার সর্বনাশ
করেছি।

(সনন্দন, মণ্ডন মিশ্র, আনন্দগিরি, চিত্তহর,
হতামলক, শান্তিরাম প্রভৃতি
নিষ্যাগণের প্রবেশ)

সনন্দন। কই—ওকদেব কোথায় গেলেন?

গদ্য। পরপান—পরপান,—বিস্মা করো।

সনন্দন। কি গদ্যপতি,—কি হয়েছে?

গদ্য। উগ্রভৈরব নামে এক ঘোর কাপালিকের হাতে
পড়ে আমার প্রাণান্ত পরিস্থিতি।

সনন্দন। কেন—কি হয়েছে?

গদ্য। দেখ, মন্তক মন্তক কুংসিত করি আমার করতে
হয়,—মন্তক ভুলিয়ে আনুতে হয়, কোথায় কোন

চঞ্চাল আছে, অল্পমহান করে ডাকি ভুলিয়ে
আনুতে হয়। যদি না করি—মারে, গেতে দেয়
না। পালাতে পারি না,—পালাতে গেলে—
কি যাচ্ছ করেছে, পালাতে গেলে পথ ভুলে বাই।
সাত দিন বুঝে কিরে কের গুর, আত্মনার এসে
পড়তে হয়। যে দিন পালাবার চেষ্টা করি, সে
দিন আর বজ্রাণ শেখ থাকে না। যে সব যুবতী
স্ত্রীলোক কুকার্যের নিমিত্ত এনেছে, আর এমন
কি—বারা জানে যে, তাদের বলি দেবার জন্তে
এনেছে, মেয়েই হউক, পুরুষই হউক, যে ধর্মের
পড়েছে, পালাতে পারে না। তাই, তোরা
আমার কথা কর।

সনন্দন। সে কাপালিক কোথায় থাকে?

গদ্য। এখানেই থাকে। কিন্তু সে কোন্ স্থান—
আমি চিন্তে পারি না। আমি কোথায় রয়েছি,
আমি বুঝতে পারি নে।

সনন্দন। তোমার কোন চিন্তা নাই, ওকদেবের
শরণাপন্ন হও, আমাদের সঙ্গে এসো।

গদ্য। শোন শোন,—আচার্য্য এখানে আসবেন, তাই
এই পর্বতে কাপালিক এসেছে। সে ওকদেবকে
ঝোজে, ওরে বলি দিতে চায়। উনি কোন বাস্ত-
শরীরে বসেন ছিলেন, তখন থেকে বলি দেবার
জন্তে যুবচ্ছ। তাই, তোরা পায়ের ধুলো দে।

(সকলের পদধূলি গ্রহণ)

তোরা কি জানিনা, এ কথা জার কাউবে
বলতে গেলে কে যেন আমার গলা টিপে
বধতো, কিন্তু তোদের ছে বলতে পারলুম। আমি
ওকদেবের কাছে অপরাধী, তোরা বলে করে
আমার অপরাধ মাফ করতে বলিন। (চমকিত
হইয়া) এই যে আমার ভূত নেবে গিয়েছে, এই
যে আমি পথ চিন্তে পাকি? ও তাই—ও তাই
—তোরা ভাবেন যদিও, আমার আর পায়ে
চৌলিন নি আমার ছোদের সঙ্গে রেখে দে!
(পুনরায় সকলের পদধূলি গ্রহণ)

সনন্দন। এসো, তবু দরজা সাগর, তোমার মার্জনা
করবেন।

গদ্য। ও তাই ও তাই—আজ কি ভিবি, অমাবস্যা
কি? হা—আজ অমাবস্যা,—আজ ওকদেবকে
বলি দেবার চেষ্টা পায়ে।

সন্ধান। তুমি কি দেখেছো ?
 শান্তি। তাই, আমায় বড় আশঙ্কা হচ্ছে, সন্ধান
 হোমসদের জাকতে যদি একজন ভাঙ্গিক— দ্বার
 খোলা গরায়, কপালে রক্তচক্ষু গেলন করেছে
 বোম্ব হুগো, আশ্রমের দিকেই আসছে। শুভদেব
 কি আরই সঙ্গে গেলেন ? তিনি বদামর, যে যা
 আশ্রমী করে, তাইই আশ্রমী বন্ধা করেন।
 সন্ধান। জা—কি সন্ধান ? জেলা—কোথায়
 কাপালিকের আশ্রম আছে।
 শান্তি। এনা—এনা।
 সন্ধান। জেলা, সেই সময়টাই শুভদেবকে অবস্থতি
 করতে চাচ্ছিল। সন্ধান। তিনি পরকার্যে
 মনোহর দিতেই প্রস্তুত করেন।

[সকলের স্থানান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শুভদেবের আশ্রম।

শুভদেব, ও উগ্রভের।

শুভদেব। তুমি প্রস্তুত হও, আমি তোমার নতুন
 দেবার ভাষা ধ্যানস্থ হচ্ছি।
 উগ্র। আমি প্রস্তুত, কেবল খড়গপাশা করে ঘণ্টা
 গণন করি।

[খড়গ আশ্রমদ্বারে প্রবেশ]

শুভদেব। মেদিনীতে কৃত্তিকা মিশা
 মিলেছে সলিম মেহের,
 ফানিলে ফানিল, তেজ মল তেজ,
 হুট নামে গটাকাশ আকাশে মিশাও।

[সমাপ্তি হওন]

[খড়গ হুগো উগ্রভেরের পুনঃ প্রবেশ]

উগ্র। এইবার মনোময়না শিক হুগো, এইবার কটকটি
 লাভ করবো। এ কটকটি—ইচ্ছা হুগো, অপর
 রূপ পর্যন্ত জীবিত থাকবে। কেবল ভোগ—
 কেবল ভোগ। ভোগ অপেক্ষা মোক্ষ কি হুগো।
 বহু কঠোর করেছি, এইবার কেবল ভোগ।
 ভোগের জয় রক্ত উপলব্ধি, প্রজ্ঞা ওর চন্দ্র
 মনোময়না প্রবেশ, ইচ্ছা মনোময়না, ইচ্ছা

শুভদেব। শুভদেবকে সন্ধান করি
 শিকার হবে নাহি, শুভদেব কাছাকাছি।
 শুভদেব।

[শুভদেবের পুনঃ প্রবেশ]

সন্ধান। আরে শুভদেব শব্দ মনোময়না তোমার—
 (গর্জন করিয়া) সন্ধানের মুখে গর্জনে প্রকাশ
 হুগো। সন্ধানের মুখে গর্জন করিয়া)

মণ্ডন মিশ, মনোময়নি, শুভদেব, শান্তিমা,
 হুগোমল ও গণপতির প্রবেশ)

মণ্ডন। এ কি। শুভদেব কি মুসিহদেবের খাবা
 হন করেছেন। শুভদেবের কৃপা আশ্রম সকলে
 কৃত্য।

শুভদেব। (মুসিহদেবের পুনঃ)

শিকার নর, কেশরী উচ্চ,

প্রকট জীর্ণ তরু অতুলবিরম্ব

নরকে মুসিহদেব।

হিরণ্যকশিপু-নিপাত নরকে

শব্দরূপ বিহু তারিতে নরকে,

যুক্তি-আদারক এন।

অন্যদি এক খুইপ্রান্তে,

প্রজ্ঞাম-বচনে সন্তন সন্তে,

ভক্তাধীন নরকে।

নরক-নিবারণ, গর্জন-হুগো,

ভীত-মিহাশব্দ-সঙ্কট শব্দ,

চরণ-বর্ণনা হুগো।

গর্জন-সুভিত অতুলপ্রান্তে,

গর্জ নিপাতিত ভীষণনরকে,

হুগো কল্পিত নরকে।

নর-পয়োনি, মিহি-মল্লনরকে,

হাতিল গম ভব-অর্ণব-ভাষা,

মীনভাষণ ভাষে,

শব্দবিজিয়া-বিধানকারী

ভক্ত-হুগোম নিয়ত বিহারী,

স্বাভিহুগোম-নরকে।

শব্দ-মল্লন-বিজ্ঞান ভীষণি,

উপলিত গম—সবর মুগি,

মীনভাষিত হন নরকে।

[মুসিহদেবের প্রবেশ]

মণ্ডন। প্রভু, দেখুন দেখুন—সাজাহীন গঙ্গাদি
মহাশয়মান।

শঙ্কর। পদ্মপাদ—পদ্মপাদ, প্রকৃতিত হও,—প্রকৃতি
তিত হও, শান্তি—শান্তি।

মনন্দন। প্রভু, আমি কোথায়? এই যে যেতে ছুই
কাপালিক! একে কে নিখন করলে? ওমদেব
—ওমদেব!—তিনি কোথায় গেছেন তিনি
কোথায় গেছেন?

শঙ্কর। বৎস, কার অজ্ঞানতা—কত—তুমি ওমদেব?
তিনি যাত্রা হৃদয়বাসী, আমার মত নষ্ট করে
তার মদেই প্রবেশ কবেছেন।

মণ্ডন। তুমি কোথায় ছিলে?

মনন্দন। ভাই, আমি ওমদেবের বিপদ জেনে
নৃসিংহদেবকে স্মরণ করেছিলাম, তার পর আর
আমার কিছু মনে নাই।

শঙ্কর। পদ্মপাদ, মাধার্য ব্যক্তির পদরক্ষার জন্য
গঙ্গাবকে পর প্রকৃতিত হয় না। তোমার
সাধনমতে রক্ষাকর্তী নারায়ণ—নৃসিংহরূপে আমার
রক্ষা করেছেন।

মণ্ডন। (মাতীদ হইয়া) প্রভু, আমার অপরাধ
মার্জনা করুন।

মণ্ডন। প্রভু, এই গঙ্গপতির দ্বারা আমরা কাপা-
লিকের সংবাদ পেলাম।

শঙ্কর। আমি অবগত আছি। ওন গঙ্গপতি, গুরু-
শিষ্যের সঙ্গত তুমি জান না। এই জন্য আমার কত
ক্লেশ দিয়েছে, তা তুমি সহ্য করিতে পার না।
তুমি নিশ্চয় গ্রহণ করেছিসে, সন্নিহান হয়ে
আমার স্থান ত্যাগ করো। তুমি ভাগ্য করেছিসে,
কিন্তু নিশ্চয়ই আমার অশ্রুতারা তোমার মরণের
নিমিত্ত তোমার দহিত অবস্থান করেছে, এতে
আমার কিরূপ আনন্দ হানো? হেতু কোন
সংসারী ব্যক্তির হৃদয় বৎসর নিকটস্থ একবার
পূজা গৃহে প্রত্যাগমন করলে তার হৃদয় আনন্দে
পূর্ণ হয়, আমারও সেইরূপ। পাপ-পন্থা কিরূপ
তীব্র, দেখেছ, সকলের নিকট সেই ভীষণ-মূর্খি
প্রকাশ করে জীবের কল্যাণসাধন করে।

[বকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্তাঙ্ক

কাপালিকগণ ক্রকচের আগ্রহ

ক্রকচ, কামকলা ও কাপালিকগণ।

ক্রকচ। কে এ শঙ্কর! সন্দেশ, আমার প্রিয় শিষ্য
উগ্ৰভৈরব কাপালিককে বধ করবে। যথার যার,
তথায় পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করে। আমার
দূত সংবাদ এনেছে যে, কাপালিক-বিনাশে ক্রত-
বাক্য হয়ে রাজা অধমার সঙ্গে সজ্জিত।
আমাদের কিরা-বনে শিশ্য শঙ্কর ও সর্দসজে
রাজা সুধার বধ সাধন করা শঙ্কর আবশ্যক।

কামকলা। তোমরা সকলেই বুদ্ধিহীন, একেবারে
জন্মে অভিভূত। শিশ্য শঙ্করকে বা কি নিমিত্ত
মরণ? ওমদেবের মতাবস্থায় করা যাক, তা
বলে সমস্ত ভারতবর্ষ আমাদের নিকট অধমজ-
মন্তক হবে।

মণ্ডন। তুমি কি মনে করছ, শঙ্কর নামাঙ্ক
ব্যক্তি, তুমি কটাফে অভিভূত করবে?

কামকলা। কেন, শঙ্কর তো অদ্ব্য, বৎস শঙ্কর
বিচলিত হয়েছিলেন। আমার পণ্ডিত্য কথ্যে
দাও। ওনেচিনে, অদ্ব্যসংস্থানের নিমিত্ত
শঙ্কর পরদেহে প্রবেশ করেছিল, এ আশঙ্কা যে
পেয়েছে, তারে বণ করা অতি সহজ। আমি
প্রতিশ্রুত হচ্ছি, তারে বধীভূত করবো।

ক্রকচ। হাঁ, পারো উত্তম।

[কামকলার প্রস্থান।]

আমাদের আর নিকট থাক উচিত নয়।
যথার যে জৈন ও বৌদ্ধ তাত্ত্বিক,—বৈষ্ণব,
শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি পক্ষোপাসকরূপে প্রচুর
ভাবে অবস্থান করছে, তাদের নিকট সংবাদ
প্রেরণ করেছি। তারা সব সুসজ্জিত হয়ে
আসছে। আমরাও সুসজ্জিত হয়ে অগ্নিস্রব হই,
নারায়ণী প্রবৃত্ত করে রাজা সুধার্য গতিরোধ
করি। পরে ভৈরবদেবকে সুধার্য বধ করে,
তার মারণ-শক্তিতে সমস্ত নষ্ট করবো। এমো—
আমরা অগ্নিস্রব হই।

[সকলের প্রস্থান।]

শঙ্করাচার্য

পঞ্চম পর্ভাঙ্ক

হটবৃক্ষতল।

(কাঞ্চনকার্য প্রবেশ)

কামকলা। ককট, তুমি জ্ঞানহীন। আমার দাস
কবেও রমণীর কটাক্ষ-প্রভাব বোধো নাই।
তুমি কাপালিক, মস্তই জানো, রমণীর মস্ত অব-
পত্ত নও। সমস্ত বঙ্গান্তে কে কোথায় শটীর-
হারী, যে নারীর কটাক্ষে না রিক্ত হয়! শঙ্কর
তো পরকায় রমণীর আশ্রয় পেয়েছে। সে
আমার হাবভাব, অঙ্গসংকলন দর্শনে, আমায়
দশচাং পশ্চাৎ কুত্বেরেব জায জাহ্নবাসী হবে।
আরে পুরুষ! নারীর নিকট হোসের দস্ত
কিসের? বুঝি আসছে, আমি সঙ্গিনীবেষ্টিত।
হবে মাধুরীজাল বিস্তার করবো। দেখি—
যোগিনী আদ্য হয় কি না।

[প্রস্থান।]

(শঙ্করাচার্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। বহুকার্য এখনো সম্মুখে।
সাজা, পাতঙ্গ, মীমাসক, ত্রাণ,
বৈশেষিক দর্শন অতৃতি
হীনজ্যোতি বেদান্ত তপন-অভ্যাসে।
পরাজিত শঙ্ক উপাসক,
আছিল নিষ্ঠলচিত্ত যে পত্নী যথায়,
করিয়াছে শিষ্টর গ্রহণ,
প্রধান সকলে রত বেদান্ত-প্রচারে।
একমাত্র অজিত কুটিল কাপালিক।
বৌদ্ধগণ প্রকৃত ইহয়ে
অদ্যাবধি নানাতাবে আছে নানা স্থানে।
স্বার্থপর পাবণ্ড সকলে
মানব অহিত কার্যে নিমগ্ন নিরত।
সে নদার বিনাশ ব্যতীত,
পাস্তি নাহি ইহবে স্থাপিত।
মুহুস্তিত বহিঃ কথা নক্ষ করে মুহু,
সেই মত সে সবার সিকিমিকি মত,
বিনাশিবে পৈশাচিক-মত।

(সঙ্গিনীগণ সহ কামকলার পুনঃ প্রবেশ)

(স্বতঃ)

হা হেবে শঙ্করী সে সঙ্গিনী শঙ্কর।
হি হি সনি, হিহে পায়িত্তি জ্ঞান কিসের তরে।

করে না নারীর আশ্রয়, এত তার বিস্ময়।
কিসের এত ভয় মনের থাকে সে সে ভয়?
তার কাছে যেতে কে চায়, যেতে যে বাধে সে পায়?

তার সায়ের হাকরা বি সয় পায়?

প্রেমের সে খাং গ্রাণ রসে না,

ভুকিরেছে আন জোর করে।

কামকলা। আহা, মরি মরি। তোমার পুণ্যদেবন,
মুন্ডীলক্ষ পরিত্যাগ করে নিমেষ কেন বাসে
আজ? তুমি পণ্ডিত, বিলাই করছ, তাকে
পণ্ডিতকে নিদান করতে পারো। কিন্তু খণ্ডানন্দ
বিনা যে একান্তন লাভ হয় না, তা কি জান জ্ঞান
না? জানরা মুন্ডী, পুরুষের সঙ্গায়িত।
তোমার দেবার জন্ত এনেছি। তুমি ভোগের
জন্ত পরদেহে প্রবেশ করেছিলে। হাচরাগীরা
অশিক্ষিতা অরনা, তাদের সহিত কি আনন্দ
পাবে? আমাদের সেবার নর-শরীরে মিত্যানবের
আনন্দ প্রাপ্ত হবে।

শঙ্কর। বাগত জননি,—

এসো এসো অবিন্যাসপিনি,

মায়াশক্তি স্বরূপিনি—

মহাকার্যে হও মা সহায়।

করো সহায়িত্ব প্রভাব বিহার,

অনাচারে নাশ অনাচার,

বিদ্যাক্রমে বিহর সংসারে,

এসো কুংসিতাকুপিনি,

হৃদয়ের শান্তিবিধারিনি,

ভ্রমতি কাপালীগণে করহ বিনাশ।

রূপ পরিহার—নিজ রূপ ধর,

কুংসিতা, বিনাশ করো কুংসিত প্রকৃতি,

হও নিজ সহায় কারণ।

(কমণ্ডলু হস্তে বাহি নিক্ষেপ)

কামকলা। দেহে অসিধারণ হচ্ছে, কোইহি শঙ্কর—
কোইহি শঙ্কর! কদা কদা! আমার প্রতিজ্ঞা
কজি, তোমার পত্নবিনাশে সফল হবে।

শঙ্কর। যাও যা যাও, হৃদয়গণের পায়সিদ্ধান্দ করো।

কামকলা। শঙ্কর আজ হতে আমি তোমার দাসী,
আমি যোগিনী আরাধনায় যোগিনীশালিন লোক
করেন্দ্রনাথ, তোমায় কমণ্ডলু বারিগণে আমি
শক্তিহীন। আজ হতে তোমার দাসী।

গিরিশ-গ্রন্থাবলী

সতক হও। এই যে দ্বারতর ছৰ্যোগ দেখে—

কাপালিক মাগল ভাবে। তুমি শিবশক্তি প্রকাশ
বাতীত এই উপ্রমায় নিবারণ করত পাববে না।

এখনি শত সহস্র বহুপাত হবে, মনোভাজ
শুভ্রা ও সানিবা তুমি বজ্রাঘাতে কাশ হবে।

শব্দ। আমি অঙ্গদ্বারের অপ্রিত, মানিত কাপা-
লিকশক্তি আমার অনিষ্টসাধন করবে না।

আপনি জান, যদি আমার দ্বারোপ কব্বার ইচ্ছা
করেন, কাপালিকগণের তৈরব পূজাব ব্যাপ্ত
করবে।

শ। কামকলা। তিজবে করবো—আজ্ঞা করে।

শব্দ। সতক যখন তৈরব-পূজার নিযুক্ত হবে, তুমি
মোহিনীকণে দ্বার মাথুবীম হয়ে মনশচক্য
উৎপন্ন করবে; ক হ'বেই তৈরব কষ্ট হবেন।

কামকলা। জানা, তোমাদের উপায় করবো।

শব্দ। একমুখে তোমার সহায়তা করা, দেব-
কর্তব্যের সহায়করূপ কৈলাসে মোহিনীকণে বসে
কবে। চিরদিন বপট ব্যক্তির ধন্যসের
কাণ্ডে হবে।

[এতদূর ভাবিত দরবার প্রস্থান।]

(মাল্যবের প্রবেশ)

মাল্যব। প্রভু, সম্মুখে সহায় বিপদ নীলোত্ত
প্রবাহিত, রাজা শুধবা আপনাব সহায়তা যে
একল নৈত প্রেরণ করেছেন, তারা অপ্রদর ছাড়া

কাপালিক-প্রবেশে প্রবেশ করতে পারে নাই।

আমি বেকসুর দর ছৰ্যোগ উপস্থিত, তাতে ভা-
বিবম অনিষ্ট দার সম্ভাবনা।

শব্দ। চিন্তা হুই করো, রাজাকে মনোভাজ আনাত
পঞ্চাতে আসতে বলে। এ মাযানদী অনায়াসেই
আনবা পাব হয়ে যাবে। [সকলের প্রস্থান।]

যত গভীর

মন্দির-প্রাকগনকল্পিত হোমকুণ্ড।

প্রজ্ঞাত ককচ।

ককচ। হে প্রভু, হে কবচবি বিকট ভৈরব,
আধর্তব্য হয়ে পূজা গ্রহণ করো। এক বিনোদ
কবে তোমার ভক্তগণের বিজ্ঞানন করবে।

(কামকলা কামকলায় প্রবেশ)

কি কামকলা, তুমি হেথার যেন?

কামকলা। আমি অঙ্গলি প্রদান করবো।

ককচ। আশ কি মোহিনীবেশে দারণ করেছ।

আজ আমি তোমার সংসর্গে ইচ্ছের ইচ্ছা

উপদেশ অপেক্ষা পরমানন্দ উপলব্ধি করবো।

মনোমোহিনী, পূজা সমাপ্ত করে ভৈরবের

রূপায় আগে শত বিনোদ করি।

কামকলা। শীঘ্র সমাপ্ত করো আমিও শিশুদী।

ককচ। অপেক্ষা করো—অপেক্ষা করো, আমি
পূজোত্তি প্রদান করি।

(দ্বারদোষের প্রবেশ)

শব্দ। কাপালিক।

ককচ। কে তুমি?

শব্দ। কোনদর শব্দ, তোমার সমস্ত অধিকার

রাজ্যশক্তে পরিবৃত, কিন্তু এখনো তোমার

জানকরকার উপারবিধান করি। তুমি ভৈরবের

নামে প্রতিকৃত হও যে, মানব অহিতকর

কার্যে আর নিযুক্ত থাকবে না; তোমার

দলক দলকে হীনপত্র হ'তে বিয়ত করবে।

ভারতবর্ষে কাপালিকগণের তুমি প্রধান,

তুমি আমার দ্বারতা স্বীকার কবে জনহিতকর

মনোভাজ স্থাপনের সহায় হও, অথবা দলক

সম্প্রদায় বিনষ্ট করো, নচেৎ ক্রুদ্ধে নিষিদ্ধ

প্রহত হও।

ককচ। তুমি ক্রুদ্ধাব নিষিদ্ধ প্রহত হও।—

আর ককচ বিকট প্রকৃতি,

কুক্কির যে অঙ্গি রণায়,—

এসো শীঘ্র মহাবাহু, বাহু-কলধানে;

এসো, হুই বহাবলে অশনি সম্পাত

বহ বোর প্রলয়-পবন,

উগল প্রলয়বাণি দাব্য হইতে।

[হোমকুণ্ডে আহতি প্রদান]

(কটাপণের আবির্ভাব)

মৃত্যুগীত

ধুই ধুই ধুই ধুই ধুই ধুই ধুই ধুই

কামকলা কামকলা কামকলা

কিন্তু কিন্ন কিন্ন কিন্ন কিন্ন কিন্ন কিন্ন কিন্ন
কোক কোক এক কোক কোক ॥

তুড় তুড় তুড় তুড় তুড়ি, হাঁকছি চিকুরি,
তুড় তুড় তুড় তুড় তাপি, হাড়ে হাড়ে ঢালি,

ঘুট ঘুট ঘুট ঘুট কোকে কোকে কোকে,
ঝড়ি বড়ী ছোটো, কোঁ কোঁ সোঁ সোঁ কোঁকে ॥

কন্ কন্ কন্ কন্ চলে মোণা জল,
তাখাই তাখাই আতি মাতি খাই,
গন্ গন্ গন্ গন্ গন্ আঙুনোসে কোঁকে ॥

শব্দর। মহাবিজ্ঞান হও যা উদয়,
স্বপ্ন শক্তি করহ হরণ ॥

(বিকটগণের অন্তর্ধান)

কাপালিক, দেখ, মস্ত বিকল তোমার।

ক্রকচ। ভয় দন্ত,
এখনি বুঝিবে মম শক্তির প্রভাব।
ভূত প্রেত পিষাচ নানব,
হত আবির্ভাব—
কত গভীর এই হিংসক যোগীরে ॥

(হোমকুণ্ডে আহতি প্রদান)

(ভূত-প্রেতগণের আবির্ভাব)

নৃত্যগীত

মে—মে মে মে মে মে না হানা।

মার মার মার মার ধর ধর ধর ধর,
কাট কাট কাট কাট খা না খা না ॥
তড় তড় তড় তড় তোড়ে তড়,
মাটি কাড় পাড় পাহাড়,
মোড়ড়া ঘাড়, চিরো হাড়—

গুমে গুমে পোড়া হাড়ো।

ভালকে ভালকে উঠুক ঘোঁরা।

তোল রোস গুণগোল,

আকাশ জোড়া ভুলানি তোল,

লোককে কণা গাঙ্গে এসে,

ছনিয়া ঘেঁষে কোঁ মাঁ বিহে,

এক গাড়ে—নিঃসন্দেহে,

যে আছে—না বিচোঁনে

বুড়ী হুঁয়ো মাগী ॥

শব্দর। হর শক্তি হে নন্দিকেশব,

শিবশক্তি-প্রভাবে তোমার।

(ভূত-প্রেতগণের অন্তর্ধান)

কাপালিক,

এখনো করহ মিত্র মঙ্গল সাধন,

কুমতি করহ পঞ্জির।

ক্রকচ। ভিট—ভিট!

এস এস বিকট ভৈরব,

বিপদের দণ্ড চূর্ণ কর আবির্ভাবি।

করি এই স্থানের নিধন,

নিজ পূজা ভূমণ্ডলে করহ স্থাপন

রক্ষা করো আশ্রিত সকলে।

(হোমকুণ্ডে আহতি প্রদান)

(হোমকুণ্ডে হতে ভৈরবের আবির্ভাব)

ভৈরব। আবে প্রচার কাপালিক, তোর এখনো
জ্ঞানোদয় হলো না? পোতাঙ্গ দেখ নি,
বিখ্যাসকারী অমঙ্গল শক্তিসকল আরাহন করে
ছিলি, সমস্ত শক্তি যার শক্তিতে নিমুখ হ'লো,
এখনো তার পূজা না করে বিলম্বাচরণ
কচ্ছিস? এখনি তোর বিনাশ সাধন করি
ধরার অমঙ্গলশক্তি মঙ্গলময় নরকনী শঙ্করকে
অবলম্বন ক'বে মঙ্গলশক্তিতে পরিণত হোক।

ক্রকচ। আমি যে হই, আপনার আমি নিকট আমি
অপরাধী নই, আপনার আমি উপাসক।

ভৈরব। তুই উপাসক নহ, মন্ত-বলে জানায় বশীকৃত
করি, এই তোর কাম্যকরতা। কিন্তু স্বর্গে
তার পির উপাসন করেছিল, কাম্যসুত হই
আমার পূজার প্রবৃত্ত হইছিল, তোর পূজা
পত্ত, তোর মন্ত্রে আর আমি কাধ্য নই। বিনাশ
প্রাপ্ত হ। তোর বিনাশে পৃথিবীতে প্রচার
হোক যে, উৎকট কাম্যজিয়ার ধ্বংস হবার
আশঙ্কা আছে। নিকাম ব্যক্তি ব্যতীত মহাশক্তি
অন্ত আধারে কিছুদিন অবস্থান করে না।

(ভৈরবের শ্লাঘাতে কাপালিকের রহস্য)

হে প্রভু, হে কেশব, হে স্বরূপ, দানকে আজ্ঞা
দেন, এই পাতক যুদ্ধার্থে সমাগত দক্ষিণ
কাপালিককে ভয়ানক করি।

শব্দর। হে কেশবদেব, হে শিবদেব, হে শঙ্করদেব

গিরিশ-গ্রন্থাবলী

পাখীসকল ভাঙে ঝেরাদের উপরে অর্পিত
—মানবের মঙ্গলবিধান করুন।

শিব-আজ্ঞা শিরোধার্য। যে প্রলয়বিধি তুমি
জীপ্ত হয়ে কাপালিকগণকে ভয় করো। তেঁজ
সৌন্দর্য বিমল হোক, পৃথিবীতে দহন শ,
মহাবল্য পভুতি দানবীর কাপালিকগণ কণ-
ত্রিগণের বহিত ভয় হোক।

(ভৈরবের অভয়ান)

(শাহিন্দার প্রবেশ)

শাহিন্দা। প্রভু, প্রভু—আশ্চর্য ঘটনা! কাপালিকগণ
মহাসলে উকি হুগুগু করে নৈজ-
দামস্ত বিনষ্ট করতে প্রয়াস হয়েছিল। মহাসী
বিজয়বরী এক বদন সেই মাহারোহ দিবা-
রূপ করেছেন। বহু উপায়ে উৎপাদন
করেছিল। সেই বদনের দ্বারা সকল
বিলস হয়েছিল। মহাসী যেন দুঃখিতা হইতে
মহা-আদি উখিত হয়ে কাপালিকগণকে ভয়ানক
করেছে।

শঙ্কর। সে বদন, হুগুগু মিজ দুঃখিতরূপ অদ্বিত
দয় হয়ে। উপস্থিত এ হলে আমাদের
কাপালিকগণ। এখানে কাপালিকগণের কাপালিকগণ
পরাঙ্কিত হইলেই আরও বড় কোন হান
অপরাধিত থাকবে না। (সংকট হইল)

শাহিন্দা। প্রভু, তুমিও একটা চকল হলেন কি
নিমিত্ত?

শঙ্কর। আমি দাতব্যমণ্ডল এখন করবো, বা
আমাদের প্রভু, আমি মনে তার কল-
হুগুগু আমাদেবতারি। তেঁজেরা সকলে মিলিত
করে অমর মঙ্গল অভিযে অদন হও।
আদি মাহারোহ বদন উপায়ে উপস্থিত হলো।
হুগুগু। বাবা, আজ্ঞা।

(শাহিন্দার প্রস্থান)

শঙ্কর। এই, মাহারোহ বদন।

মাহারোহ বদন মোরে মাহারোহ বদন।

(প্রথমবারে শঙ্করচরণের প্রস্থান)

মহাশক্তি

শঙ্করচরণের পাঠ।

(মহাশক্তি বিমলিত মিস্ট মহামায়া) (শঙ্করচরণ)
বিশিষ্ট। কই মা, তুমি তো আমার শঙ্কর এলো
না? আমার তো সে বলেছিলো, আমি শঙ্কর
কহলেই সে আসবে। সে তো আমার মিশা-
বানী নয়, তবে কেন এখনো বিলস করে?
এ জীবদেহে তার অবিকল্প তো এখানে থাকবে
না—আমি জোর করে ধরে রেখেছি, আমি
বাছাকে একবার দেখবো বলে ধরে রেখেছি,
যেহেতু দিই নাই। সে আমার 'মা' বলে
ভাঙবে, শুনে তলে থাকবে। তবে কেন না—
সে বিলস করে।

মহা। (মহামায়া প্রতি) হ্যাঁ, তুমি যে হও
বাছা, তুমি দিই বড় ভয়ানক।—আমাদের মত
পরাণী তোমাদের নয়। তোমার শৃংখল
খাড়াই বৃদ্ধ—ভট্ট যুগপাকই বৃদ্ধ। মাহ-
য়ের দরদ জানো নি। দিয়ে তোমার মাহ একবার
দেখ মরুক। ডা—শঙ্কর একবার দেখা গেলে
কানহটা বগুড়ে ধবে হিচুড়ে আসতুম। "জগা
দাদা—এগা দাদা" কইতো, আমি জীবন্ত মাল
মাহার। মহামায়া তার দিই চলে নাই।
সেইহেতু আমার আরও পাঠ নি, ভাঙমানুষ
সেইহেতু তার পেটে ঘেলে হন। আমার যদি কেউ
হেলে হইতে আসততো তো ভাঙলো কেড়ে ভাঙ-
তুম—হয় কোনো দেবতা। যদি মাহারোহ মাহা
খাণ্ডি, তবে মাহারোহ খরকে কেন আসিবে? গাছ
দেকে বুলে পড় কেনাই। তার দরদ কিবি লে,
বাণী দিতে হয় লে, মাহা বুদ্ধিতে হয় বুদ্ধি,—
কে তোরে কি বুদ্ধিতে যেতো।

বিশিষ্ট। বাবা শঙ্কর, আমি যে তোমার আশাপথ
তোমার এখনো জীবন দেখছি। বাপ আমার,
আর কি যাকে দেখা দেবে না? তুমি যে
আমার মাহারোহের মালিক। আর বাপ—মহা-
শক্তি দেখা দে। বাবা, তুমি তো দিগ্বিদারী
মত, তবে কেন দেখা দিই আসে না?

(শঙ্কর শঙ্করচরণের প্রস্থান)

শঙ্কর। এত যে মা—আমি এবেছি।

জগ। খুদে—খুদে—তুই কি কুড়ি বাবা! একবার
চোখ চেয়ে দেখ—মাগীর কি হাল করেছে।
এই তো উড়ে এসেছে পাখি, এত দিন একবার
এসেছে মাগি, তা হ'লে তো মাগীর এমন কেহাল
হয় নি।

মহা। জগন্নাথ, এসো, আমরা একটু ভাঙাশে কাট,
ওদের মাঝে-বেটার কথা হোক।

জগ। খুদে, একবার মা বলে ডাক,—মাগীর প্রাণটা
নীতল হোক, আমি ভয়ে মাই।

শঙ্কর। মা—মা, তুমি যে মুহুর্তে শ্রদ্ধা করেছ,
তোমার অন্তরের আশ্বাসন আমার মুখে এসেছে।

জগ। তুই কি ছপ খেয়েছিলি? মাগীর মাইরে ছপ
ছিল না, পাণ্ডর-কুচি দিয়ে তোরে পেলেছে।
আহা, বা হোক, তবু মাগী শেষ দেখাটা দেখলে।

(জগন্নাথ ও মহামায়ার প্রস্থান।)

বিশিষ্টা। বাবা, আনার সময় উপস্থিত, পুত্রের কার্য
কর।

শঙ্কর। (শিবের জ্ঞান)

নগোজ-নবিনী-নাথ নিরাশ্রয়

নিদ্রি রজতনিভ নন্দন।

নিশানাথ নবরঞ্জিত মুর্দনী,

নয় নীলগল নাগধর ॥

নকারায় নমঃ।

মর্যমর্দন, মুরতি মহান,

মহেশ মণ্ডিত মানব-ভাল।

মহামায়াধর মহিমা-অণব,

মুড় মৃত্যুন করাল কাল।

মকারায় নমঃ।

শিব শুভশঙ্কর শশধরশেখর,

শক্তিসমুদিত শিখরবানী।

শ্রেষ্ঠ অস্ত্রদল শরীরশোভিত,

ভদ্রবর্জিত ভদ্রহে হানি।

শকারায় নমঃ।

শাখাধর বিহু বিরিকি-রুদ্রিত,

বিবেকর বর অভয়কর।

বোমকেশ ভব, বনবোম স্বনয়ন,

বাহনবৃন্দ বিধাতার ॥

শকারায় নমঃ।

তীর্থর মত বাজি কোণেশ,

বোণাদন বিনোদনর;

বোণমোহিত বোণী বাগবত,

বশবিন্ যুগ-সম্বন্ধর ॥

বকারায় নমঃ ॥

বিশিষ্টা। বাবা, ভদ্র-কানি শুদ্ধি, আমি শিব-
লোকে যাবো না। শিবে আমার প্রজ্ঞান
হয়েছে, আমি শিবলোকে দেবদেবো পূজা
করতে পারবো না। নারায়ণ আনন্দের কুণ্ড-
দেবতা, 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ ক'রে আমি
আমার প্রাণভাগ করেছেন, তিনি নারায়ণ-
দেবার নিম্নস্থ আছেন,—আমি তাঁর সহিত
মিলিত হয়ে নারায়ণ-দেবার নিম্নস্থ থাকবো—
এই আমার সাপ।

শঙ্কর। (নারায়ণের শব্দ)

নত আশ্রিতা তাপিতা মাতা।

মরণে দেহি চরণ ভ্রাতা ॥

নারকবর নব জলধর।

রাধা-রমণ বদিক-প্রবর ॥

যজ্ঞধর জগজীবন;

শকার নিত্যনিমল হন ॥

(পট-পরিবর্তন—বিগ্নলোক)

বিশিষ্টা। এই যে—এই যে গোশোকবিহারী মুন্সী
ধারী! এই যে আমার স্বামী পরিসমকালে
তাঁর পায়ে। আমি ভাগ্যবতী, সার্বক পুত্র
গর্ভে ধারণ করেছিলাম! নারায়ণ—(মৃত্যু)

(পট-পরিবর্তন—পুনরায় পূর্বদৃশ্য)

শঙ্কর। মা মা,—যে রূপে গর্ভে হান দিয়েছিলে,
যে রূপে লালনপালন করেছিলে, সে রূপে
হরণ কবলো! বিগ্নজননি! মজ্জনকে রূপে
থেকো না।

(জগন্নাথ ও মহামায়ার পুনঃপ্রবেশ)

জগ। ওই বা—আহা, ছেলে দেববার জন্মে মাগীর
প্রাণটা ছিল। আহা, কলহুখিনী গো—জন্ম
হুখিনী! মিলে মাগীকে পেটে খাব নি, তাহা
একবারা পাবে নি,—পরের লেগেই পাবো!
আমি ছায়াব ছেলে, মা বলেছিল,—তা
হুমেকে চেয়ে পের ক'রে আমার গোণছিল যে

শব্দ: জগা নন্দা—জগা দাদা—আজ আমার
মাতৃহীন হইল।

জগা: কামিনী—কামিনী নন, আমি বড়শেড়,
এখন যেটার কাজ বড়: আমি এখন তোমার
পানকে খাই—কি করি? মাঝিট একবার
দেখে যেহেঁম, মা বলে ভাবত—একটা
জুড়ুতুম। আমি এখন কি করি—বল তোমার
কর। জগা নন্দা, জগা দাদা—তুমি কি পারবে
চিরশুলা হবে থাকবে।

জগা: আর পারিবে কাক নি! এখন কবে যদি
তুই এক একবার দাদা বলে মনে করি।
(চমকিত হইয়া) হা রে কুনে বি ভেবকী
দেখাও তো? ও রে, গাছপালা সব যে মাঝ হয়ে
বাজে যে। মূলে মূলে—তোমার চিনে গিয়েছি।
(মহানন্দার প্রতি) মাগি, মাগি, জেনেছি, তুই
কে। মাগি এক—আমি অনেক। আমি
—আমি নই, যেই আমি—দেইই আমি।

জগা

মহানন্দা: আরও কি যাবে—এক কি পারবে?
শব্দ: ইজামার, সে—এক ইজামা, আমার ইজা
নয়। তুমি গত দিন ঘোরা, গত দিন ঘুরে।
ওখনো তো বজবেশ অপসাজিত, এখনো তো
আমায় মঙ্গারে মারজ প্রচার করে। মাগি:
এখনো তো কামিনীয়ে সাতদাপীঠে বিকা মদা
মনে কান পাই নাই। আমি যেমার ইজা
গীর, তোমার ইজা তুই না? হানে আমি
কিন্তু কি ভিতর পাতো?

জগা: ভাল ভাল—আমায় কবে এই কি। আমি
আর কি করব, আমি তো আদীন নই, কেঁদে
বেড়া।

[প্রস্থান।

(সামান্য ও মনোরমের প্রবেশ)

সামান্য: এই যে শব্দ, হেঁমার কি মনে করে?

শব্দ: মাতার প্রাণি করবে।

সামান্য: বটে, তোমার যেমনকি তোমার এক নিম্ন
হুট? মুখাধিকারে তোমার প্রাণের পথ
করী হবে। তোমার কথা আমি গিয়েছিলে,
কিন্তু তোমার নিম্ন, মাগি তোমার। তা
হা, আমার ওহে

শব্দ: আমি মনোমী, সম্প্রদায় তো প্রাণী নই।
রাম। কলির মনোমী কি না, তাই মুখাধি করবে।

তার পব প্রাণের অধিকারী হয়ে, রাজাকে বলে
বিশব কোড়ে নেবে, তা নাও। মনকার তুমি
একলা করে, আমার ও দেহ মঙ্গল করব না।
তোমার মনোমী তো তোমার জানি, পিন্ডক
বরে ছিল না, তোমার বা মর্জিত হয়েছিল।
মনোমী। মেজো হুট—জগা ওহে,—এখানে
থাকলে তোমার একমাত্র করবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

জগা: শুককাঠে মাঝেই হোক আচ্ছাদিত,
গুহে হোক চিতার নির্মাণ।
আমি ইহত শ্রমচারী এ হীন প্রদেশে
শবদের দ্বন্দ্ব যেন হয় গৃহনাথ;
ভিক্ষুক আমি ভিক্ষা নাহি করিবে গ্রহণ।
অগ্নিশেব, বরে মম হও প্রজলিত,
দধি করি মাতৃকণ।

[সমস্ত শুককাঠে শবদের আচ্ছাদিত ও
অগ্নি প্রজলিত হইল।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

কানকপ—কামাখ্যাদেবীর নাটমন্দির।

অভিনব ওপ, তৎশিশু ও পল্লীরত

বৌদ্ধ কাপালিকগণ।

অভিনব: হানে, শত্রুজ্ঞান আছে কেডার? তপ
মর্গ সন্তত করছে কেডা? বহুইবাটা তো দে
দিনকার জাওয়াল লন্ডি; শক্তি মানুষের চায়
নি, পাণ্ডিত্য চেকছিলো। কানকপ আসবার
তার আশঙ্ক, বৌদ্ধ মণ্ডা তোতা কন্যা লম্বা
হয়ে বসাইল।

মে বৌদ্ধ: আর, যিনি খেল সম্প্রদায়ের প্রধান,
যিনি শত্রু সম্প্রদায়ের প্রধান,—বৈষ্ণব, শৌর,
জৈন, বৌদ্ধ, পাণ্ডিত্য,—যে যে সম্প্রদায়ের
প্রধান ব্যক্তি যেখানে ছিল, মঙ্গলে পরাজিত হয়ে
শবদের দ্বন্দ্ব গ্রহণ করেছে। রাজা মুখা
অধমজ্ঞান করে যেখানে যে বৌদ্ধ কাপালিক,

জৈন প্রভৃতি প্রকল্পভাবে আছে, তাদের
বিশ্বাসসাধন করছে। আমরা পণ্যরূপ করে
ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে এসে
আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

অভিনব। ভালই করচ, মহামারীর প্রসাদ পাতি
থাকো, চক্র করুণি থাকো, শঙ্কহরাটিকে আশুতি
দাও, তখন বোঝবার পারবা—শর্পরাম কেডা!
এহন যাও—নিশ্চিন্ত হওয়া বাসার ব'স যাইবা।
ভয়ডা কিসের? দ্যাখবা এনে শঙ্কহরা আইসা
পদসেবা করবা।

যৌদ্ধগণ। প্রভু, আমরা আপনার শিষ্য, আমাদের
রক্ষা ভার আপনার উপর।

অভিনব। হ—হ—বলচি যে—নিশ্চিন্ত হওয়া যাও।
[যৌদ্ধ কাপালিকগণের প্রস্থান।]

শিষ্য। করুণা, আপনি শঙ্কহরার সাথে তর্ক কর-
বার চাপ না কি? অমন কাজে যাইও না,
মান খোঁরাবা—কল্যাব। মুই তার তর্ক দ্যাখছি,
কথার তোর উঠতি থাকে, টিকবে কেডা! তাই
বলতেছি, একটা উপার করো, তর্কে যাইও না।
অভিনব। হ—হ—ওনছি বড় তর্কিক,—ওনছি
বড় তর্কিক।

শিষ্য। যা শোনচ, তা পাকা জানবা।

অভিনব। তুমি কি করবার সলা দাও?

শিষ্য। তোমার নি মারণ আসে? একটা রোগ
চাইগা নিয়া শঙ্কহরার শরীরের মধ্যে প্রবেশ
করাও।

অভিনব। ঠিক বলচো—ঠিক বলচো—ওই বগন্দর
রোগটা চালয়, যমুনার চোটে এ রোগ ছাইরা
রর বিবে।

শিষ্য। মারণ করবার চাপ না ক্যান?

অভিনব। তার বিয় আছে। ওনছি—বর যৌদ্ধ,
তার মারণে বিয় আইলেই আসন মরণ উপস্থিত
হইব। ওই করুচ কাপালিক মারণ চাইগা-
ছিলো, বিয় হওয়ার তারে তৈরব যাইরে
ফেলাইচে। ওই বগন্দর রোগ চালন করয়।
খাইই রাতারাইতি রোগ—মরণের রোগ।

শিষ্য। অমন এই রোগের কল্যাণে শোনচি,
শঙ্কহরা আইজই তোমার শিষ্য বিচার করবার
আসিবো।

অভিনব। আইছা, তুমি এখানে বস, আমার শিষ্য
আছি। কাইন যাইবা বিচার করন। [অভিনব।]

শিষ্য। জালো ভালো—কাইন আর বিচার করবো
কেডা। বগন্দরের আগাতেই আইন করবো।

(শঙ্করাচার্য ও মণ্ডন মিশ্রের প্রবেশ)

শঙ্কর। আপনি কি আচার্য অভিনব জয়?

শিষ্য। না, আমি তাঁর শিষ্য, তিনি এখন পুণ্ডর
আছেন।

শঙ্কর। আপনি আমার এই শিষ্যকে তাঁর নিকট
লগ্নে বান, আমার মন্তব্য আচার্যের নিকট
প্রকাশ করবে।

শিষ্য। মাছা, চলেন। (শঙ্কর) এহনই তাঁর
পাইবেন অনেক।

[মণ্ডন বিশ্রমে লইয়া শিষ্যের প্রস্থান।]

(কামাখ্যাসেবীর প্রবেশ)

শঙ্কর। মা, তুমি কে?

কামাখ্যা। আমি এই স্থানে থাকি। শোনো,
তুমি বৃথা পরিশ্রম করে এ দেশে এসেছ। এ
কপটাচারী বামাচার্য প্রবেশে মরণ অবৈতপন্থা
প্রদীত হইবে না। তুমি পুনর্বার বঙ্গদেশে জন্ম
গ্রহণ করে বিকুলীলার সহায় হবে, তখন এই
বামাচার্য দমিত হবে অবৈতমার্গ গ্রহণ করবে।

(অন্তর্ধান)

শঙ্কর। মা কামাখ্যাসেবী কি সন্তানকে বল
দিনেন? জননীরা আদেশ শিরোধার্য।

(ভগবদ্র ব্যাধির প্রবেশ)

শঙ্কর। তুমি কে?

ব্যাধি। আমি ভগবদ্র ব্যাধি, অভিনব শঙ্করের
অভিচারে প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু অসুখমতি
ব্যতীত আপনার দেবদেবে প্রবেশ করতে
সাধ্য কিস্তি না।

শঙ্কর। কেন, দেহমাত্রই তো তোমার অধিকার?

ব্যাধি। হে মরুচ, নিষ্পাপ শরীরে তো আমাদেশ
প্রবেশ করে নাই।

শঙ্কর। তুমি নিষ্পাপ নই, আমি ভগবদ্রের পাপ-
শিষ্য হয়ে জন্ম করেছি, তুমি আমার

স্বাধীন। প্রভু, যখনই পাপ গ্রহণ করেছেন মৃত্যু,
কিন্তু সে পাপ আত্মদেহের অন্তর্ভুক্তি ভিন্ন আত্ম-
দেহের স্বপ্নে বসে পড়েন না। আত্ম আত্মতা
হাসি, অসুখটি আত্মতা বসে পড়েন না আত্মদেহের
অন্তর্ভুক্তি নাই। আমার নিয়মিত প্রাণ, অসুখ
অন্তর্ভুক্তি ওষুধের অন্তর্ভুক্তি বসে পড়েন না অসুখ,
যদি আত্মদেহের মেহে হান না পড়ে। আত্মদেহ
আত্মদেহের মেহে অসুখের অসুখ অসুখের অসুখ
অসুখ-অসুখ অসুখ।

পূর্ণ। না তাকে প্রতি কবিতা ব্যর্থ হবে।
 বন্দ্য। পদ্যলেখ। আমি কাব্য-লক্ষ্যে এসেছি,
 কিন্তু নই বরং। না। একে আমি পদ্যকে
 প্রাধান্যময়ী কবিতা করিতে প্রবৃত্ত।
 ভাব। ব্যক্তিগত পদ্যের নাম হয় না, ভাবের
 প্রবেশভোগ জামার পূর্ববর্তী।

କାହିଁ, ଥିବା ଜଗତେବ ସମସ୍ତ ହେ ବଞ୍ଚୁ ଆମର
ମଣ୍ଡାଳ, ଆମ ଦେଶ କେବେ ଜନ-ହାରିତକାବୀ ହୁଏନ
କରେଇନ ?

শব্দ। কোমল। জল-শক্তির ন্যে, • কোমল
যেমন, পৃথিবীতে সর্বত্রই প্রাপ্য করে।
এবং, কোমল আদর্শে প্রবেশ করবে।
উদাহরণ প্রদান।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय १- अष्टादशविंशतिः पञ्चमः ।

[illegible]

ଉତ୍ତର : ହଁ, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମ, ଯାହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପଢ଼ାଯିବ।
 ଉପାଦାନ : ଏହା କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ?

কিন্তু! আমি, যখন আমার পাঠ্য-
বই! জবাব দিচ্ছি, তখন আমার
এই কামিনী! (কি) (স্ব) (আহা, দেও
কিন-কিনের (কিন-কিন) (কিন-কিন) (কিন-কিন)
কিন-কিন (কিন-কিন) (কিন-কিন) (কিন-কিন)
কিন-কিন (কিন-কিন) (কিন-কিন) (কিন-কিন)
কিন-কিন (কিন-কিন) (কিন-কিন) (কিন-কিন)

सुभाषचन्द्र बोस की हत्या के बाद उनके परिवार के सदस्यों का जीवन, विशेषकर उनकी पत्नी का जीवन, बहुत ही दुखद हो गया।

(হস্তাশলক ও শঙ্করাচার্য্যের প্রাচীন এবং
হস্তাশলকের কতগুলো শঙ্করাচার্য্যের
সম্মুখে সংগ্রহিত)

प्रश्न : कि इच्छावान्तरक

६३।। प्रह, आमार प्रार्थना पूर्ण करन ।

କହନ୍ତି । ତୁମି ଆକାଶର ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକଟ, ତେଣୁ
ଆଦାଃ ଆର୍ଥନା କି ?

५३। तबू, आदि आपनार दास, आभार नदमा
क्याटन मा ।

শহর' ওহ, তোমরা শোন শোন-আজ যেরূপ
তোমরা আমার নিষ্ঠা কি প্রার্থনা করে।

আমরা ! গুরুদেব, আপনার নিকট তো বহু বস্তু

শব্দ। ১. বাক্যের প্রার্থনা কি জানো ?

आमल : आर्यो अहंमी, आर्यो अहंमी ।

শব্দর : এ শব্দগুলি আমেরিক ভাষার যোগে পরিণত
 হয়েছে। অতিরিক্ত যোগে যোগে যোগে যোগে
 প্রদান করা হবে ?

হুয়া! শুভ, আজো কখন, আমি আকর্ষণ করে
নয়।

শব্দ। (বাস্তব)। এটা হস্তাঙ্ক, তেঁতার
 গরীর রোগগ্রস্ত হ'লে, আনি বেগের বহন
 হ'লেও শতদ্রু প্রণা পায়।

কথা। তাই পয়সাদ, গুণগুণের আশ, বাক্যের মাধুর্য।
 গুরুদেব অভিচার-গিতায় সত্যদেব-বাক্যে অভিনব
 গুরুদেব অভিচার-বাক্যে বাক্য-বাক্যে বাক্যে
 দেহের চিকিৎসক। এ বাক্যে শান্তি কাম্যে
 সত্যদেব।

ମନଜନନ : ଜାତୀୟ ହାସ୍ୟ ବିକାଶେ ସହଯୋଗ କଲେ ।

হুত। রাষ্ট্রবেত্তেরা অবশ্য বলার আদি পাশ্চাত্য
কথাটির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াছেন। তাঁদের নিকট
দেবাদ্রাশ্য হলেম, তাকে পরাজিত বলার ভয়ে,
অভিচার করে গুরুদেবকে এই খল যোগাঙ্ক
করেছে।

पञ्चमः । इति अथ ३ श्रुतिः । एकं त्वं करोति नि ।

ହତା । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାବତର ନିଷେଧ, ତାହା ଯାହା ନିଷ୍ଠା ଧରୀୟ
ରୋଗି-ହରାବତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାବତର ।

সমন্বন : - সত্য, স্বাধীনতা, নিষেধ, শাসন, স্বাধীনতা।
সমন্বন : - সত্য, স্বাধীনতা, নিষেধ, শাসন, স্বাধীনতা।

শব্দরাচ্যর্গা

কপটচারীর প্রাণবধ করতে নিরন্তর হব না।
হে গুণবন্ত জেহন মর! তোমার প্রভাবে থল
রোগ অভিচারী অভিনব গুণের শরীরে প্রবেশ
করুক।

(অভিনব গুণ ও তংশিয়ার প্রবেশ)

অভিনব। ওহ ওহ—আমার অভিচারের বলতা জাহ
—বৃগবরে আরে কেলোচে! (প্রকাশে) শব্দইরা
কেডা? আমি তর্ক করার আইচি।

মনস্কন। হে থলব্যাবি, যদি এই দণ্ডে গুণদেয়ের
শরীর ত্যাগ ক'রে এই পশু-শরীরে প্রবেশ না
করো, আমি অভিচারীর সহিত তোমার বিনষ্ট
করবো।

অভি। (অধীর হইরা) ওরে বাপ রে—বাপ রে—
মইল্লাম রে—মইল্লাম রে—গ্যালাম!—

শব্দর। হির হোন—হির হোন—কি হয়েছে?

অভি। আমারে ক্ষমা করেন, আমারে রক্ষা করেন।
ওরে গ্যালাম রে—গ্যালাম! মঠবে চড়া আমাবে
মারবার আইদতেচে—কনে বাবু—

মনস্কন। যমালগে যাও।

[শিষ্য অভিনব গুণের পলায়ন।]

শব্দর। পদ্মপাদ, কি করলে? তোমার বাক্য তো
ব্যর্থ হবে না, নরহত্যা হবে যে?

মনস্কন। প্রভু, পশুহত্যা সামান্য পাতক, আপনার
দর্শনে আমার দেহে স্থান পাবে না। জট্টের নরণে
পৃথিবীর ভার লাঘব হবে, অপ্রিয়শে গভীর সতীর
রক্ষা হবে, অভিচারীরা এই পশুর পরিশ্রম দর্শনে
ভীত হয়ে আর চরম ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হবে না।
আর আমি আপনার নাম স্মরণ ক'রে জন-
সমাজকে আলীকাদ করছি, যে শব্দরলীলা
আলোচনা করবে, তার প্রতি হুঁপকি বলহীন
হবে।

নিব্যগণ। জগ নরকামী শব্দরাচ্যর্গার কথা।

শব্দর। বৎস, সকলে প্রস্তুত হও, এ প্রকৃষ্ট কাল-
দের কার্য সমাপ্ত, আমরা কামীর কামিস্থে প্রবেশ
করবো। যেমন সমুদ্রীয়া ধরার জলস্রোত স্রোত
কষ্ট, জলদ্বীপে বেকশ, জলস্রোত, জল, জলস্রোত
প্রারতবর্ষ মধ্যে জলস্রোত, জলস্রোত, জলস্রোত

সর্ববিদ্যা একাশিনী সারদাদেবী বিদ্যাভাসিনী
অজ্ঞান দৃষ্টিতে গমনার্থে প্রস্তুত হও।

[শিষ্যগণের প্রস্থান]

কত দিনে হবে মম কার্য্য অবসান,

কর্মভূমে কত দিন করিব ভ্রমণ।

ধন্য মহানারী—

ধন্য এ ভৌতিক সেহ মায়ায় গঠিত,

চৈতন্য আচ্ছন্ন বার অন্ধুত প্রভাবে।

প্রারম্ভ গঠিত দেহ না হইবে ক্ষয়

কার্য্য অবসান বিনা।

বলবান কার্য্যের আসক্তি অপ্রবণ!

বিদ্যা বা অবিদ্যা মায়া উভয়ই মনুষ্য

স্বর্ণ-লৌহ শৃঙ্খলের প্রলেদ যেমতি

বিদ্যা আর অবিদ্যার প্রভেদ সেরূপ;—

উভয়ই বন্ধন,

কার্য্যে কাহ্নক্ষয় বিনা বন্ধন না যায়।

কে বলিবে কত দিনে কার্য্য ফুরাইবে!

(গৌড়পাদের প্রবেশ)

এ কি, আমার পরন সৌভাগ্যের উদয়! পরম-
গুণ গৌড়পাদের পাদপদ্ম দর্শন করলেম।

গৌড়। বৎস, তোমার চিন্তায় আমি আকর্ষিত; আমার
পরমগুণ ব্যাসদেবের দর্শনলাভ করেছে, জীহ্বা
যাদেশে ভাষ্য-প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছে, তোমার কার্য্য
সম্পূর্ণপ্রাপ্ত। তোমার ভাষ্য-প্রচারে অবশ্য শাস্ত্র-
ব্যাখ্যা খণ্ডিত হয়েছে, পৃথ্যভূমি জারজের এক
প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচা-
রিত। তোমার বেদান্তভাষ্য ব্যাতীত বৌদ্ধ-দর্শন
খণ্ডিত হতো না। ভগবান্ নারায়ণ বৃক্ষশরীরে
বেদ অধীকার ক'রে বোধিসত্ত্ব স্থাপন করেছিলেন,
তোমার ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারে বেদমর্গাদা রক্ষা হয়েছে;
বৌদ্ধ-দর্শন যে বেদের অন্তর্গত, তা ভূমি সপ্রমাণ
করেছ। তোমার অমল কার্য্যই অবশিষ্ট আড়,
কামীরগমনে কার্য্য পূর্ণ হবে। তথায় বাগ্‌দেবীর
মিত্রাভ্যাসন স্থাপিত। সেই মিত্রাভ্যাসনে উ-
বেশন ক'রে সংসারে প্রচার করো যে, তোমার
অবর্তিত গহ্বাই প্রেক্ষ। সর্বজ্ঞ ব্যাতীত বিদ্যা-
জ্ঞানসনে উপবেশনের কারো অধিকার নাই।
ভূমি সেই মানিকের দায়বদ্ধক অপরাধিত

পণ্ডিতবর্গকে পরাজিত করে অজ্ঞাব্যবস্থার দ্বন্দ্বযুদ্ধটি
চলিয়ে যার উদ্ভূতপূর্বক আদম প্রণয় করে।
পণ্ডিতবর্গের পরাজয়ে সকলের প্রতীতি কন্ডাবে
তে তুমি সর্বজ্ঞ। তোমার মতের প্রকৃত যোক্ষণের
বলে গৃহীত হবে। আমার বয়ে যোগশক্তিতে
সমিষ্ট মাসিক স্থান অতিক্রম করে অচিরে
মহার উপস্থিত হও।

শব্দ। প্রভু, আপনার পাবো কতদিন হলেম।
আমার কাণ্ডা পিকল নয়, আপনাদের আশাসনাকো
প্রীতি হতে আপনাদের প্রণয় পতকোটি
প্রদান কর।

গৌড়। প্রভু, বদ প্রণয়না করে।

শব্দ। প্রভু, আপনার দশম জাত কন্যে, আমার
আর দশ দশম কি? আজ্ঞা করুন, নিম্ন
রক্ষণের নিম্ন থাকি।

গৌড়। প্রভু। (প্রস্থান।)
(দশম মিলের প্রণয়)

মণ্ডন। প্রভু, রাজা সুপ্রসাদ আপনার দিগ্বিদ্য প্রণয়
দিলেন।

শব্দ। প্রভু, দশম দশম পদব্রজ বাতীত তো আমার
রথের প্রণয়ন নাই। চলো—রাজদর্শনে গমন
করি।

(সকলের প্রস্থান।)

দশম গর্তা

কাশীর—সার, গাঠ।

মন্দির-রক্ষক।

মন্দির-রক্ষক। এইমাত্র কি কাশীরের গৌরব, দীপা-
নামি কাশীরের মতন—এই বালক সন্ন্যাসী
দ্বারা বিবর্ত হতে? মাত্র মন্দিরের দ্বারদ্বার
দ্বিবিজ্ঞান পণ্ডিতের দ্বারা রক্ষিত। জ্ঞান জ্ঞান
অধিতীয় দ্বিবিজ্ঞান, যখন তর্কশক্তি বসন্ত
কারতে প্রচলিত, যাদের বসন্তীয় হতে কেহ
কখন কাশীরে হয় না। এই বালক বালক তাদের
প্রতিভা নিম্ন করে। বিনিমি এই বালকের
সুখী হইল, বিজ্ঞান পণ্ডিত বালক কার

অবনত মস্তকে এই বালকের দ্বারা পরিচালিত
হইলেন। মাত্র মান কি আছে—কে জানে।
এই বালক কি সর্বজ্ঞ? তার বিজ্ঞান-প্রদান কি
অধিকার করবে?

(কয়েকজন পণ্ডিতের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত। মহাশয় সন্ন্যাসী। কে এ কৃষ্ণী?
এর সন্মুখে বালকশক্তি বিজ্ঞান। বৈশেষিক,
নৈয়ায়িক, সৌগত, মীমাংসক প্রভৃতি অধিতীয়
পণ্ডিতগণ পরাজিত হয়ে দ্বারা পরিচালিত করেছেন।
দাংধা, দার্শনিক, যার বিজ্ঞান-পতাকা প্রত্যেক
কাল গর্ভে উচ্চীর্ণমান ছিল, তিনিও সন্ন্যাসীর
নিম্ন পবিত্র স্বীকার করেছেন। দিগ্বিদ্যপণ্ডী
পথপ্রদান করেছেন, কিন্তু তার উদ্ভব নিম্ন
বিকল হবে। বালকের তর্কশক্তিতে কাহারও
জয়লাভের আশা নাই।

২য় পণ্ডিত। এখনও দেখুন—মন্দিরদ্বার বন্ধ।
দিগ্বিদ্যপণ্ডী সাক্ষর পণ্ডিত নন, তিনি নিম্নই
বালককে নিবৃত্ত করবেন। মা সাক্ষাদেবী—
নিম্ন সিংহাসন নিজেই রক্ষা করবেন, বিদ্যা
ভদ্রাসনের গৌরব কখন নষ্ট হবে না।

দৈববাণী। না।

৩য় পণ্ডিত। দ্বি-মোন—দৈববাণী শোনো।

৪ম পণ্ডিত। দ্বি-বোধ—মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত।

(দ্বি-উন্মুক্ত হইল—মন্দিরদ্বার ও মন্দির, মণ্ডন
মিষ্ট, আনন্দ্যার, তেওঁকাচার্য, ইত্যাদি,
চিৎস্বয়, শান্তিশ্রয়, গণপতি প্রভৃতি
দ্বি-গণের প্রবেশ)

শিবাঙ্গ। জয় সর্বজ্ঞ দ্বিতীয় মন্দিরদ্বারের জয়।

মন্দির-রক্ষক। এই কি মন্দিরদ্বার? পণ্ডিত
বিজ্ঞানজ্ঞান কি এই বালক কর্তৃক অধিকৃত
হবে? দৈববাণী কি বিদ্যা? (মন্দিরদ্বারের
প্রতি) পণ্ডিতবর্গ, আপনি বিদ্যাবলে পণ্ডিত-
বর্গকে পরাজিত করে মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত করেছেন,
কিন্তু আমার নিবৃত্ত করুন। যে বালক নিম্ন-
চিৎস্বয়, তাহে সর্বজ্ঞ বলে স্বীকার করা কেহ
পারে না। কেবল তখনই মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত
বিদ্যার পরিচয় হয় না, প্রভু জানিগায়ে বিদ্যা
পরিচয়। আপনি যদি মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত

কোনো পরামর্শের প্রয়োজন নেই। আপনি নিশ্চিত আপনি সবকিছুতে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু আপনি আপনার আনন্দবাহিত চিত্ত আমি কিভাবে অবগত হব? সে পরিচয়টা পেলে, এ সারসংক্ষেপে বিচার-ভ্রাসনে আপনাকে আমি দিতে আমি প্রস্তুত নই। আমার কপাল আমি এই স্থানবন্ধীর নিমিত্ত আছি।

তোটকাচাটা। আপনি সারসংক্ষেপের পীঠ-রক্ষার নিমিত্ত থেকেও কি নিমিত্ত এতটা জরাজীর্ণ ভাষা প্রয়োগ করেন? যতটা পূর্বকালে কেউ শুন থাকে, পরজন্মে ভ্রাস্ত্র হলেও কি তাহার বেদে অধিকার হয় না।

শঙ্কর। হে মহাত্মন, আমি আমার আত্ম-তৃপ্তির জন্য এই আসনে উপবেশনে ইচ্ছুক নই। আমি দেবদেব মহাদেবের আদেশে বেদান্তভাষ্য প্রস্তুত করেছি। নারায়ণরূপ ব্রহ্মদেব ভাষ্যপাঠে আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে বরপ্রদান করেছেন। তথাপি জনসমাজে সর্বত্র বসে যদি আমি প্রামাণ্য না হয়, তা হ'লে আমার ভাষ্য জন-সমাজে গৃহীত হবে না। এই আসনে স্থানভিত্ত সর্বজ্ঞতার পরিচয়। আমি দেবদেবের আজ্ঞা-বর্তী হয়ে আমার ভাষ্য প্রচারে প্রবৃত্ত। যদি কৃতকার্য হতে থাকি, সারসংক্ষেপী স্বয়ং আমার স্থান দান করবেন।

দেববাণী। বৎস, তুমি একমাত্র এই আসনের যোগ্য, অন্যকোণে আসন গ্রহণ করো, তোমার উপবেশনে আনন্দে মগ্নতা রক্ষিত হবে।

শঙ্কর। দার্শনিক ধর্মপ্রণেতা,
কুটুর্ভি মানবের নিরাস কারণে,
দমিবারে চার্লীক সকলে,
মেশকাল অল্পসারে করেছেন দর্শন রচনা।
যোগমার্গ কথ্যমার্গ আমি
বিরচিত সমস্ত-উচিত প্রয়োজনে।
এব মুক্তিপথ প্রদারিত দ্বৈত-রূপার।
হেদাঙ্গবন্ধের অর্থ জগতে প্রচার,
আমার প্রকাশ, অবিদ্যা বিনাশ,
ব্রহ্মলীলে আত্ম-সরসন,
শঙ্কর 'উৎসর্গ' প্রকাশ করবেন।
মহাকাব্য, সন্নিবাহে কল্পিত শাস্ত্র—
যদিমুখে আনন্দপ্রদ কর আনন্দময়।

মা সারসংক্ষেপে সব পাঠে
মুম কাব্য বোঝে সন্নিবাহ।

(শঙ্করাজ্যের সারসংক্ষেপে উপবেশন)
শঙ্কর-বন্ধক। প্রভু, জ্ঞানের উপভাব সারসংক্ষেপে। আপনি যে ক্ষান্ত জ্ঞানময় শঙ্কর, সারসংক্ষেপে তা আমার উপভাব হয় না। সর্বত্র বর্তীহর, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। এতদিন সারসংক্ষেপের আনন্দ-রক্ষক শিষ্য, আমি হ'লে আপনার আনন্দ-রক্ষক দিতে নিমিত্ত করে কৃতার্থ করব।

শঙ্কর। শান্তিভবন, আমার আসন নয়, জননী সন্তানকে কোণে স্থান দিয়েছেন মাতা। মাতার আসনের আপনিই যোগ্য বন্ধক।

সকলে। জয় নরেশ্বর শঙ্করচাচাচার্য্য জয়!

শঙ্কর। হে বিরক্ত সন্ন্যাসিগণ, এখনো জ্ঞানবাহী সম্পন্ন হন নাই। তোমরা দেশদেশান্তরে এই অদ্বৈত-ভাষ্য প্রচার করো। আমি কেদারমন্ডে দর্শন করে কৈলাস-দর্শনে ইচ্ছুক। তোমাদের নমো যারা আমার সঙ্গী হবার ইচ্ছা করবে,—
এমো—আমরা অদ্বৈত বাজা করি।

[সকলের প্রস্থান।]

একাদশ গর্তীক

কৈলাস-সন্নিকটস্থ পর্বতপ্রদেশ।

(মহামাতার প্রবেশ)

গীত।

কব কারে আর সে বিনা কে জানে,
কি বেদনা তারি বিহনে,
বিরহ-পাখা খরে থরে গাঁথা
গ্রহিবে নীরব বিজ্ঞান।
নয়নবারি মিশ্র ও নীহাবে,
ধন খাদ মিশ পবনে,
দয়তাপ কপনে মিলেও,
কতিন কারা মিলে প্রিয়সনে,
শুভ্র আশি গগনে।
বিনা প্রাণধার, আমি আমি নই,
আপো-আপো বাবা তাই প্রাণাই,
কতই মহেছি কত পথ আন

সিঁছার কেন বাঁসই—

বিফল আশা ফল-মাঝে রাখিব কেমনে যতনে ॥

(গণপতির প্রবেশ)

গণপতি। (স্বগত) ও বে বাপ রে! সেই কাপালিক ব্যাটার অবস্থা। এখানে কি কব্জে মরতে এসো। পালাই—বেটা না দেখে।

মহা। বাবা,—শোন—শোন—

গণ। কেন বাছা,—তুমি পরেব মেয়ে—পরেব বুউ, আমি সম্রাসী মাচ্ছ, কেন তোমার কথা শুনো?

মহা। আমি যে তোমাদের মা, আমার কথা শুনবে না?

গণ। মা আজ মা—ই আছ, তুমি ভাব ভাব পথ দেখ, আমিও ভাব ভাব পথ দেখ। আর বাছা, তোমার পালার পড়ছে নে।

মহা। শোন না, তোমার গুরু সংবাদ দিচ্ছি।

গণ। কে—বেই তোমার কাপালিক? সে বেটা অঙ্কা পেয়েছে, তা জানো না বুঝি? তাই আমার ধোঁকা নাগাতে এসেছে?

মহা। তুমি কি মনে কর? আমি সে তো নয়, আমি যে তোমার দিদি না। তোমার চোপ ঢাকা করেছে, আমি তোমার চোপ খুলে দিচ্ছি এসেছি। তুমি আমার কক মনে কর? আমি সে নয়, সে তোমার বিমাতা। আমি তোমার পতি মা।

গণ। বাছা, তোমার হার মা শিপিতে কাজ নাই।

মহা। বাবা, আমি না পথ চেয়ে দিচ্ছি পথ দেখতে পায়ে না। তোমার চোপের আবরণ এখনে ঘোচে নাই। তুমি একমো তোমার গুরুকে চিন্তে পারো নাই। তাই তোমার দলতে এসেছি, তোমার গুরু মাচ্ছ নয়, তোমার গুরু মাচ্ছাং শঙ্কর। এই কথাট মনে রেখ, তা হ'লেই তুমি মোক্ষপ্রাপ্ত হবে।

গণ। (স্বগত) না, সে বেটা তো নয়। (প্রকাশে) তুমি কে মা?

মহা। বাবা, আমি বললেও তো কব্জে পারবে না। তোমার বিমাতাও মরেছে, আমি যে দিন মরণে, সেই দিন চিনবে।]*

[সহামিতার প্রবেশ।

* [গণ। জাই তো—তাই তো, আমি যেদ আর এক রকম সব দেখছি। আমি নিদ্রিত না জাগরিত। আমি কোথায়, আমার শরীর কি হলো! এ সব কি? শুকদেব—শুকদেব—চরণে স্থান দাও!]*

(মণ্ডন মিশ ও সনদনের প্রবেশ)

সনদন। অস্তাবধি ভাবতবর্ষের সমস্ত পণ্ডিত-মণ্ডলীকে পরাজয় করে কাশ্মীরের সারদাপীঠে বাসুদেবীর সিংহাসনে উপবেশন করতে একই সময় ছন নাই। শুকদেব যখন সমস্ত পণ্ডিত-মণ্ডলীকে পরাজয় করলেন—অকস্মাৎ দৈববাণী হলো—“বৎস, আনার আসনে উপবেশন করার তুমি একমাত্র যোগ্য। আমার আজ্ঞার আদম গ্রহণ করে ভারতবর্ষে ‘সর্গজ্ঞ’ নামে প্রচারিত হও।” তাই তুরেখর, সমস্ত ভারতে প্রবৃত্ত মত স্থাপিত, পুণ্যভূমি জ্ঞানহর্ষে আলোকিত। তাই, তুমি আনন্দ-সংবাদে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলে কেন?

মণ্ডন। শুন তাই, অন্তর বিকল কিবা হেতু।

তুমার-আবৃত পোর গর্জিত-প্রদেশ,

নিত্য রজনীতে—

বামাকণ্ঠে কেবা করে দক্কন গান?

যেন কোন নারী বিরহবিগ্নতা,

মনোবাণী কছে এই জনমুখ স্থানে!

দেখ দেখ, নারীমুখি কে অগ্রগামিনী?

সনদন। হতেছে অরণ,

পূর্বে যেন এই মুখি করেছি দর্শন।

আছিলেন শুকদেব যবে পরকারে,

নাহি পাই কোনমতে রাজ-দরশন,

অকস্মাৎ রূপা কবি আমি এক নারী—

দক্কে করিল মাতা উপায়-বিধান।

হেরি অবয়ব মম হয় অচ্যুমান,

অগ্রগামিনী রমণী-মুরতি সে অস্বপ্নী।

মহা হিতৈষিণী সেই জননী-রূপা,

তাহে কেন অনিষ্ট আশঙ্কা কর তুমি?

মণ্ডন। নহে এ সামান্ত নারী হয় অচ্যুমান।

প্রধানা প্রকৃতি।

মহাশক্তি ধরি নারী-কার প্রযেন ধরায়,

তার বিরহ-সঙ্গীতে ছয় ছয় চোখে

লীলা কৃষ্ণ অবসান-প্রায়,
অস্তিরে বা শিবশক্তি হয় সন্মিলিত ।

(শঙ্করাচার্য্য, শাস্ত্রীস্বামী, তত্ত্বানন্দ, কামানন্দগিরি,
শিখর, জ্যোতিবাবুগোত্রীভট্ট
শিখরগোত্রীভট্ট)

শঙ্কর । পুত্র, প্রভু—দেবদেব, অবতার শিখর
দেব তাঁর বসি উদ্ভিত হুচে । পুত্র, শিখর
তথ্যে শিখর হইত পুত্র ।

শঙ্কর । না বৎস, ভগবদী শিখর বৃন্দাবনীর পুত্র
হোমায় নারদ শীতের জিহ্ন হুচে, সেই শিখর
এই উচ্চ ওয়েবা গিরি হুচে তাঁর উদ্ভিত হুচে ।
এই উচ্চতা—এই উচ্চ অবস্থান হুচে না
শাস্ত্রীর কোন কারণ হুচে ।

শঙ্কর । পুত্র, সর্বদা আনন্দ করণ ।

শঙ্কর । কী—কী, কৃষ্ণ শিব, আনি ভগবদী, না
আমায় বসেছেন ।

শঙ্কর । পুত্র, পুত্র, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে ।

শঙ্কর । পুত্র, পুত্র, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে ।

শঙ্কর । পুত্র, এ পুত্র, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে ।

শঙ্কর । হী পুত্র, আনি পুত্র হুচে, এই পুত্র
পুত্র হুচে—পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে
পুত্র হুচে, পুত্র হুচে ।

শঙ্কর । শিখর আমায় পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে
শিখর আমায় পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে
পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে ।

শঙ্কর । পুত্র, শিখর আমায় পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে
পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে
পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে ।

শঙ্কর । পুত্র, পুত্র, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে
পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে
পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে
পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে
পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

পুত্র, পুত্র হুচে

পুত্র হুচে

পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

শঙ্কর । পুত্র, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

শঙ্কর । পুত্র, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

শঙ্কর । পুত্র, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে, পুত্র হুচে

